১৯ ৭৯-৮০

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ বার্ষিকী

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ বার্ষিকী ১৯৭৯-৮০

প্রকাশনা : সম্পাদনা পরিষদ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ বার্ষিকী—১৯৭৯-৮০
প্রকাশ কাল : জুলাই, ১৯৮০।
আলোক চিত্র : ফটোগ্রাফিক সোসাইটি, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।
ডন ষ্টুডিও, ঝিনাইদহ ও জনতা ষ্টুডিও, ঝিনাইদহ।
প্রচ্ছদ ও
ব্লক নির্মাণ : লিংকওয়ে, ঢাকা।
মুদ্রণ : পূর্বাচল প্রেস, ১৬ বিজয় কৃষ্ণ সড়ক, যশোহর।

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি	:	লেঃ কর্ণেল মুহম্মদ নূরুল আনোয়ার, এ ই সি, অধ্যক্ষ।
সহ সভাপতি	:	জনাব এফ, এম, আবদুর রব, উপাধ্যক্ষ।
সদস্য	:	জনাব আশরাফ আলী, সহযোগী অধ্যাপক। জনাব রেজাউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক। জনাব এ, কে, এম, ফারুক লতিফ সিনহা, সহকারী অধ্যাপক। জনাব আবদুন নায়ীম চৌধুরী, প্রভাষক। জনাব আবদুল্লা-হেল বাকী, প্রভাষক।
ক্যাডেট সদস্য	:	ক্যাডেট গাজী] আবু তাহের, কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট। ক্যাডেট অলক কুমার দেওয়ারী, প্রতিনিধি, দ্বাদশ শ্রেণী। ক্যাডেট নীতীশ কুমার রায়, প্রতিনিধি, একাদশ শ্রেণী। ক্যাডেট সাইদুল ইসলাম, প্রতিনিধি, দশম শ্রেণী। ক্যাডেট সাঈদ আকমল, প্রতিনিধি, নবম শ্রেণী। ক্যাডেট মুহম্মদ শফিক শামীম, প্রতিনিধি, অষ্টম শ্রেণী। ক্যাডেট এফ, এম, মাহমুদ হাসান, প্রতিনিধি, সপ্তম শ্রেণী।
উপদেষ্টা	:	জনাব রফিক নওশাদ, প্রভাষক।

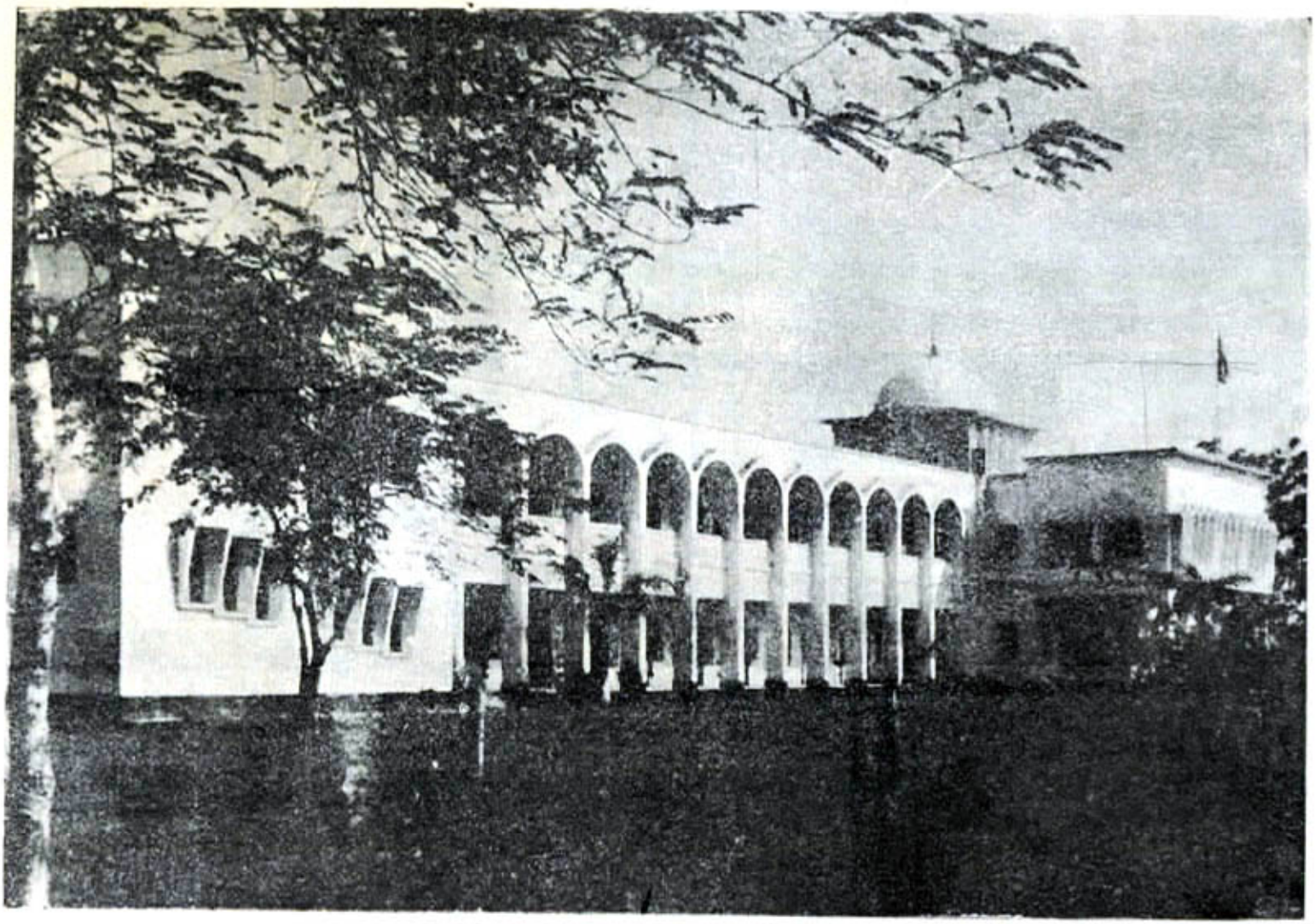

শিক্ষা ভবন

বাণী

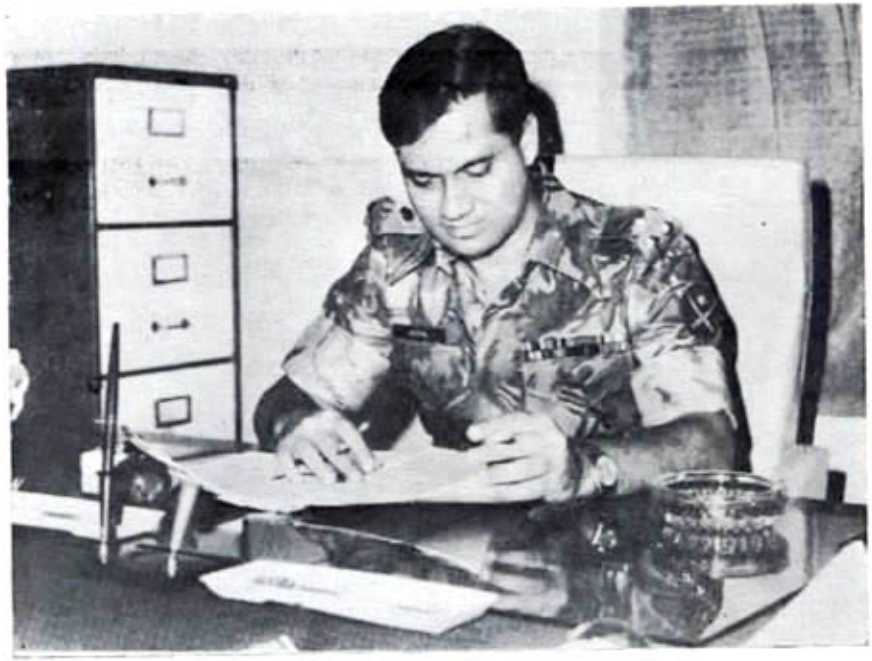

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে প্রতিবারের মতো এবারও একটি পূর্ণাঙ্গ বার্ষিকী আত্ম-প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। মূলতঃ এ ধরণের বার্ষিকীতে একটি ক্যাডেট কলেজের কর্মমুখর বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচিতির পাশাপাশি ক্যাডেটদের নানা রচনায় তাদের কিশোর মনের বিচিত্রভাব ও ভাবনার প্রকাশ ঘটে থাকে এবং তা যুগপৎ ক্যাডেট কলেজের কর্মধারা সম্পর্কিত আমাদের কৌতুহল মেটায় ও সাহিত্য পাঠের আনন্দদান করে।

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে ক্যাডেট কলেজের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে প্রতিটি ক্যাডেট পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে সহায়ক শিক্ষামূলক কার্যক্রম যথা— খেলাধুলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিষয়াদিতে এবং দীক্ষিত হয় শৃঙ্খলায়, দক্ষতায় ও কর্মমুখী জীবন চর্চায়। ফলে, তাদের স্বভাবজ আগ্রহ সূচিত হয় জ্ঞানে, কর্মে ও ভাবনায় মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, জড়ত্বাবিবর্জিত প্রগতিশীল সেই জীবনের দিকে যে জীবন উৎসর্গীকৃত হবে দেশ ও দেশের জনগণের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণে।

আজকের এই বার্ষিকীতে সম্ভাবনাময় সেই ভবিষ্যতের স্বর্ণ-স্বাক্ষর স্বকীয় উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হোক — এই কামনা করি।

মেজর জেনারেল,
সভাপতি, ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ
ও
অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল বাংলাদেশ আর্মি
(মইনুল হোসেন চৌধুরী)

FOREWORD

I am greatly pleased to see the publication of the fifth issue of the College magazine. An embodiment of the literary and creative artistry of the Cadets as it is, the College magazine aims at nurturing and flourishing the latent talents and creative faculty of the Cadets. It also aims at reflecting the ways of life and work of our Cadets, their hopes and aspirations, their devotion and dedication.

In an institution like the Cadet College, it is perhaps difficult to persue literary avocation in view of the fact that the cadets have to adhere to a regimented routine life with clock like precision. However, efforts are being made to keep alive their creative and literary interests through the publication of the College magazine, the wall-magazines, the monthly 'College Chronicle' and the 'College Alekhya'.

I appreciate the sincere efforts of the Cadets who have contributed articles in the magazine. The highest literary excellence might not have been achieved by our young writers but I hope, with encouragement the budding artists will be able to show their stamp of genius in future.

I am very thankful to the Cadets and the members of the staff who have actively cooperated in the publication of the College magazine.

Lt Col
Principal
Jhenidah Cadet College
(MUHAMMAD NURUL ANWAR)

সম্পাদকীয়

চিরচলিষ্ণু বস্তু-বিশ্বের যে রূপময় অভিজ্ঞতা ব্যক্তি-চিত্তের ভাবালোকে আলোময় হয়ে ব্যক্তি-নির্বিশেষে সোচ্চার সত্তার প্রকাশ ঘটায় সেটাই সাহিত্য। সাহিত্যের ভেতর জীবন ও জগত কেন্দ্রিক ব্যক্তি জীবনের যুগার্জিত অভিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক ব্যাঞ্জনায় মূর্ত হয়ে পাঠক মনে অসীমের রস সঞ্চার ক'রে থাকে। তাই, সাহিত্য একান্তভাবে ব্যক্তি-নিষ্ঠ হয়েও ব্যক্তি-নির্বিশেষ। ফলে, অন্তর অনুভবে উজ্জ্বল এই সাহিত্য, এই একটি কারণে, সর্বজনগ্রাহ্য আবেদন নিয়ে আদৃত হয়েছে সর্বযুগে, সর্বত্র।

আমাদের কলেজ বার্ষিকী শতাংশেই সাহিত্য পত্রিকা — এমন দাবী অযৌক্তিক। আমরাও তেমন দাবী করি না। তবে নিত্যদিনের কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ভেতর ক্যাডেট মনের বিচিত্র ভাব-কল্পনা যে নিরাভরণ অভিব্যক্তিতে তাদের রচনায় অসংকোচে প্রকাশ লাভ করেছে তার একটি অন্তরঙ্গ ভাব-ব্যঞ্জনা সহৃদয় পাঠক মহলে, কিছুটা হলেও, আদৃত হবে ব'লে আশা রাখি।

বার্ষিকীতে ক্যাডেটদের অপরিণত হাতের রচনাকে প্রায় অপরিবর্তিত রেখে প্রকাশ করা হয়েছে মৌলিকতা রক্ষার প্রয়োজনে এবং ভবিষ্যতে তাদের আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা দেখবো — এই আশায়।

পরিশেষে, যাদের রচনা, নেপথ্য শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা এই কলেজ বার্ষিকীর সুষ্ঠু প্রকাশনাকে সহায়তা ও পূর্ণতা দান করেছে তাদের সবার কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) : সর্বজনাব আবদুল্লা-হেল-বাকী, সদস্য ইংরেজী বিভাগ ; আবদুন নায়ীম চৌধুরী, সদস্য বাংলা বিভাগ ; ফারুক লতিফ সিনহা, সদস্য বাংলা বিভাগ ; এফ, এম আবদুর রব, সহ সভাপতি ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান এ, ই সি, সভাপতি ; রফিক নওশাদ, উপদেষ্টা ; আশরাফ আলী, সদস্য, ইংরেজী বিভাগ এবং রেজাউল ইসলাম, সদস্য ইংরেজী বিভাগ।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট সাঈদ আকমল ; ক্যাডেট নীতীশ কুমার রায়, ক্যাডেট এনড্রু অলক কুমার দেওয়ারী ; ক্যাডেট গাজী আবু তাহের ; ক্যাডেট সাইদুল ইসলাম ; ক্যাডেট মুহম্মদ শফিক শামীম এবং ক্যাডেট মাহমুদ হাসান।

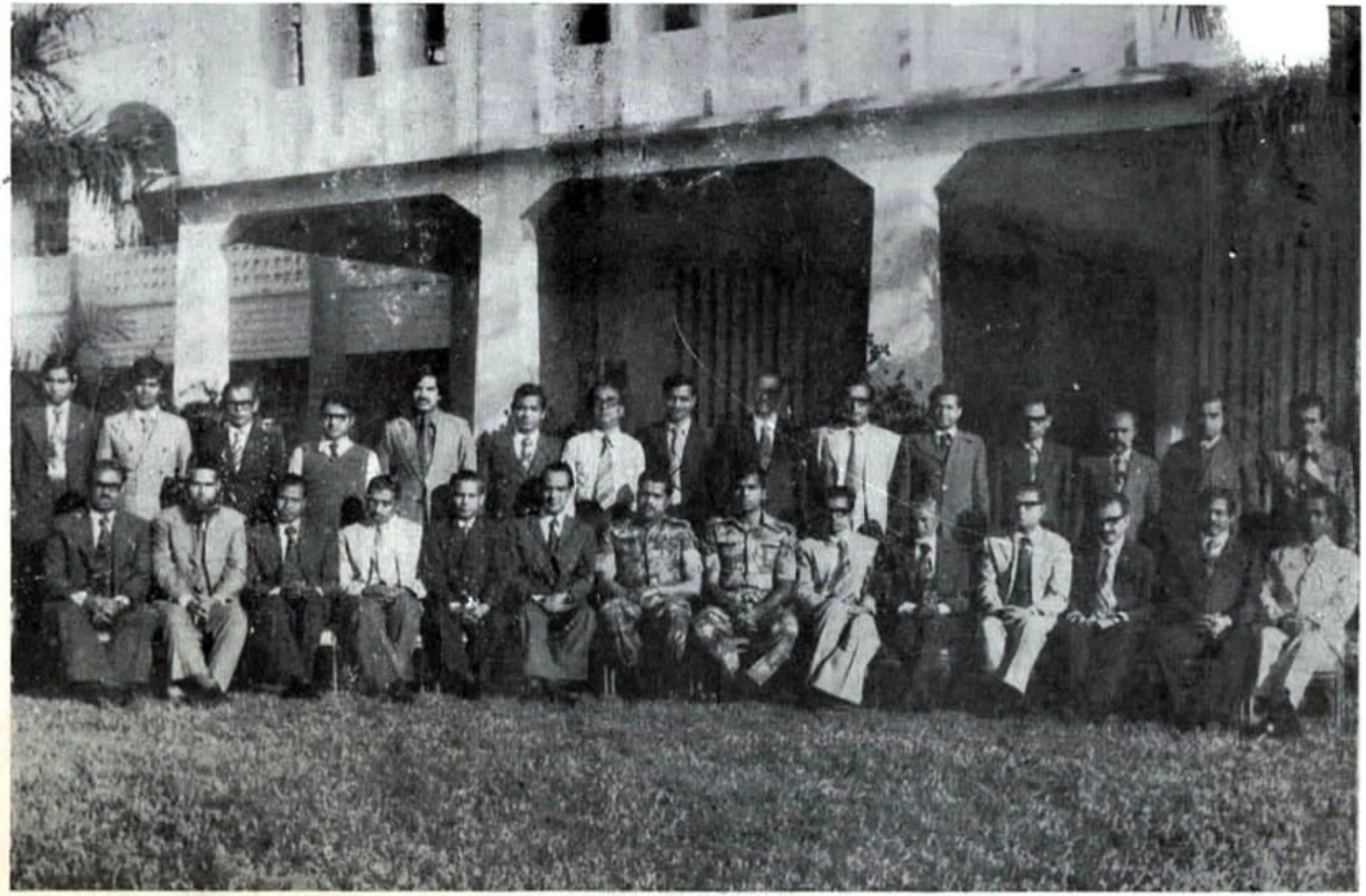

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে অধ্যাপকমণ্ডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে অধ্যাপকমণ্ডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) : সর্বজনাব সৈয়দ আবদুল খালেক, সহকারী অধ্যাপক ; এ, কে, এম, ইদ্রিস হোসেন, সহকারী অধ্যাপক ; এবারউদ্দিন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক ; মুহম্মদ রেজাউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ; ডি, এ, কে, দেওয়ারী, সহযোগী অধ্যাপক ; এফ, এম, আবদুর রব, উপাধ্যক্ষ ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান এ, ই, সি, বিদায়ী অধ্যক্ষ। মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যান্ট ; আশরাফ আলী, সহযোগী অধ্যাপক ; আ, ন, ম, আবদুল করিম, সহযোগী অধ্যাপক ; মোসলেম উদ্দিন মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক ; কামাল উদ্দিন মোহাম্মদ, সহকারী অধ্যাপক ; আবদুল হান্নান, সহকারী অধ্যাপক এবং মুহম্মদ শওকত আলী মিয়া, একাউন্টস্ অফিসার।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) সর্বজনাব আবু সাঈদ বিশ্বাস, প্রভাষক ; চৌধুরী খালেকুজ্জামান, প্রভাষক ; এ. কে, এম, হাসান সহকারী অধ্যাপক ; মুহম্মদ আবদুল ওয়াসে সালফি, প্রভাষক ; আবদুন নায়ীম চৌধুরী, প্রভাষক ; রফিক নওশাদ, প্রভাষক ; এ, কে, এম, ফারুক লতিফ সিনহা, সহকারী অধ্যাপক ; শ্রী প্রসন্ন কুমার পাল, প্রভাষক ; এ, কে, এম, নূরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ; মাহবুবুর রহমান ফারুক, সহকারী অধ্যাপক ; মুহম্মদ ইনামুল কবির, প্রভাষক ; এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ, প্রভাষক ; গাজী আবদুল্লা-হেল বাকী, প্রভাষক ; মুহম্মদ ইকবাল হাসান, তালুকদার, প্রভাষক এবং মুহম্মদ মহীউদ্দিন, প্রভাষক।

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে বর্তমান অধ্যক্ষ, অধ্যাপক মণ্ডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) : সর্বজনাব আবদুল হান্নান, সহকারী অধ্যাপক, রেজাউল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক; মোসলেম উদ্দিন মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক; আ. ন, ম, আবদুল করিম, সহযোগী অধ্যাপক, মেজর মুহম্মদ আবুল ফজল, এ, এম, সি, মেডিকেল অফিসার; এফ, এম, আবদুর রব, উপাধ্যক্ষ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান, এ ই সি, বিদায়ী অধ্যক্ষ; লেঃ কর্ণেল মুহম্মদ নূরুল আনোয়ার এ ই সি, অধ্যক্ষ; মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যান্ট; আশরাফ আলী, সহযোগী অধ্যাপক; ডি, এ, কে, দেওয়ানী, সহযোগী অধ্যাপক; এবারউদ্দিন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক; কামাল উদ্দিন মোহাম্মদ, সহকারী অধ্যাপক;

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) : সর্বজনাব এ. কে, এম, ইদ্রিস হোসেন, সহকারী অধ্যাপক; মুহম্মদ মহীউদ্দিন, প্রভাষক; এ, কে, এম, হাসান, সহকারী অধ্যাপক; গাজী আবদুল্লা-হেল-বাকী, প্রভাষক; আবদুল ওয়াসে সালফি, প্রভাষক; মুহম্মদ ইকবাল হাসান তালুকদার, প্রভাষক; শ্রী প্রসন্ন কুমার পাল, প্রভাষক; এ, কে, এম, ফারুক লতিফ সিন্‌হা, সহকারী অধ্যাপক; রফিক নওশাদ, প্রভাষক; মাহবুব-উল আলম, প্রভাষক, মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক; এ, কে, এম, আবদুল ওয়াহেদ, প্রভাষক; সৈয়দ আবদুল খালেক, সহকারী অধ্যাপক; মাহবুবুর রহমান ফারুক, সহকারী অধ্যাপক; চৌধুরী খালেকুজ্জামান, প্রভাষক।

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে বর্তমান অধ্যক্ষ, অধ্যাপকমণ্ডলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ।

সূচীপত্র

বাংলা বিভাগ

ওদের পড়াবে কে	:	১	: লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ ব ম আশরাফ-উজ-জামান এ ই সি
তার বিহীন সেতার	:	১১	: ক্যাডেট মনজুর-ই-এলাহী
ওরা দুইজন	:	১৫	: ক্যাডেট মোঃ শফিকুল ইসলাম
আনন্দময় অভিজ্ঞতা	:	১৯	: ক্যাডেট এস এম মুনীর হাসান
একটি ভূতের গল্প	:	২২	: ক্যাডেট মোঃ মাহবুবুর রহমান
রহস্যময়	:	২৮	: ক্যাডেট সাঈদ আকমল
বদরের যুদ্ধ	:	৩৩	: অধ্যাপক মুহম্মদ মোসলেম উদ্দীন মণ্ডল
শহীদ স্মরণে	:	৩৫	: অধ্যাপক ফারুক লতিফ সিনহা
কৃতজ্ঞতা	:	৩৬	: অধ্যাপক আ খ ম ইদ্রীস হোসেন
যেতে চাই	:	৩৭	: ক্যাডেট এ্যাণ্ডরু অলক কুমার দেওয়ারী
বাঁচাও	:	৩৯	: ক্যাডেট সারওয়ার হোসেন
সনেট	:	৪০	: ক্যাডেট নীতিশ কুমার রায়
অবলোকন	:	৪১	: ক্যাডেট নাসিম আখতার
শ্রমিক জীবন	:	৪২	: ক্যাডেট মাসুম রশীদ
বনলতা কাঁদে	:	৪৩	: ক্যাডেট শ ম সাইদুল ইসলাম
আদি	:	৪৪	: ক্যাডেট নাজমুল ইমাম
ডাক দিয়ে যাই	:	৪৬	: ক্যাডেট আ ক ম সাইফুল্যাহ
ভেজাল	:	৪৭	: ক্যাডেট কামরুল হাসান
উথাল পাথাল হৃদয় আমার	:	৪৮	: ক্যাডেট এ কে এম আখতার উজ্জামান
বৈশাখ আসে	:	৪৯	: ক্যাডেট হাবিবুর রহমান
ঠিক করেছি	:	৫০	: ক্যাডেট জুলফিকার আহমেদ আমিন
ফুল	:	৫১	: ক্যাডেট কামরুল হাসান
শৈশবে যেতে চাই	:	৫২	: ক্যাডেট আবু হেনা জিয়াউদ্দিন
ছড়া	:	৫৩	: ক্যাডেট মাজেদুল হক
পুরস্কার	:	৫৪	: ক্যাডেট কাজী আহমেদ পারভেজ
মন যেতে চায়	:	৫৬	: ক্যাডেট সিদ্দিকুল আলম
মাটির পুতুল	:	৫৭	: ক্যাডেট নজরুল ইসলাম
আমার গাঁয়ের কথা	:	৫৭	: ক্যাডেট আবু শাহরিয়ার মোল্লা

দু'টি কবিতা	: ৫৮ :	অধ্যাপক রফিক নওশাদ
বদর হাউস রিপোর্ট	: ৬০ :	
খায়বার হাউস রিপোর্ট	: ৬২ :	
হুনাইন হাউস রিপোর্ট	: ৬৪ :	

ENGLISH SECTION

The Nature of Discipline and Punishment in the Cadet Colleges	: 1 :	Mr F M Abdur Rob
Mental Health	: 8 :	Mr D A K Dewari
Inter Cadet College Sports Meet	: 13 :	Mr Ebaruddin Ahmed
ICCLM—the Emblem of Cadet College Co-Curricular Activities	: 19 :	Mr Gazi Abdullah-hel-Baqui
Skylab	: 23 :	Cadet Kazi Mohd Shahjahan
The Inter Cadet College Sports Meet	: 27 :	Cadet Borhanuddin Khan
A Thought on Life	: 32 :	„ Mahbub Alam Siddiqui
Lie and Truth	: 32 :	„ Golam Wadud
Question of a Child	: 33 :	„ Nazrul Islam
The Spring	: 33 :	„ A K M Mohiuddin
The Night	: 34 :	„ Quamrul Hassan
One Two Three	: 34 :	„ Md Khademul Insan
An Old Tree	: 35 :	„ Waisuzzaman
A wicked boy	: 35 :	„ Md Nurul Islam
Notes on Societies	: 36 :	Mr D A K Dewari
Co Curricular Activities of Our College	: 45 :	„ Ahmed Quamruzzaman
Cultural Activities in Retrospect	: 49 :	„ Gazi Abu Taher
Games Report	: 53 :	„ Borhanuddin Khan
College Report	: 57 :	„ Quamrul Islam

বাংলা বিভাগ

ওদের পড়াবে কে

লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ ব ম আশরাফ উজ্জামান, এ ই সি
প্রিন্সিপ্যাল, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ

(এ লেখাতে প্রকাশিত বক্তব্য ও মন্তব্য সবই লেখকের ব্যক্তিগত। এগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকার অথবা বাংলাদেশ ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনসম্পর্ক নেই।)

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। দেশে লেখাপড়া হচ্ছে না। ছাত্ররা সব গোল্লায় গেল। দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এ সবের মূলে শিক্ষকের কর্ম-বিমুখতা, দায়িত্বহীনতা ও অযোগ্যতা। সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আলাপ থেকে শুরু করে চায়ের টেবিল, সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, এমন কি জাতীয় সংসদ সবখানেই এ অভিযোগ। শিক্ষক আজ আসামীর কাঠগড়ায়। স্বভাবতঃ জাতি শিক্ষকের কাছ থেকে এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকার রাখে। সে কৈফিয়ত দেবার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে এ লেখা।

আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক চেহারার সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আয়নায় তাকালেই সে চেহারা দেখা যাবে। একজন শিক্ষক ছাত্রকে না পড়িয়ে ঠকাচ্ছেন ছাত্র ও অভিভাবককে। একজন ডাক্তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে এথিক্সের তোয়াক্কা না করে ঠকাচ্ছেন রুগীকে। একজন ইঞ্জিনিয়ার ঠকাচ্ছেন জনগণকে ও ঠিকাদারকে। কেমন করে? সে তো সবারই জানা। একজন আইন ব্যবসায়ী ঠকাচ্ছেন মক্কেলকে। একজন ব্যবসায়ী ঠকাচ্ছেন ক্রেতাকে, বিক্রেতাকে এবং সরকারকে। একজন সরকারী কর্মচারী ঠকাচ্ছেন সরকারকে ও জনগণকে। এমনি করে আমরা যে যে পেশাতেই আছি না কেন, সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছি, সবাইকে দোষারোপ করছি। সবাই মিলে সবাইকে ক্রত ধাক্কিয়ে নীচে নামাচ্ছি। আমরা সবাই নীচে নামছি। জাতি নীচে নামছে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই সে কথা অস্বীকার করছি না। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে প্রতি পেশাতে। কিন্তু একটি কালো পর্দাতে গুটি কয়েক সাদা বিন্দুর অবস্থান পর্দাটিকে সার্বিক ভাবে সাদা রূপ দিতে পারে না। পৃথিবীর যে

সব উন্নত দেশকে আমরা কথায় কথায় উদাহরণ হিসেবে টেনে আনি, সেগুলোতে পর্দার চেহারা অন্য রকম। সাদা পর্দায় গুটি কয়েক কালো বিন্দুর অবস্থান সে সব পর্দার সাদা চেহারাকে পাল্টাতে পারে না।

সবচেয়ে মজার ও দুঃখের ব্যাপার হ'লো আমার চারপাশের লোককে অনবরত ঠকাতে আমার বিন্দু মাত্র গ্লানি, অনুশোচনা বা অপরাধবোধ নেই। অথচ নিজে কারো দ্বারা প্রতারিত হ'লে, যা অনবরতই হচ্ছি, প্রতারকের প্রতি অগ্নিশর্মা হই। তাকে ঘৃণা করি, গালাগালি দেই। ক্ষমতা থাকলে তাকে মারতে যাই। অথচ আমি ভাবিনা, আমাকে কত জন একই ঘৃণা করছে। সুযোগ পেলে আমাকে কতজনে মেরে গুড়িয়ে দিত। আমার মনে হয় এটাই আমাদের প্রধান ও মূল সমস্যা।

কেন এমন হচ্ছে? কি নেই বা আছে যার জন্য আমাদের পর্দা কালো। যার জন্য আমরা সবাই ইচ্ছা না করলেও নীচে নামছি। যা আছে তা আগেই বলা হয়েছে। যা নেই তা হলো মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত চরিত্র। সত্যি কথা বলতে কি, এ দু'টো মিলেই বাস্কেটের বটম। মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত চরিত্র নামক বটম যদি সমাজ নামক বাস্কেটের না থাকে, তা হলে যা হয়, তাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান সমাজে। এ বাস্কেটে কোন সম্পদ বা কোন আদর্শ, তা যত মেহনত করেই সংগ্রহ বা তৈরী করা হোক না কেন, তা ধরে রাখতে পারে না। ব্যাপারটা মর্মান্তিক হলেও সত্য।

মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অবক্ষয় হ'তে হ'তে আমাদের সমাজ থেকে এগুলো প্রায় নিশ্চহ্নই হয়ে গেছে। বাস্কেটের বটম গড়ার জন্য, জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য, এ দু'টো আমাদের শুধু দরকারই নয়, জরুরী ভিত্তিতে দরকার। বিদেশ থেকে দান, অনুদান সাহায্য বা ক্রীত সামগ্রী হিসেবে ধান-গম, যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য অথবা প্রযুক্তিবিদ্যা, এমনি কোন 'ইজম' আনা গেলেও বিদেশের কোন ভাণ্ডার বা বাজার থেকে বাস্কেটের বটম স্বদেশের জন্য আনা সম্ভব নয়। বাস্কেটের বটম গড়তে হবে স্বদেশে। আর তার কারিগর হ'তে হবে স্বদেশীকেই। বিদেশী কারিগর দিয়ে বটম বানাতে গেলে সে বটম স্বদেশী হবে না। সে হবে স্বদেশী মাটির সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত বিদেশী বটম। স্বদেশী বাস্কেটের বিদেশী বটম কোন জাতির জন্য স্থায়ী হয় না, মংগলজনকও হয় না। উদাহরণ, আমাদেরেই এ দেশ। ইংরেজ তার নিজের স্বার্থে দু'শো বছরে যে বটম আমাদের বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তা ইংরেজের প্রস্থানের সাথে সাথেই খসে পড়ে যায়। তারপর পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক

শাসনামলে সে বটম পুণঃনির্মানের ব্যবস্থা স্বাভাবিক কারণে হয়নি। দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার ন'বছর পরও বাস্কেটের বটম আমাদের গড়া হয়ে উঠলো না।

কে গড়বে এ বটম? কোথায় পাব মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত চরিত্র? দু'টি উৎস থেকে মানব শিশু এ গুণ দু'টি অর্জন করতে পারে। একটি হচ্ছে পরিবেশ, অপরটি বিদ্যালয়। বিদ্যালয় বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সবগুলোকেই বুঝাচ্ছি। আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এ পরিবেশে একটি শিশু কি দেখছে? কি পাচ্ছে? দেখছে, তার চারদিকে সবাই— তার বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, চেনা-অচেনা সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে, প্রতারণা করছে? সে যে দিকে তাকায়, সে দিকেই দেখছে মানবিক মূল্যবোধহীনতা ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অনুপস্থিতি। পাচ্ছে, উপদেশ। প্রচুর উপদেশ। ভাল হও, সৎ হও, বড় হও ইত্যাদি। বড়দের পরস্পর বিরোধী কাজ ও কথার এ-দোটানায় পড়ে এদেশের শিশুরা প্রথমে দিগ্‌ভ্রান্ত ও পরে হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে। এ পরিস্থিতির বর্তমান ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই, ধানমণ্ডি-গুলশানের উচ্চ অট্টালিকার ততোধিক উচ্চ মান-সম্মানের অধিকারী পিতা-মাতার কিশোর সন্তান গাঁজা খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সন্তান রাজপথে রিক্সারোহী মহিলার গলার হার ছুরি দেখিয়ে ছিনতাই করছে। এভাবে আরো দিন গড়িয়ে গেলে ফলশ্রুতি কি হবে, তা অনুমান করতে কষ্ট হবার কথা নয়।

এবার দেখা যাক, বিদ্যালয় থেকে সে কি পাচ্ছে। প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে সাধারণ মাষ্টার ডিগ্রী, মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রী নিয়ে ছেলে-মেয়েরা বের হচ্ছে। এদেরকে কি আমরা শিক্ষিত বলবো? তার আগে দেখা যাক, শিক্ষিত কাকে বলে। শিক্ষাকে যে লাভ করেছে, ধারণ করেছে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যে অর্জন করেছে তাকে বলা হয় শিক্ষিত। তা হলে, এবার শিক্ষার উদ্দেশ্য জানা দরকার। শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ দেহ, মন ও আত্মাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ছাত্রকে সমাজের একজন স্বদেশ প্রেমিক উৎপাদনক্ষম সদস্যে পরিণত করা। শিক্ষার উদ্দেশ্যের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীধারীদের মধ্যে কতজনকে আমরা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত বলতে পারি? এদের প্রায় সবাইকে লেখাপড়া জানা অশিক্ষিত লোক বলা যেতে পারে, শিক্ষিত নয়। এ ধরনের লেখাপড়া জানা অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়াতে দেশের লাভ না ক্ষতি হচ্ছে— সে কথা বিচার করা যাক এবার।

একটি ছেলে বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন পরীক্ষায় পাশ করলে বা ফার্ষ্ট ডিভিশন পেলে তাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয়, ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল। তার মানসিক দিক উন্নত। ইংরেজী, অংক, অর্থনীতি, রসায়ন, মেডিসিন বা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাল শিখেছে। শিক্ষার জন্য দু'টি অপরিহার্য অংগ দেহ ও আত্মার মান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না পরীক্ষার ফল থেকে। দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেবার ও পরীক্ষা নেবার কোন ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে নেই।

দেহের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কোন কালেই কম ছিল না। প্রাচীন কালে গুরুগৃহে শিষ্যরা অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাথে শরীর চর্চাও শিক্ষা পেতেন। দেহ ঠিক না থাকলে মন সঠিক ভাবে কাজ করে না। যে মনকে অংক, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং এত কষ্ট ও অর্থ ব্যয় করে শিখানো হল, সে মনের কাছ থেকে নিয়মিত কাজ পেতে হলে, সে মনকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে হলে, তাকে অবশ্যই একটা সুস্থ দেহে রাখতে হবে। তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে যে ছেলেটিকে সমাজের জন্য উৎপাদনশীল কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হল, তাকে যে জাতীয় স্বার্থে দীর্ঘ দিন সুস্থ ভাবে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন এ কথাটা বোঝার জন্য খুব বেশী জমা খরচের হিসাব জানার দরকার হয় না। অথচ আমাদের দেশে দৈহিক প্রশিক্ষণ নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত। শরীর চর্চা, ড্রিল ও বেশ কিছু ধরণের খেলা-ধূলাতে প্রশিক্ষণ দিতে মোটেও অর্থের প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রয়োজন সদিচ্ছা। যে সদিচ্ছা সংশ্লিষ্ট মহলে কেন নেই, সে কথা পরে বলছি।

আত্মার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে ছাত্রের বিভিন্ন মানসিক গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের জন্য। আমাদের দেশে মর্মান্তিক ভাবে শিক্ষার এ বিশেষ অপরিহার্য দিকটি অবহেলিত হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার ও পরীক্ষা নেবার কোন ব্যবস্থা নেই। বাস্কেটের বটম গড়ার এবং সেটা আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনকে আমরা আজও স্বীকৃতি দিচ্ছি না। বটম বিহীন বাস্কেটের মত মানবিক গুণাবলী বর্জিত ও ব্যক্তিগত চরিত্রহীন লেখাপড়া জানা অশিক্ষিত লোকেরা যখন সমাজে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, উকিল ইত্যাদি হিসেবে নিজেদের আসন গ্রহণ করে তখন সমাজের কি করুণ অবস্থা হয় তার উদাহরণ আমাদের এ সমাজ।

অনেকে হয়তো বলবেন, ইংরেজ আমলেওতো একই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। তখন বাস্কেটের বটম ছিল কিভাবে? ইংরেজ আমলে যে সব এ দেশীয় লেখাপড়া জানা লোক

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল তারাও তাদের আজকের সমগোত্রীয়দের মত বটমলেস বাস্কেট ছিল। কিন্তু সে জামানায় এ দেশীয় লোকদের মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্র থাকা না থাকাতে সরকার বা জনগণের কিছু আসতো যেতো না। কেননা দেশের মূল শাসন ভার পরিচালনার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিল, তারা সবাই এসেছিল অতি মজবুত বটমওয়ালা বাস্কেটের দেশ খোদ ইংল্যাণ্ড থেকে। এদেশের লোক তা যত বড়ই হোক না কেন, তাকে ইংরেজ বিশ্বাস করত না। হুকুম বরদার ভৃত্যের মত দেখতো।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত আলোচনায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। তা হল শিক্ষিতকে স্বদেশ প্রেমিক হতে হবে। যে লোক স্বদেশ প্রেমিক নয় সে যত বড় মহাপণ্ডিত, বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদই হোক না কেন, সে দেশের কুলাঙ্গার সন্তান। সমাজে তার প্রতিপত্তিতো দূরের কথা ঠাঁই হওয়া উচিত নয়। স্বদেশ প্রেমিক কে? যে দেশকে ভালবাসি বলে চুপ করে বসে থাকা, ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে কখনো কখনো কিছুক্ষণের জন্যে শ্লোগান দেয়া, খেয়ালের বসে কখনো দু'একটা ভাল কাজ করা কিংবা সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়া — এসব করলেই কি একজন খাঁটি স্বদেশ প্রেমিক হওয়া যায়? না। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে স্বদেশ প্রেমের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তার দেশের অর্থ নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক গঠনমূলক কাজে স্বেচ্ছায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং দেশের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনো কোন ক্ষতিকর কাজ সজ্ঞানে করে না এবং অন্যকে করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী বারণ করতে চেষ্টা করে— সে ব্যক্তিই প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক। মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্রবল ছাড়া কখনো স্বদেশ প্রেমিক হওয়া যায় না। শুধু দেশ কেন, যে কোন কিছুকে ভালবাসতে হলে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে ভালবাসা হয় না। ভালবাসার সামগ্রীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ত্যাগীরাই প্রকৃত প্রেমিক, ভোগীরা নয়। মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্র ছাড়া ভোগের উর্ধ্বে উঠে ত্যাগী হওয়া যায় না।

এ দেশের শিক্ষক সমাজ পূর্বে বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা কিছু কিছু ছেলেমেয়েকে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুঁথিগত জ্ঞানদান করতে সমর্থ হলেও ছাত্রের দেহ, বিশেষ করে আত্মাকে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন নি। না পারার যুক্তি সংগত কারণও রয়েছে যথেষ্ট। কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শিক্ষক কতটা দায়ী এ জন্য।

প্রথমতঃ বিরূপ সামাজিক পরিবেশের জন্য এ দেশের শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। বর্তমানে আমাদের সমাজে মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, চাকুরী ইত্যাদি অর্জন করতে হলে দু'টো জিনিষ থাকলেই চলে। এক, পরীক্ষায় ভাল নম্বর। দুই, টাকা। অংক, ইতিহাস, রসায়ন, ইংরেজী ইত্যাদি বিষয়ে যে যত বেশী নম্বর পায় সে তত বড় চাকুরী পায়, অথবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল ইত্যাদি হয়। জীবনে বিশেষ কোন একটি দু'টি পরীক্ষায় এসব বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়ে মেধার পরিচয় দিলে সারা জীবনের জন্য মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, চাকুরী ইত্যাদি লাভের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যায়। এ ব্যবস্থা সমাজ নিজেই করে দিচ্ছে। মান-সম্মান, প্রতিপত্তি বা চাকুরী দেবার আগে বা পরে সমাজ কখনো জানতে চায়না প্রার্থীর দৈহিক অবস্থা কেমন। যা'র দৈহিক অবস্থা উন্নততর তাকে অধিকতর সুযোগ সমাজ দেয় না। তেমনি করে সমাজ জানতে চায় না প্রার্থীর মানবিক গুণাবলী আছে কি না, ব্যক্তিগত চরিত্র ভাল কি না। সমাজ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণীবিদ্যার মত বিষয়াদিতে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে আজ যাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করছে, পরবর্তীতে পাশ করে ডাক্তার হয়ে মধ্যরাতে আর্ত মানবতার ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মানসিকতা তাঁর আছে কি না তা ভুলেও যাচাই করে দেখছে না। এই ছেলেই ডাক্তার হয়ে যদি অপারেশন টেবিলে মুমূর্ষু রোগীকে শুইয়ে রেখে বলে, "আগে পয়সা দাও পরে, অপারেশন করবো". তবে কার দোষ? ডাক্তারের না কি সে সমাজের, যে সমাজ এমন পাশবিক মনোবৃত্তি-কারী ছেলেকে ডাক্তার হবার জন্য নির্বাচন করেছিল? যে সমাজ প্রার্থীর মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্র যাচাই না করে একটি ছেলেকে এ্যাসিট্যান্ট কমিশনার বানাচ্ছে সে যদি পরবর্তীকালে সেক্রেটারী হয়ে সুইস্ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রাপ্তির বদলে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, তবে দোষ দেব কাকে? ঐ ছেলেটিকে, না এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও যে সমাজ তাকে সেক্রেটারী হবার জন্য এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার বানাচ্ছে, সে সমাজকে। শিক্ষক হবার জন্য যে সব মানবিক গুণাবলী অত্যাবশ্যকীয় বলে স্বীকৃত, তেমন গুণাবলী থেকে বঞ্চিত কোন প্রার্থীকে যদি শুধুমাত্র তার পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে সে লোক চুরির দায়ে জেল খাটছে, নিজের স্ত্রী পুত্র ফেলে ছাত্রী নিয়ে পালাচ্ছে, পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করছে বা নিজেই নকল পরীক্ষার্থী সেজে পরীক্ষা দিচ্ছে, তবে দোষ দেব কাকে? এমনি করে উদাহরণের তালিকা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, সমাজ মানুষের মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল্য না দিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার প্রধানতম শিকার সমাজ নিজেই। সমাজ তার সদস্যের কাছ থেকে যা দাবী করে এবং যে গুণের জন্য সমাজে স্বীকৃতি পাওয়া যায়, ছাত্ররা স্বভাবতঃ সে সব শিখতেই আগ্রহী। অনেক বাস্তববাদী শিক্ষক ছাত্রদের শুধুমাত্র সেগুলোই শিখাবেন। মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চরিত্র, যা সমাজ চায়না, যা শিখলে সমাজে কোন স্বীকৃতি নেই, অযথা সে সব শিখে বা শিখিয়ে ছাত্র-শিক্ষক অমূল্য সময় কেন নষ্ট করবে? কোন 'পাগল' শিক্ষক তা শিখাতে চাইলে বুদ্ধিমান ছাত্র বা তার সতর্ক বাবা সে জন্য কেন রাজী হবে?

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। আমাদের সমাজে শিক্ষকতার কাজ উন্নত সমাজের শিক্ষকের চাইতে অনেক গুণ বেশী কঠিন। উন্নত সমাজে বিদ্যালয় ও সমাজ শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে একে অপরের পরিপূরক। আমাদের সমাজে একটি অন্যটির প্রতিদ্বন্দ্বী। বিদ্যালয় শিশুকে বলছে, জ্ঞানার্জন কর। সমাজ বলছে, জ্ঞানার্জন হোক বা না হোক, নকল করে হলেও একটা সার্টিফিকেট যোগাড় কর, চাকুরী পাবে। বিদ্যালয় বলছে, সত্য কথা বলবে। সমাজ বলছে, মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ও অর্থের জন্য প্রয়োজন হলে মিথ্যা বল, কেউ সে জন্য তোমাকে অশ্রদ্ধা করবে না, যদি ধরা না পড়। বিদ্যালয় বলছে, অসৎ পথে পয়সা উপার্জন করো না। সমাজ বলছে, ঘুষ খেয়ে, মুনাফা খেয়ে, কালোবাজারী করে, রুগী ঠকিয়ে, মক্কেল ঠেংগিয়ে যতক্ষণ পার পয়সা উপার্জন কর। সাবধান, ধরা পড় না। তা হলেই সমাজের উপর তলার সুখী মানুষ হ'তে পারবে। এমন পরিস্থিতিতে সমাজের অশুভ প্রভাবকে শিক্ষার্থীর মন থেকে মুছে দিয়ে সেখানে শুভ চিন্তা ও গুণাবলীর বীজ বপন করে তা থেকে পবিত্র ফলবান বৃক্ষ উৎপাদন করার জন্য চাই সত্যিকারের শিক্ষক-মনের অধিকারী শিক্ষক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও আজ একথা সত্য যে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ে, গুটি কয়েক সম্মানিত ব্যতিক্রম ছাড়া, শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব এমন সব লোকদের হাতে পড়েছে যাদের শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক গুণাবলী, চারিত্রিক দৃঢ়তা, হৃদয়ের কোমলতা, পেশার প্রতি আনুগত্য কোনটাই নেই। আত্মসম্মান ছাড়া হয়তো বা অন্য কোন চাকুরী বা পেশায় কাজ করা যায়, কিন্তু শিক্ষকতা করা যায় না। যার আত্মসম্মানবোধ নেই তার কাছ থেকে শিক্ষার্থী কিছু শিখতে রাজী নয়। যে সমাজ শিক্ষার পরিপন্থী পরিবেশ বজায় রাখছে, যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক কথায় অনুপযুক্ত, সেখানে

ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত হওয়াটাইতো অস্বাভাবিক ব্যাপার। বড়জোর তারা লেখাপড়া জানা অশিক্ষিত হতে পারে। হচ্ছেও তাই।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই কেন? সেখানে শিক্ষক নামধারী অনুপযুক্ত, ভণ্ড, অসৎ ও ধূর্ত লোকদের এত ভীড় কেন? এজন্য এসব তথাকথিত শিক্ষকদের দোষ দেয়া যায় না। কেননা, কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষক নিজেকে নিজে নিয়োগ করতে পারেন না। তাঁদেরকে অন্য কেউ নিয়োগ করেছেন। যাঁরা নিয়োগ করেছেন, তাঁরা বলছেন, এর চাইতে ভাল কাউকে তো পাচ্ছি না। একথা সত্য। দেশে শিক্ষক হবার উপযুক্ত যা দু'চারজন লোক আছেন, তাঁরা এ পেশায় আসতে চাননা অতি পরিচিত ও বহুল আলোচিত কিছু কারণের জন্য।

একটি লোক নিজে ভাল মন্দ যাই হোক না কেন সে চায় তার ছেলেমেয়েকে ভাল শিক্ষক পড়াক অর্থাৎ আমরা সবাই চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা ভাল শিক্ষক নিয়োগ করি। যদি তাই হয়, তা হলে কেন আমরা ভাল শিক্ষক খুঁজে বের করছি না? যারা শিক্ষক হবার উপযুক্ত তারা সেধে এসে আমাদের কাজ করে দেবেন না। কেনই বা দেবেন? ঠেকাটা কার? ঠেকাটা আমাদের। পিতামাতা হিসেবে অবশ্যি আমাদের। সব বাধা-বিপত্তি দূর করে উপযুক্ত সম্মান ও সম্মানী দিয়ে আমাদেরকেই খুঁজে আনতে হবে উপযুক্ত শিক্ষককে। আর শিক্ষকের নামে যে সব দুষ্টগ্রহ শিক্ষাংগনে ঢুকে পড়েছে তাদের অশুভ ঐক্য যত কঠিনই হোক না কেন, তাদেরকে শিক্ষাংগন থেকে কঠোর ব্যবস্থার মাধ্যমে বহিষ্কার করতে হবে। জনগণের পবিত্র ঐক্য ও শুভ চেতনার কাছে তাদের পাশবিক ঐক্যকে অবশ্যই হার মানাতে হবে।

তৃতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমের অনুপস্থিতি। দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে শিক্ষানীতি যত শীঘ্র সম্ভব নির্ধারণ করতে হবে। একটি সুস্পষ্ট শিক্ষানীতির অভাবে আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা অনিশ্চিয়তার মধ্যে রয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণীত হলে পরেই উপযুক্ত শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা একত্রে মিলে পাঠ্যক্রম রচনা করবেন।

চতুর্থতঃ উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশাসকের অভাব। দেশে শিক্ষা-প্রশাসকের যে দুরবস্থা তা কারো অজানা নয়। বিভিন্ন অফিসে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশাসনের অভাব ও অযোগ্য ব্যক্তিদের অবাধ বিচরণের ফলে প্রায় সমস্ত অফিসগুলো কেরাণী-রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বা প্রশাসন চালাবার জন্য উচ্চ বেতনভোগী দায়িত্বশীল সিনিয়র

অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে সে সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনের কাজ যদি কেরানী দ্বারা সম্পন্ন হয়, অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাব, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বা কর্তৃত্বের অভাব, কিংবা অফিসারের অযোগ্যতার কারণে কেরানীদের হাতে অফিসার যদি অসহায় হয়ে পড়েন, তবে প্রশাসনের যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা-প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত অফিসগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যাবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে উপযুক্ত লোকদের নির্বাচন করে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষতা সম্পন্ন সৎ শিক্ষা-প্রশাসক রূপে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রশাসকদেরকে সাধারণ প্রশাসকদের অপ্রয়োজনীয় ও কখনো কখনো অন্যায় চাপ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে তাদেরকে আরো আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী করতে হবে।

পঞ্চমতঃ সুস্থ ও সবল দেহের প্রয়োজনীয়তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না। বর্তমানে এ স্বীকৃতি দেয়া তো দূরের কথা, খেলা-ধূলা ও শরীরচর্চা করাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করা হয়। এমন কি খেলার সময় অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পড়ার টেবিলে বসাচ্ছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, খেলাধূলা করে সময় নষ্ট করলে ছেলেমেয়েরা বয়ে যাবে, 'মানুষ' হবে না। এ আত্মঘাতী পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হ'লে সুস্থ ও সবল দেহের প্রয়োজনীয়তাকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীতে গুরুত্ব দিলেই চলবে না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরকারীভাবে এর গুরুত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে।

ষষ্ঠতঃ মানবিক গুণাবলী, ব্যক্তিগত চরিত্র ও স্বদেশপ্রেম যথার্থ গুরুত্ব পাচ্ছে না। আমাদের দেশে বর্তমানে এগুলো যাচাইয়ের মোটামুটি তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে। এক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়া টেষ্টিমোনিয়াল। দুই, পুলিশ ভেরিফিকেশন। তিন, গেজেটেড্ অফিসারের দেয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। এর মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা অতিমাত্রায় সদাশয়। গতানুগতিক ভাবে প্রতি বছর নির্ধারিত ছকে সবাইকে মুক্ত হস্তে তাঁরা সচ্চরিত্র ও স্বদেশ প্রেমের সনদ বিতরণ করছেন। যার ফলে সত্যিকার অর্থে এ ধরণের সব সার্টিফিকেট হয়ে পড়েছে গুরুত্বহীন। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে পুলিশ সাধারণতঃ থানায় রক্ষিত "বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তিদের লিষ্টে" নাম না থাকলে কারো বিরুদ্ধে আপত্তিকর রিপোর্ট দেয় না। তাছাড়া, কারো চরিত্র ও স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে হ'লে সে ব্যক্তিকে যতখানি ঘনিষ্ঠভাবে জানা দরকার ততখানি জানার সুযোগ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সদিচ্ছা পুলিশের হয় না। তৃতীয়ক্ষেত্রে আসছেন গেজেটেড্

অফিসাররা। বেশীর ভাগ গেজেটেড্ অফিসাররাই অনুরোধ-উপরোধ রক্ষা করতে গিয়ে এ ধরণের সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। সার্টিফিকেট প্রার্থীর চরিত্র ও স্বদেশ প্রেম তো দূরের কথা অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীর চেহারা দেখার সুযোগও এঁদের হয় না। কোন কোন গেজেটেড্ অফিসার অন্য কিছু বিবেচনা না করে কেবলমাত্র সম্মানীর বিনিময়ে এ সব সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বলে আজকাল শোনা যায়। তাছাড়া এ বিষয়ে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবে ওঠে তা হল, যাঁরা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে ক'জনের নির্ভরযোগ্য চরিত্র ও স্বদেশ প্রেম রয়েছে? তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যিনি তাঁর ছাত্র সম্পর্কে সবচাইতে বেশী বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র ও স্বদেশ প্রেমের সার্টিফিকেট দেবার যোগ্যতা রাখেন। অবশ্য তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষক হতে হবে, তথাকথিত শিক্ষক নয়। ছাত্রকে চরিত্র ও স্বদেশ প্রেমে প্রশিক্ষণ দেবার মত যোগ্যতা ও মানবিক গুণাবলী যে শিক্ষকের রয়েছে, কেবলমাত্র তাঁকেই এ সার্টিফিকেট দেবার অধিকার দিতে হবে, অন্যকে নয়।

শেষ করার আগে একটি ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না বলে পাঠক ক্ষমা করবেন। প্রায় ১৪ বছর আগের কথা। তখনকার দিনের অতি পূজনীয় ও নিবেদিতপ্রাণ একজন অধ্যাপক আমাদের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ক'দিন পরেই আমরা বেরিয়ে পড়বো জীবিকার সন্ধানে। অধ্যাপক আমাদের সবার কাছে জানতে চাইলেন কে কি করবো পাশ করে। আমরা ছিলাম প্রায় একশ' জন। তার মধ্যে দু'তিন জন মেয়েসহ চার পাঁচ জন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। অধ্যাপক সেদিন অনেক কথাই বলেছিলেন। সব কথা মনে নেই। তবে শিশুর মত সরল হেসে শেষ যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আজও ভুলিনি। হয়তো কোনদিন ভুলবো না। তিনি বলেছিলেন, "কেন আসবে শিক্ষকতা পেশায়? কি আছে এখানে? কিছুই নেই। তোমাদের জবাবে অখুশী হইনি। তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে। ভেবে চিন্তে ঠিক জবাব দিয়েছো। কিন্তু, একটা কথা ভেবে দেখেছো? আমি তো তোমাদের পড়িয়ে গেলাম। তোমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াবার মত আয়ু তো আল্লাহ আমাকে দেবেন না। ওদের পড়াবে কে?"

আজ আমার নিজের ছেলেমেয়ে স্কুলে যতই উপরের ক্লাশে উঠছে, ততই ভাবছি, "ওদের পড়াবে কে?"

——

তার-বিহীন সেতার

মনজুর-ই-এলাহী
ক্যাডেট—৬৮০ একাদশ শ্রেণী

স্বপন,

হঠাৎ আমার এ চিঠিখানা পেয়ে একটু অবাক হচ্ছিস বোধ হয়। হওয়াটা স্বাভাবিক। তোদের ছেড়ে আসার সময় বলেছিলাম, মাঝে মাঝে চিঠি লিখব। কিন্তু নানা ঝামেলায় তা আর হয়ে উঠেনি। সময় বা অবকাশ যে পাইনি তা নয়, তবে লিখতে ইচ্ছে করত না। তার মানে এই নয় যে তোদের ভুলে গিয়েছিলাম। তোদের কথা মনে হয়েছে প্রায়ই। কিন্তু কেন জানিনা লিখতে পারিনি।

আজ তোকে অনেক দূর থেকে লিখছি। সাগর পারের দেশ থেকে। আমাদের জাহাজ চলেছে বিশাল সমুদ্রের বুক চিরে। জাহাজ যত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আমি যেন তত পিছনে হারিয়ে যাচ্ছি। এতদিনে যা লেখার ছিল অথচ লিখিনি আজ তা উজাড় করে দিতে মন চাইছে।

স্বজনহারা হয়ে চাকুরির আশায় এসেছিলাম চট্টগ্রামে। প্রথমে এক হোটেলে বয়ের চাকুরি পেয়েছিলাম। পরে হোটেলে এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয় এবং তার সহায়তায় বিদেশী কোম্পানীর এক যাত্রীবাহী জাহাজে চাকুরি পেয়ে যাই। জাহাজে বেয়ারার চাকুরি। বেয়ারার কথা শুনে অসুখী হলি তো! তবে আমার মত ম্যাট্রিক পাশ শুধু নয় আইএ, পাশ লোকও বেঁচে থাকার তাগিদে এ কাজ করছে বুঝলি।

আজ প্রায় এক সপ্তাহ হলো জাহাজ বন্দর ছেড়ে এসেছে। যাত্রীদের পরিচর্যা করে সময় কেটে যায়। কিন্তু জাহাজ যখন বন্দরে বন্দরে থামে, মানুষ নেমে যায় যে যার ঘরের উদ্দেশ্যে আমার তখন কেন জানিনা খারাপ লাগে। অবসর মুহূর্তে কেবলই তোদের কথা মনে হয়। জাহাজের সবাই ভাবে নিজের ঘরের কথা, আপনজনের কথা।

সীমাহীন আকাশে পাখী উড়ে বেড়ায়। তা হোক, তবু ওদের একটা লক্ষ্য আছে উদ্দেশ্য আছে, ঘরে ফেরার টান আছে। আমার ঘর নেই, ফেরারও তাগিদ নেই। তাই তোদের কথা ভাবি। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। নিজেকে বড় বেসুরো মনে হয়। চারিদিকে একটা ছন্দ, একটা সুর, একটা সঙ্গীত। আমার সাথে এদের কারুর মিল নেই। আমি যেন তার বিহীন সেতার। অনেক সময় মনে হয় জাহাজের সবকিছু, সবাই আমাকে বিদ্রূপ করছে, অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

মাঝে মাঝে ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে হয়। স্কুল জীবনের দিনগুলো বুক ভরা আশা, চোখে রঙিন স্বপ্ন। মনে করতাম, বড় ডাক্তার হবো, গরীব রোগীদের কাছ থেকে পয়সা নেব না, এমনি আরো কত কি। ভাবতাম, বড় হয়ে দেশের ভণ্ড লোকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাব। দেশকে নতুন করে গড়ব। আজ সে সব মনে হলে হাসিই পায়। এতদিন পথে পথে ঘুরে আর সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়ে বুঝেছি স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে এক বিরাট ব্যবধান। তার পাছে দারিদ্র আর অসহায়ত্বের চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সে রাস্তায় পৌছুতে না পৌছুতে আর এক রাস্তায় চলে এসেছি।

আমার জীবন এখন কোন সমুদ্র ধরে শেষে কোন মোহনায় এসে ভিড়বে, জানিনা। ভিড়বে, না শুধু ভেসেই যাবে জানিনা। মানুষ হওয়ার সাধ আর অমানুষ হওয়ার জন্য দানবীয় উল্লাস, এ দুয়ের ক্রমাগত যুদ্ধে আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত। তবুও বাঁচতে সাধ, নিজের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়াতে সাধ।

বেশ কিছুদিন আগে মানিকের সাথে চাটগাঁয় দেখা হয়েছিল। তোদের খবর পেলাম। জানলাম পাড়ার খবর। শুনলাম, কাজরীর নাকি এক পুলিশ অফিসারের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে। শুনতে খারাপ লেগেছিল, তবে বিস্মিত হইনি। ওর তো দোষ নেই। আমার ভবঘুরে বেকার জীবনের বোঝা ওর ঘাড়ে চাপান সম্ভব ছিল না। তার চেয়ে বরং ভালই হয়েছে। ও জীবনের স্থিতিশীলতা পেয়েছে, হয়তো সুখীও হবে। কিন্তু আজ জাহাজে একজোড়া নব দম্পতিকে দেখে আমার বারে বারে কাজরীর কথা মনে হচ্ছে।

জানি, যে পূর্ণতা আমি চাই, তা কোন দিন পাব না। পেতে পারি না। যে অন্ধ সে তো জানে এ পৃথিবীর কিছুই সে দেখতে পাবে না। তবু ইচ্ছে তো হয়, মনে মনে স্বপ্ন তো দেখে!

কমলাপুর রেলষ্টেশনের পাশে যারা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে রাত কাটায়, তারাও চায় যদি অন্ততঃ একটি রাতের জন্য সুখ-শয্যায় নিদ্রা যেতে পারতাম। আহা জীবন সার্থক হতো!

আমি তা চাই না। চাইতে পারি না। তবু মনে হয়, এ মুহূর্তে যদি কেউ আমার পাশে থাকত, একটু হাসত, একটু কথা বলত, প্রশ্ন করে করে আমায় বিব্রত করত।

সম্ভব-অসম্ভব, ন্যায় অন্যায় সব বুঝি। কিন্তু মানুষের মন তো। সে তো মুক্ত বিহঙ্গ। যত্রতত্র তার বিচরণ। মা হারা সন্তান জানে তার মা আর আসবে না। তবুও মনে করে আহা, মা যদি একবার দেখা দিতো। যদি একটি বার খোকা বলে ডাকত।

সন্ধ্যার ঠাণ্ডা সমীরণ আমার সমস্ত দেহমনের উপর কার কানে কানে কথার মত এসে পৌছাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে মনের দূর-দিগন্ত হতে যে বাঁশীর সুর ভেসে আসছে সেইটে চুপ করে শুনি। মাঝে মাঝে মন যেন অতি সচেতন হয়ে উঠে। বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করে চিলের একটি তীক্ষ্ম ডাকও মনকে স্পর্শ করে অকারণে ব্যাকুল করে।

জানিস, আমি যেদিন চলে আসি সেদিন ও কেঁদেছিল। আমি ওকে সান্ত্বনা দিইনি, দিতে পারিনি। আমি তখন ভবঘুরে বেকার সান্ত্বনা দেবার মত কিছুই ছিল না। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রবঞ্চিত করার দুঃসাহস পাইনি। তাই নীরবে চলে এসেছিলাম। আমার আসার প্রয়োজনটা যতখানি সত্য ছিল, ওর আকুল কণ্ঠের একান্ত নিষেধটা ততখানি সত্য ছিল কিনা বিচার করতে পারিনি।

কাজরীর যখন বিয়ে হয় তখন আমার কিছু দেওয়ার সাধ্য ছিল না। আজ সাধ্য আছে কিন্তু তবুও পারিনা। ইচ্ছে হয়, ওর জন্য টুকটুকে লাল একখানা শাড়ী কিনে পাঠাই। কিন্তু ভয় হয়, পাছে ওর সুখের সংসারে আগুন ধরে যায়। ওর সাথে এ জীবনে আমার আর দেখা হবে কিনা জানিনা, তোর সাথে যদি কখনও দেখা হয়, তবে আমার চিঠি কিম্বা আমার কথা বলিস না। ও দুঃখ পেতে পারে।

আমার দিনগুলো একভাবে আরম্ভ হয়, একইভাবে শেষ হয়। কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই; তবু আনন্দ নেই, সুখ নেই। নিরুৎসুক দিন-রাত্রির দাগ লেগে আমার জীবনটা বোধ হয় ঝাপসা হয়ে আসছে। আগামী দিনটার জন্য আমার কোন কৌতূহল

নেই, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো অভ্যর্থনা করাও আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আসলে আমি আর সে আমি নেই বুঝলি। একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে অনেক পাল্টে গেছি। একদিন ছিল যখন আমার একান্ত নিজস্ব দুনিয়ার মানুষগুলোকে ছাড়া কারুর প্রয়োজন উপলব্ধি করতাম না। কিন্তু এখন ঠিক তার উল্টো।

আমার জন্য দুঃখ হচ্ছে? চিঠি লিখে খবর নিবি? তার দরকার হবে না। আমায় পিছু ডেকে লাভ নেই। আমি তো বেশ আছি। অসীম সাগরের সাথে মিতালী করে ওর বুকে বিরামহীনভাবে ছুটে চলেছি। এভাবে ছুটতে ছুটতে একদিন হয়ত হারিয়ে যাবে। কেউ জানতে পারবে না। কেউ দুঃখ করবে না। সেই তো অনেক ভালো।

ইতি—তোমার বন্ধু

সান্তনু

—o—

ওরা দুইজন

মোঃ শফিকুল ইসলাম
ক্যাডেট – ৭৩৫, দশম শ্রেণী

ওদের চেনে না এমন কেউ নেই এই মফস্বল শহরে। সবাই চেনে। দেবগঞ্জ শহরের মূর্তিমান আতঙ্ক ওরা— অত্যাচারীর যম, বিপদ গ্রস্থের দেবতা। ওদের দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। সারা শহর জুড়ে ওদের সমালোচনা চলে। প্রশংসাও পায় ওরা— ভর্ৎসনাও পায়। তোয়াক্কা করে না কাউকেই।

ওরা দুই মাসতুতো ভাই। সমর মিত্র একজনের নাম— আরেকজনের অনল দত্ত। মাসতুতো ভাই হলেও গত পনেরো বছর ধরে ওরা একসঙ্গে আছে। একই ঘরে পাশাপাশি দু'জনের বিছানা পাতা। একই আসনে দুজনের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। ওরা একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না। একই গাছের দু'টি ফুল যেন।

ওরা দু'জন আর প্রৌঢ় ঝি মানদা ছাড়াও ওদের সংসারে একজন মহিলা আছেন। তিনি সমরের মা আর অনলের মাসী মা। কথা বলেন খুবই কম। গাম্ভীর্য-টুকু সংযমেই অটুট। ওর আদেশ ওদের দু'ভাইয়ের কেউ অমান্য করেছে— এমন নজীর ওদের সংসারে কোনদিন পাওয়া যায় নি।

কলেজের চৌকাঠ ওরা ডিঙ্গোতে পারে নি।— যদিও ম্যাট্রিকের ফটকটা কোন মতে পার হয়েছিলো। লেখাপড়া না এগুনোর আরও একটা কারণ অবশ্য আছে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ব্যাপার সেখানা।..... সমরের বাবাকে হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় ধরল। শয্যা নিলেন তিনি— আর উঠলেন না। সংসারটা ঠিকমতই চলছিল। হঠাৎ যে এরকম একটা ব্যাপার ঘটবে— এমনটা কেউ ভাবতেও পারেন নি। মেঘ না চাইতেই জল যেন!

সমরের মা অনলকে অবশ্য পড়াতে চেয়েছিলেন— মাথায় নাকি ঘিলু বলতে পদার্থ ছিল ছেলেটার। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! সমরের সংস্পর্শে গিয়ে ও একেবারেই

বখে গেল শেষে। তিনি (সমরের মা) সব সময়েই চাইতেন অনল একজন জজ হোক। ওঁর সে আশা জলাঞ্জলি গেল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সমর আর অনল সাইকেলে চেপে শহরের বাইরে চলে এসেছিল। ফেরার পথে লোহাগাড়া পুলের উপর সাইকেল রেখে দু'জনে গল্পে মেতে গিয়েছিল পুলের রেলিঙের উপরে বসে। এমন সময় ঘটনাটা ঘটলো কে যেন কোত্থেকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অনলের গায়ের কাছে। কণ্ঠস্বর কান্নাভেজা— আমাকে বাঁচান বাবু – অনল হতবাক। সমরও। বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে লোকটাকে ছাড় করাল অনল। চেনা লোক। চরপুকুর গ্রামের একজন গরীব চাষী; শৈলধর ঘোষ। অনলের কণ্ঠস্বর কঠিন— 'কি হয়েছে বলুন –'। —'আমার জমি জমা সব গেছে বাবু —চেয়ারম্যান সাহেব সব কেড়ে নিয়েছে। —আপনি রক্ষা করুন বাবু আমায়।–'

ব্যাপারটা জানা গেল। শৈলধর ঘোষের বিঘা পাঁচেক জমি পড়ে আছে নদীর ধারে। সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে চেয়ারম্যান বলাই নন্দীর। ক'য়েকদিন ধরে একটি পরিকল্পনা বলাই নন্দীর মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে: ছেলের জন্যে ঐ জমির উপর একটা বাগান বাড়ী তৈরী করবেন তিনি। ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্র বধূকে ঐ বাড়ীতেই তুলবেন।

শৈলধর ঘোষের প্রাণটা ঐ জমির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। কারণ, ঐ জমি একদিন নিজের বুক চিরে সাধ্যমত অন্ন জুগিয়েছে শৈলধর ঘোষকে। আরও একটা ব্যাপার জানা গেল। মাঝ রাত্রির দিকে রোজই সদলবলে নন্দীমশায় শৈলধর ঘোষের বাড়ির চারিপাশে ঘোরাফেরা করেন। উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়নি এখনও।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন সমর আর অনল। গভীর জলের মাছ নন্দীমশায়। সহজে টোপ গিলবে না। মাঝ রাত্রিটাই টোপ গেলাতে সাহায্য করবে ওকে। সত্যি বলতে কি নন্দীমশায়ের উপর একটা চাপা ক্রোধ ছিল দু'জনের। কারণটা এখানে বলা অপ্রয়োজনীয়।

পরদিন মাঝরাত্রি। সারাটা গ্রাম অন্ধকারের বন্যায় ডুবে গেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে কোথাও। কে যেন শৈলধর ঘোষের বাগান থেকে বেরিয়ে এল। মুখের উপর জোরালো টর্চের আলো অকস্মাৎ। চেনা গেল নন্দীমশায়কে। মুখের উপর আলো পড়ায় তিনি

চমকে উঠলেন। চমকটা কাটিয়ে উঠার আগেই ঘুষির বৃষ্টি চলতে লাগল। একেবারে মুখের উপর। চশমা ছিল নন্দী মশায়ের চোখে। ঘুষির চোটে চশমার কাঁচ ভেঙ্গে একেবারে চোখের মধ্যে· চোখ ছাপিয়ে রক্তের নদী বইতে লাগল। মার তবু থামল না অজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত। দুর্বৃত্ত স্বয়ং সমর। সে একাই এই খুনোখুনির স্রষ্টা। কারণ অনল আজ অনুপস্থিত। জরুরী কাজে সকালের ট্রেনে দেশে গেছে। ·· দুর্বৃত্ত যে সমর নিজেই— জানা যেত না সেটা সেদিন। সে ভাবতেও পারেনি যে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে শেষ পর্যন্ত। নন্দী মশায়ের সঙ্গে যে লোকগুলো ছিল —ওরাই গিয়ে দারোগামশায়কে ঘুম থেকে জাগিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। ওর বাড়ি মাইল অর্ধেকের মধ্যেই, শহরের উপকণ্ঠে। ঐটুকু সময়ের মধ্যে কিভাবে দারোগা মশায়ের বাড়ি পর্যন্ত ওরা হেঁটে গেল— সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

পরদিন সকাল হতে খবরটা শহর আর আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই শুনল ব্যাপারটা। আরেকজনও শুনলেন। শুনেও মুখোভাবটা পাথরের মত কঠিন হয়ে রইল। তিনি সমরের মা।

* * * *

রাত্রি। দরজাটা হা হা করছে খোলা। অনল ঘরে ঢুকল। হাতে সুটকেস একটা। সাড়ে আটটার ট্রেনে ও দেবগঞ্জে পেঁৗছেছে। হঠাৎ করে দেশে চলে যাওয়াটা জরুরী বটে। টেলিগ্রামটা হাতে পাওয়ামাত্রই যাওয়ার আয়োজন লেগে গিয়েছিল। মায়ের খুব অসুখ। তাড়াতাড়ি যাওয়ার একটা খুব নির্দেশ দেওয়া ছিল। এখন অবশ্য ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু যমে মানুষের টানাটানিটা কম চলেনি।

বিস্ময়ের একশেষ অনল। বাড়ির সবকটা আলো জ্বলছে। সারা বাড়িতে বিরাজমান নিস্তব্ধতাটুকু অনলকে পরিহাস করছে যেন। রান্নাঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। পিছিয়ে বেরিয়ে এল আবার। বসে পড়ল মেঝেতে। মিনিট খানেক পর আবার ঢুকল রান্নাঘরে। সামনের ভয়াবহ দৃশ্যটাকে মাথায় স্থাপন করার চেষ্টা চালাতে লাগল।

গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মাসিমা। ওঁর কাঠ হয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা শরীরটা ঝুলে আছে। হেতুটা জানা গেল। ছেলের ঔদ্ধত্যটা সইতে না পেরেই এই নির্মম কাজটা করেছেন উনি।

মাঝরাত্রি অবধি দেয়ালে হেলান দিয়ে ঠায় বসে রইলো অনল। মনের মনের আকাশে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। জনশূন্য বাড়িটার ভৌতিক নিঃস্তব্ধতা ওর দিকে চেয়ে অট্টহাসি হাসছে যেন। ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে সব। গত ক'বছর ধরে কি করছে ও। এতদিন ধরে কেন চোরাবালির মধ্যে লুকিয়ে থাকল। উঠে আসতে পারল না কেন মহত্ত্বের রশি ধরে! আজ যেন সমস্ত ভুল খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

খবরের কাগজে একটা খবর আকৃষ্ট করল অনলকে। পুলিশের চোখে ধুলো ছিটিয়ে সমরের আত্মগোপন।

অতীত জীবনের অনেক কথা মনে পড়ছে অনলের। মনে পড়ল আর একটা কথা। মাসীমা শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিল ওকে।

* * * *

স্থানঃ আদালত, কালঃ দুপুর। পাত্রঃ একজন আসামী। জজ একজন। —বাকী সবাই উকিল ও একঘর দর্শক।

আসামী আর কেউ নয়— এই গল্পের দুই দুধর্ষ চরিত্রের একজন, সমর মিত্র। দ্বিতীয়জন জজ —অনল দত্ত।

অর্থাৎ পঁচিশ বছর পর এই গল্পের পর্দা উঠল আবার। এই পঁচিশটা বছর কলকাতায় একটা কারখানায় কাজ করেছে সমর। চাকরীটা বোধ হয় চিরস্থায়ী হত— কিন্তু একটা ছোট ঘটনাই তা হতে দিল না।— এর জন্যেই শেষ পর্যন্ত সমরের রক্তে আগুন ধরে যায় – যার ফলে সে মিলের ম্যানেজারের বুকে একখানা ছুরি বসিয়ে দেয়। তারপর সবই রুটিন মাফিক। অর্থাৎ যা হওয়ার তাই হল। জজ সাহেব আসামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আসামী চমকে উঠল কিছুক্ষণ পর। তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল – অনল!

জজ সাহেব ফিরে গেলেন নিজ আসনে। আসামীর দিকে আঙ্গুল তুললেন তারপর বললেন একটা কথাই 'ওকে ফাঁসি দেওয়া হল।'

কিছুক্ষণ পর। আদালত কক্ষ জনশূন্য। জজ সাহেবের দু'চোখ ছাপিয়ে জল উপচে পড়ছে। যাওয়ার আগে দর্শক হতবাক হয়ে দেখেছে ওঁর কান্না। তারপর চলে গেছে।

কিন্তু ওরা জানতে পারেনি আসামী আর জজ সাহেবের ভিতরের সম্পর্কটা। জানতে পারেনি— কারা ওরা।

—০—

আনন্দময় অভিজ্ঞতা

এস, এম, মুনীর হাসান
ক্যাডেট—৬৯২, একাদশ শ্রেণী

আমরা ভ্রমণকারী নই, কিন্তু ভ্রমণ করার যে উৎসাহ তার তাপমাত্রা আমাদের অনেক উপরে ছিল, নাড়িতেও ছিল বেশ বেগ। সুতরাং, প্রতিযোগী হয়ে ঝিনাইদহ থেকে চিটাগাং পর্যন্ত দূরত্বকে ভ্রমণের রসে আপ্লুত করতে আমরা একটুও দ্বিধা বোধ করিনি। কেননা 'ভ্রমণ এবং স্থান পরিবর্তন প্রাণ শক্তি এনে দেয়', এবং সেই সাথে 'ভ্রমণ দেয় সহিষ্ণুতা শিক্ষা'।

সেদিন আশ্বিনের সকালের রোদটি ক্যাডেট ক্যাম্পাসের গাছ-পালা ও হাউসের বিভিন্ন কাজের মাঝখানে জমে বসতে চাইছিল। আর কলেজের গেটের সামনে অপেক্ষা-রত ছিলাম আমরা ১৬ জন ক্যাডেট। ৮ই অক্টোবর ১৯৭৯, বি, আর, টি, সি'র ধূসর আর লাল রঙে চিত্রিত বাসটি উপস্থিত হলো। চড়ে বসলাম আমরা। 'এই বাসটি জাতীয় সম্পদ, এর মূল্য ৫,৫৫,০০০ টাকা মাত্র' পড়তে পড়তে রওনা দিলাম। বাসটা এগিয়ে চললো ঢাকার উদ্দেশ্যে।

ছুটন্ত বাসের সাথে সাথে মনে হলো পাগলা হাওয়া মেতে উঠছে। বাতাসে উড়ছে চুল, চোখ জলে জ্বল জ্বল আমার। —আমার আবার জোর বাতাস সহ্য হয় না। তবুও সহ্য করতে হলো পাশে বসা বন্ধুটির জন্য। মনে পড়ে গেল কোন একটি বাস ভ্রমণের কাহিনী। লেখক লিখেছেন—'ছুটন্ত বাসের সাথে তাল মিলিয়ে মনে হচ্ছে আশে-পাশের গাছ গুলোও ছুটে চলেছে।' ভাল করে চেয়ে রইলাম, কিন্তু একটি গাছকেও ছুটতে দেখলাম না। বরং মনে হতে লাগল আমরাই ছুটে চলেছি, ওরাই দাঁড়িয়ে আমাদের বিস্ময়ে দেখছে।

বিকেলের দিকে ঢাকায় পেঁৗছে গেলাম। ট্রেন ভ্রমণটা নাকি আরও দারুণ! এক বাক্যে ট্রেনে করে চিটাগাং যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের

সাথের শ্রদ্ধাস্পদ দুজন অধ্যাপক জনাব রফিক নওশাদ ও জনাব আবদুল্লাহ হেল বাকী সানন্দে এ যাত্রা মেনে নিলেন।

ঢাকা শহর দেখছি · দেখছি · দেখছি। কেটে গেল একটা দিন। চড়ে বসলাম ট্রেনে। ৯ই অক্টোবর রাত দশটার দিকে। আমাদের ভাবনার, আনন্দ প্রকাশের আর কোনো শক্তি ছিল না। কিন্তু মনটি এমনই তাজা আর উৎফুল্ল ছিল যে, সে যেন দৃঢ় স্বরে 'আনন্দিত আমি' বলে সাড়া দিয়ে চলেছিল সর্বক্ষণ। ইতিমধ্যে অন্য দুই ক্যাডেট কলেজের (রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ) ক্যাডেটদের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। ওরাও ট্রেনে যাচ্ছে চিটাগাং এবং ওরাও সেই একই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী। অর্থাৎ এরাও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু মন তখন আমাদের দুরন্ত, প্রাণ তখন আমাদের দুরু দুরু —ভয়ে নয়, কারণ ট্রেন তখন ছুটতে শুরু করেছে গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। আর সেই সাথে একটানা মিষ্টি ঝাঁকুনির শব্দ – ঝিক্, ঝিক্, ঝিক্। শরৎ বাবুর 'অন্ধকারের রূপ' এর কয়েকটি কথা স্মরণ হতে লাগল। নিস্তব্ধ প্রকৃতির সাথে নিথর আকাশের ঝিকিমিকি তারা সব একসাথে যেন বলছে— 'যা দিলাম তা উজাড় করেই দিলাম, নেওয়ার পালা শুধু তোমাদের'।

আমাদের কয়েকজন ছিলাম কৌতূহলী, উৎসুক, তাও আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। তাই এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না, মেতে রইলাম যে যার মতো। রাত গাঢ় হল। যার যার জায়গায় বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লাম। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে আমার কাছে।

ঘুম ভেঙ্গে দেখি, রেলশড়কের ওপারে পাহাড়ের ছড়াছড়ি, সেই সাথে ছোট-বড় সবুজ গাছের সারি। সত্যি করে বলতে কি, এই বড় পাহাড় এবং এত ঘন সন্নিবেশ আর সেই সাথে এর সঙ্গে লেপ্টে থাকা সবুজ প্রকৃতির সৌন্দর্য যা আমাদের কারোর আগে দেখার সুযোগ হয়নি। সবাই জানালার বাইরে চেয়ে রইলাম। গল্প করতে লাগলাম, মন্তব্য করতেও ছাড়ছিলাম না। ধীরে ধীরে পেঁৗছে গেলাম রেলষ্টেশনে। অপেক্ষা করছিল 'ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের' লাল রঙের বাসটা। দ্বিধা না করেই চড়ে বসলাম। শহর থেকে প্রায় আট মাইল দুরে কলেজ। শান্ত পরিবেশে, ঘুম-ঘুম চোখে, ধীরে ধীরে কলেজে প্রবেশ করলাম আমরা। সাথে সাথে অভ্যর্থনায় মুখরিত হয়ে উঠল অতিথি সেবক ফৌজীয়ানরা।

পাহাড়ঘেরা, সবুজ গাছের শীতল ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ফৌজদার হাট ক্যাডেট

কলেজ, তার সুবিপুল আয়তন নিয়ে। কেটে গেল ১০ই অক্টোবর নতুন জায়গার সাথে পরিচিত হতে হতে। মোট চারটি হাউসের মধ্যে একটিতে থাকার ব্যবস্থা ছিল আমাদের, আর তিনটিতে থাকার ব্যবস্থা ছিল যথাক্রমে অন্য দুইটি ক্যাডেট কলেজ এবং ক্যাডেট অফিসিয়ালস্‌দের। ওখানকার আবহাওয়া, (যা ক্ষণে ক্ষণে আমাদের ফিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিত) ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি সবদিক থেকে আমাদের সকলকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল নি:সন্দেহে।

১১ই অক্টোবর থেকে শুরু হলো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যার জন্যে আমাদের এতটা পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। কিন্তু সংগত কারণেই মানুষের সব আশা পূর্ণতা পায়না। সুতরাং, মানুষের ভাগ্য দেবতা 'অসংগতি' বলে যে পদার্থটি দিয়েছেন, এর কৃপায় যা হতে পারত সেটাকে সে হঠাৎ এসে লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়। এতে নাটক জমে ওঠে এবং সেই সাথে হাসি কান্নার তুফান চলতে থাকে। আমরা কিন্তু ভুলেও কোন নাটক জমতে দেইনি, কেন না মনে মনে আমরা সকলেই একাত্ম ছিলাম "বিজয় মহৎ, কিন্তু বিজয়ের সংগ্রাম মহত্তর"। তাই ১৭ই অক্টোবরের চরম ফলাফলে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ চারটির মধ্যে চতুর্থ হয়েও আমাদের উদ্দীপনার কোন ঘাটতি পড়েনি। ১৪ই অক্টোবরের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কাপ্তাই। লেক ভ্রমণ আর ফ্রিগেড ১৬/১৭ দেখার আনন্দময় অদম্য স্পৃহার। আবার ফিরে এলাম ঢাকায় ১৫ই অক্টোবরের সকালের ট্রেনে। সে যেন আর এক আনন্দোজ্জল অভিজ্ঞতা। সকালের সূর্যের আলোয় মেঘনা নদীর ওপর 'কিং জর্জ ব্রীজ' পার হওয়ার সময় অনুভব করলাম এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

ঢাকায় পৌঁছিলাম বিকেলের দিকে। আর তার পরের সকালেই আবার বি, আর টি সি'র ধূসর লাল রঙের চিত্রিত আকর্ষণীয় বাসে ১৬ই অক্টোবরের বিকেলে আবার আমরা কলেজে পদার্পন করলাম।

রাতে কোন পড়া লেখার অনুশীলন ছিল না আমাদের জন্য। রাত বোধ করি আটটা। অন্যান্য ক্যাডেটরা কলেজের পড়া লেখার ব্যবস্তা। আলোয় আসা পোকাগুলোর যন্ত্রনায় বাইরের অন্ধকারে রেলিং এ একটা চেয়ার পেতে বসে ছিলাম। কোন একটা নিশি পোকার একটানা আওয়াজ কোথাকার কোন ঔদাসীন্যকে বিচলিত করার চেষ্টা করেছিল। চেয়েছিলাম আকাশের দিকে, ভাবছিলাম— অনেক কিছুই পেলাম এই প্রতিযোগিতা থেকে; পেলাম পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ সম্প্রীতির মধুর সম্পর্ক, পেলাম মমত্ববোধ, অনুভব করলাম আমাদের কলেজের জন্য আমাদের সহানুভূতির ধারা কতখানি ছিল। এবং এই সহানুভূতি যা উদ্বুদ্ধ করবে আমাদেরকে দেশ গড়ার কাজে।

—০—

একটি ভূতের গল্প

মূলঃ ম্যাক স্যুইনফোর্ড
অনুবাদঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান
ক্যাডেট – ৮৩৭, অষ্টম শ্রেণী

সেবার ছুটিতে এক বন্ধুর চাপে পড়ে ফ্লোরিডার কমলা বাগান বা লস্ এঞ্জেল্স এর সমুদ্র সৈকত বা ডেট্রয়ার মটরগাড়ীর কারখানা দেখার লোভ ত্যাগ করে যেতে হলো 'কেন্টাকী' নামে পাহাড়ী প্রদেশটিতে। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে চলেছি। আমার সে বন্ধুটির বাড়ী কেন্টাকীতে। সে তার জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতো। প্রথমে ভাবতাম সবই বুঝি গুলপট্টি। কিন্তু কেন্টাকীতে কিছুদিন থাকার পর বুঝলাম আসলে সে মোটেও বাড়িয়ে বলেনি। কেন্টাকী প্রদেশটা যেমনি সুন্দর, তেমনি রহস্যময়। এখানকার আকাশ, বাতাস, মাটি, পাহাড় সবকিছুতেই যেন কেমন একটা মায়াময় আকর্ষণ। পূর্বদিকের পাহাড়িয়া অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে মনে হলো ফ্লোরিডা বা লস্ এঞ্জেলস কিছুই না। মনে মনে ভাগ্যদেবীকে ধন্যবাদ দিলাম।

কেন্টকীর পূর্বদিকে হ্যারিসন কাউন্টি রীতিমত পর্বত সঙ্কুল। একদিন আমি আর আমার সেই বন্ধুটি মিলে সে দিকে বেড়াতে গেলাম।

ভারী চমৎকার এই হ্যারিসন কাউন্টি। এর পূর্বদিকে রয়েছে বিশালদেহী পাহাড়-পর্বত আর পশ্চিম দিকে সমতল কৃষিক্ষেত্র। উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লিকিং নদী। পাহাড়ী দিকটাতে বেড়াতে যেতেই প্রথমে চোখে পড়ল একটা পুরানো গীর্জা। তার আঙ্গিনায় একটি বহুকালের পুরানো গীর্জা। স্মৃতি ফলক দেখতে পেলাম। সময়ের অত্যাচারে সেটির অবস্থা জরাজীর্ণ হলেও উপরের লেখাটা বেশ পড়া যায়। ওতে লেখা রয়েছে :—

ন্যান্সী এ্যান এর স্মরণে
পিতা : জে, ন্যান্সী মাইনর
জন্ম : ১লা জানুয়ারী, ১৮১৯ সাল
খুন : ৬ই জুন, ১৮৪৭ সাল

সন্ধ্যার দিকে আমি আর আমার সেই কেন্টাকীর বন্ধুটি বেড়ানো শেষ করে স্থানীয় একজন বৃদ্ধ গৃহস্থের কাছে তার বাড়ীতে রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইলাম! বৃদ্ধ অত্যন্ত আনন্দিত ভাবে আমাদের গ্রহণ করলো। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর তিন জনে মিলে গল্পগুজব করতে লাগলাম। কথায় কথায় সেই স্থানীয় এ্যান এর স্মৃতিফলকের কথা পাড়তে বৃদ্ধ আশ্চর্য সুন্দর ও রোমাঞ্চকর এক গল্প বলেছিলেন। সেই স্মৃতি ফলকের সঙ্গে জড়িত কাহিনীটি সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজও কেন্টাকীর কথা মনে পড়লেই চোখে ভাসে একটি জরাজীর্ণ সমাধি, একটি হাসিমুখী সুন্দরী তরুণী গৃহবধুর মুখ, আর ফাঁসি কাঠ।

আমি বৃদ্ধের কাছে শোনা সেই গল্পটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১

ডেভিডশেলী ছিল হ্যারিসন কাউন্টির একজন তরুন জেলে। তার স্ত্রীর নাম ছিল ন্যান্সী এ্যান। তারা দুজন লিকিং নদীর তীরে ক্রুকড্ ক্রীক গ্রামে একটি ছোট কাঠের বাড়ীতে বাস করত।

একদিন সন্ধ্যায় ডেভিড এবং তার আরো কিছু বন্ধু বান্ধব 'বীভার ক্রীকে' গেল মাছ ধরতে। দিনটি ছিল ১৮৪৭ সালের ৫ই জুন। তাদের কপাল ভাল ছিল বলতে হবে। মধ্য রাত্রির মধ্যেই তারা প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরতে সক্ষম হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: শীগ্‌গীরই তাদের সঙ্গে আনা মদ অতিরিক্ত পান করে মাতাল হয়ে পড়লো। তখন আরো অধিক মাছ ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ডেভিড মাতাল অবস্থায় তার আর সব মাতাল বন্ধুদের তার বাড়ীতে তক্ষুনি দাওয়াত করে বসলো। সে আশ্বাস দিল যে, তার একান্ত অনুগত স্ত্রী ন্যান্সী তাদের জন্য এক চমৎকার নৈশভোজ প্রস্তুত করবে।

রাত প্রায় দু'টোর দিকে মাতাল জেলেদের এই ছোট্ট দলটি ডেভিডের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। ডেভিড তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রান্নার আয়োজন করতে হুকুম করলো। কিন্তু ন্যান্সী সরাসরি তা অস্বীকার করে বসলো। ফলে উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি ও পরে তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। ডেভিডের মাতাল বন্ধুরা বৌকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না দেখে ডেভিডকে যাচ্ছেতাই

ভাবে অপমান করতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা এর বেশী গড়াতে পারলো না। কারণ সবাই এত বেশী ক্লান্ত ছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ডেভিড শুয়ে পড়ল তার বউ এর পাশে আর অন্যরা ঘরের মেঝে এবং উঠানের ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ডেভিড দেখলো সবাই চলে গিয়েছে, আর তার স্ত্রী ন্যান্সী তার পাশেই মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে।

এক প্রতিবেশী দুপুরে ডেভিডের ঘরে গিয়ে বিছানায় ন্যান্সীর লাশ দেখতে পেল। ঘরের মালিক অর্থাৎ ডেভিডকে কোথাও দেখা গেল না। এই খবর শীগ্‌গীরই চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শেরিফের (বর্তমানে এস, পি, সমতুল্য আমেরিকার তৎকালীন শান্তি রক্ষাকারী বা পুলিশ অফিসার) কানে কথাটা যেতেই তিনি ন্যান্সীর পলাতক স্বামীর খোঁজে লোক পাঠালেন। অবশেষে ডেভিডকে পাওয়া গেল তারই বাড়ীর ফায়ার প্লেসের চিমনীর ভিতরে। তক্ষুনি তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো।

১৮৪৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর হ্যারিসন কাউন্টির গ্রাণ্ড জুরি ডেভিডের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী ন্যান্সীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকরার অভিযোগ উত্থাপন করেন। ফলে ডেভিডের বিরুদ্ধে খুনের মামলা শুরু হয়। হ্যারিসন ও তার আশেপাশের কাউন্টিগুলোতে ন্যান্সী হত্যার মামলাই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এলিজা জনসন নামে বার/তের বছরের এক কিশোরী আদালতে জানায় যে, সে ন্যান্সী খুন হওয়ার ঠিক দুই কি তিন সপ্তাহ আগে ডেভিডের বাড়ীতে ছিল। একদিন রাতে সে দেখতে পায় ডেভিড তার স্ত্রীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা টিপে ধরেছে। আর বলছে, 'সকালের মধ্যে আমি তোর রক্ত দেখতে চাই।" এই ভয়ানক কাণ্ড দেখে এলিজা তক্ষুনি বাড়ী ছেড়ে পালায়।

উইলিয়াম উইলিয়ামসন নামে অপর একজন তার বক্তব্যে বলেন যে, ঐ রাতে তিনি ডেভিডের বাড়ীতে ছিলেন। সেদিন নাকি ডেভিড অতিরিক্ত মদ্যপান করছিল এবং নেশাগ্রস্ত ছিল। মিঃ উইলিয়ামসনের মতে সেদিন ডেভিডের পক্ষে তার স্ত্রীকে খুন করা অসম্ভব কিছু ছিল না। অপর একজন স্বাক্ষী ডঃ লংফেলো জানান যে তিনি ন্যান্সীর মৃত দেহে যে ক্ষতচিহ্নগুলো দেখেছেন তার থেকে প্রমাণিত হয় যে গলা টিপে

তাকে হত্যা করা হয়েছে। উইলিয়াম স্মীথ ও পল শেরিডন নামে দু'জন সাক্ষীও ডেভিডকে আসল অপরাধী বলে অভিযুক্ত করে।

একমাত্র ব্যক্তি, যে ডেভিডের স্বপক্ষে কথা বলেছিল, সে ছিল ডেভিড নিজেই। অসংখ্য উকিল-মোক্তারের প্রশ্নের জবাবে ডেভিড শুধু একটি কথাই বলেছিল: "যদি স্যান্সী শেলী খুন হয়ে থাকে, তবে আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমি কখনো তাকে ঘৃণা করতাম না।" বলার সময় তাকে দেখাচ্ছিল একটা আস্ত গর্দভের মত। শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল; কার দিকে তা বোঝা যায়নি।

আদালতের রায় ডেভিডের বিরুদ্ধে গেল। ১৮৪৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর আদালতের রায়ে ঘোষণা করা হয়:—

"We, the jury, find the prisoner to be guilty of wilful murder as charged in the written indictment."

১৯শে নভেম্বর ডেভিডের ফাঁসির দিন ধার্য্য করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে সিনথানিয়া শহরের উপকণ্ঠে ওল্ড জ্যাক পাহাড়ের পাদদেশে সমস্ত হ্যারিসন কাউন্টির লোক ভেঙ্গে পড়ে। তাদের সামনে পাহাড়ের চূড়োয় ফাঁসিকাঠের কাছে ডেভিডকে উপস্থিত করা হয়। রুদ্ধশ্বাসে হাজার হাজার মানুষ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ডেভিডের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হয়ে গেলে শেরিফ তার উদ্দেশ্যে বলেন,: "বুঝতেই পারছো, তুমি তোমার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছ। এখন আর বেঁচে যাওয়ার কোন আশাই নেই তোমার। তবুও আমি তোমার শেষ বারের মত একটি সুযোগ দিচ্ছি। তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করে নাও এবং প্রাণভিক্ষা চাও।"

ডেভিড একবার শেরিফের দিকে তাকালো, আরেকবার সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে আবেদনের ভঙ্গিতে হাত উঠালো। কিন্তু পরক্ষণেই হাত নামিয়ে নিয়ে পাগলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে চীৎকার করে বললো; "যদি স্যান্সী শেলী খুন হয়ে থাকে, তবে আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি কখনো তাকে ঘৃণা করতাম না।

ফাঁসি হ'য়ে গেল ডেভিডের। হ্যারিসন কাউন্টির একজন তরুণ জেলে খুনের দায়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার প্রিয় জন্মভূমি ক্রুকড্ ক্রীক গ্রামের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ডেভিড শেলীর মৃত্যুর পরই এই ঘটনার পরিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটলো না। সিনথানিয়া শহরের প্রধান ডাক্তার ডেভিডের মৃতদেহটি কাটাকুটি করার জন্য নিয়ে যান। আরও পরে মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় তিনি একটি বাক্সে ভরে রেখে দেন। ইতিমধ্যে জনসাধারণ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ডেভিড নির্দোষ ছিল।

ডেভিডের অতৃপ্ত আত্মা এরপর বহুদিন পর্যন্ত হ্যারিসনের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। হয়তো সে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে কারো কাছে অভিযোগ করতে চাইতো। —১৮৯৪ সালে সিনথানিয়া শহরের মিসেস লুইসিয়ানা বয়েড নাম্নী জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা "সিনথানিয়া ক্রনিকল" নামে একটি বই প্রকাশ করেন। সেটিতে ডেভিডের প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল।

ডেভিডের প্রেতাত্মা প্রথম দেখা দেয় এক উৎসবের রাতে। সেদিন 'লীসাবার্গ পাইক' পাহাড়ের অবস্থিত একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত কুটীরে সিনথানিয়া শহরের একদল ছেলেমেয়ে একটি নাচের আসর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রথমে তাদের দলের একজন নিগ্রো ছেলে সে বাড়ীতে গিয়ে আগুন জ্বালায়। ফেরার পথে ছেলেটি একটি বহু পুরাতন কবর দেখতে পায়। ছেলেটি সে কবরের পাশে আসতেই হঠাৎ এক ভয়ংকর অশরীরি প্রেতাত্মা তার সামনে এসে হাজির হয়। প্রেতাত্মাটি ছিল বিরাট লম্বা এবং আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত। আর তার গলায় জড়ানো ছিল একটি লম্বা দড়ি। ছেলেটি এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায় এবং সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসে।

কিছুদিন পর আরেকটি সাহসী যুবক ঘোড়ায় চড়ে সেই বাড়ীতে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে সেও ডেভিডের প্রেতাত্মার সম্মুখীন হয়। প্রেতাত্মাকে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ডেভিডের প্রেতাত্মা তাকে ধাওয়া করে এবং ক্রুকড্‌ক্রীক গ্রাম পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে যায়।

এভাবে বেশ কিছুলোক ডেভিডের প্রেতাত্মার পাল্লায় পড়ে। ফলে সমগ্র হ্যারিসন কাউন্টি ও আশেপাশের কিছু এলাকায় জনমনে একটা ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আর ডেভিডের ভূতের উৎপাতও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

একদিন হঠাৎ ডেভিডের প্রেতাত্মা এসে হাজির হয় সিনথানিয়া শহরের প্রধান ডাক্তারের বাড়ীতে। উল্লেখ্য, এ বাড়ীতেই ডেভিডের হাড়গুলো বাক্সবন্দী অবস্থায় রাখা ছিল। প্রেতাত্মা ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে মহাহুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। বাড়ীর তাপ উৎপাদক যন্ত্র নষ্ট করে ফেলে, ফুলের টব গুলো উল্টে ফেলে দেয় এবং যাচ্ছে তাই ভাবে লোকদের ভয় পাইয়ে দেয়। ডাক্তারের সুন্দর বাড়ীটি কিছুক্ষণের মধ্যেই তছনছ হয়ে যায়। এই ব্যাপার দেখে ডাক্তার অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান এবং গীর্জার পাদরীর সাথে পরামর্শ করে ডেভিডের হাড়গোড়গুলোকে কবর দেওয়ার সংকল্প করেন। তারপর অত্যন্ত সম্মান ও যত্নের সাথে ডেভিডের হাড়গুলোকে কবর দেওয়া হয়। এরপর ডেভিডের প্রেতাত্মা আর কখনো দেখা দেয়নি।

৩

তারপর প্রায় ৪০ বৎসর পার হয়ে যায়। সবাই ভুলে যায় ডেভিড শেলী স্যান্সীকে। একদিন হঠাৎ এক জেলে আত্মহত্যা করে। তার ঘরে পাওয়া যায় একটি চিরকুট। ওতে লেখা ছিল, "ডেভিড নয়, আমিই খুন করেছিলাম স্যান্সীকে", প্রায় ভুলে যাওয়া ডেভিড আবার আবির্ভূত হয় মানুষের আলোচনায়। বেশ কিছুদিন ধরে তা অব্যাহত থাকে। তারপর প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী ডেভিড শেলী ও স্যান্সী শেলী হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে।

—০—

রহস্যময়

সাঈদ আকমল
ক্যাডেট—৭৮৭, নবম শ্রেণী

উনিশ শো পয়তাল্লিশ শাল। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ। ফ্লোরিডার ফোর্ট লয়ারডেল এয়ার ষ্টেশন। এখানে ট্রেনিং দেওয়া হয় তুখোড় পাইলটদের, যাদের কমপক্ষে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো ঘন্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে, শুধু তারাই এই এয়ার ষ্টেশনে ট্রেনিং নিতে পারে। টি, বি, এম এ্যাভেঞ্জার টরপেডো বম্বার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বোমারু বিমান। এসব বিমান নিয়েই ট্রেনিং হয়। কিন্তু এখানে আসার আগেও এসব বিমানে কমপক্ষে পঞ্চান্ন ঘন্টা আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে হয় পাইলটদের। এ্যাভেঞ্জার বিমান ষোলশ হর্স পাওয়ার শক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘন্টায় তিনশো মাইল বেগে উড়তে পারত। দু'হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত টর্পেডো বহন করতে পারত প্রতিটি বিমান। একজন পাইলট, একজন গানার এবং একজন রেডিও ম্যান—মোট তিনজন বসতে পারত এ বিমান গুলোতে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল মোট পাঁচটি বিমান। মহড়াটির নাম ফ্লাইট নাইনটিন। পাঁচটি বিমানে মোট লোকসংখ্যা চৌদ্দ (ফ্লাইট ক্যাপ্টেনের বিমানে কোন গানার থাকে না)। চৌদ্দ জন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ এ্যাভেঞ্জার চালক। ঠিক হল প্রথমে আকাশে উঠে পূবে একশ ষাট মাইল যাবে, তারপর উত্তরে চল্লিশ মাইল গিয়ে দক্ষিণ পূবে ঘুরে একটি ত্রিকোন রচনা করে এয়ার বেসে ফিরে আসবে ফ্লাইটটি। এর আগে বহুবার এ'রকম ত্রিকোন রচনা করে ওড়ার অভিজ্ঞতা পাইলটদের আছে। যাহোক পাইলটরা সব প্রস্তুত। বিমানের ইঞ্জিন, খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি, ফুয়েল, রেডিও ট্রান্সমিটার, রিসিভার ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা সব শেষ। এবার ওড়ার পালা! ঢং ঢং। ঠিক দুটো বাজতে বিমানগুলি রানওয়েতে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে আকাশে উড়ল। আকাশে উঠেই তীরচিহ্ন রচনা করে ফেল্ল পাঁচটি এ্যাভেঞ্জার বিমান। পূর্ব আটলান্টিকের কোন স্থানে অবস্থান রত একটি ভাঙা জাহাজই এদের লক্ষ্যবস্তু।

পৌনে দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে। আর পনের মিনিট পরই ফ্লাইটটি ফেরার কথা। এমনি সময় অকস্মাৎ লডারডেল কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও রিসিভার থেকে ভেসে এল একটি ব্যাকুল কণ্ঠস্বর 'কন্ট্রোল টাওয়ার। দিস ইজ এন এমারজেন্সি, উই আর ইন ডেঞ্জার। দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছি আমরা·· মাটি দেখতে পাচ্ছি না · রিপিট মাটি দেখতে পাচ্ছি না'। উনিশ নম্বর ফ্লাইটের ছ'বছরের অভিজ্ঞ লেফটেন্যান্ট চার্লস টেলরের গলা চিনতে ভুল করল না রেডিও অপারেটর। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্লাইট নাইনটিন ঠিক কোথায় আছ তোমরা ?

'বলতে পারছি না' উত্তর দিলেন টেলর, বোঝা যাচ্ছে হারিয়ে গেছি আমরা'।

স্তব্ধ হয়ে গেল রেডিও ম্যান আর কন্ট্রোল টাওয়ারের প্রতিটি লোক। বলছে কি টেলর? আকাশে মেঘ কুয়াশা বা ঝড়ের চিহ্নও নেই। প্রতিটি বিমানের মেশিন একেবারে ভাল। এরকম অবস্থায় টেলরের মত অভিজ্ঞ পাইলট দিক ভুল করেছে।

'প্লেনের মুখ পশ্চিমে ঘোরাও'। টেলরকে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে পরামর্শ দেওয়া হল।

'পশ্চিম দিক কোনটা তাই তো বুঝতে পারছি না। ইলেকট্রিক্যাল ইন্স্ট্রুমেন্ট আর ঠিকমত কাজ করছে না। কম্পাস অকেজো হয়ে গেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। নীচের ওটা সাগর কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।' বললেন টেলর।

ঠিক এর কয়েক মুহূর্ত পরই পাঁচটি বিমানের লোকেরা নিজেদের মধ্যে রেডিও মারফত কথা বলা শুরু করল, কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকেরা তা শুনতে পেল। বোঝা গেল সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে ওরা। টেলর ভীষণ নার্ভাস হয়ে তার ভার দিলেন মেরিন ক্যাপ্টেন জর্জ ষ্টিভার্সের উপর। রেডিওতে এখন ষ্টিভার্সের গলা। 'যদ্দুর মনে হয় এয়ার ষ্টেশন থেকে দুশো পনেরো মাইল উত্তর পূর্বে উড়ছি আমরা ···· মনে হচ্ছে আম···রা ·· ।

থেমে গেল ষ্টিভার্সের গলা। কিছুক্ষণ পর শুধু আর একটা কথাই শোনা গেল অতি ক্ষীণ স্বরে। 'উই আর কমপ্লিটলি লষ্ট'। যতভাবে সম্ভব ফ্লাইট নাইনটিনের সাথে বৃথা যোগাযোগের চেষ্টা করল রেডিও অপারেটার। শেষমেশ নিরুপায় হয়ে বিপদ সংকেত ঘোষণা করল সে। বিমানগুলি খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল কোষ্ট গার্ডরা।

এমন সময় লয়ারডেলের একশ পঞ্চাশ মাইল উত্তরে ব্যানানা রিভার নেভাল এয়ার বেসের কন্ট্রোল টাওয়ারে এ্যাভেঞ্জার পাঁচটির একটি থেকে ভেসে এল বিপদ সংকেত। খবরটি পাওয়া মাত্র বারজন বৈমানিকসহ বিশাল মার্টিন মেরীনার পি, বি, এস বিমান নিয়ে আকাশে উঠলেন ব্যানানা রিভার এয়ার বেসের লেফটেন্যান্ট হ্যারী। বিমান বা বৈমানিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পানিতে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করবার জন্যই বিশেষভাবে তৈরী এই মেরীনার। ভীষণ অশান্ত সাগরেও স্বচ্ছন্দে নামতে পারত এই মেরীনার। রবারের নৌকা আছে এতে যা কখনোই ডুববে না। বিমানে বসানো রেডিও ট্রান্সমিটারটি ওয়াটারপ্রুফ এবং এমনভাবে তৈরী যে পানির সংস্পর্শে এলেই তা' স্বয়ংক্রীয় ভাবে সংকেত পাঠাতে থাকবে। তাছাড়া পুরো চব্বিশ ঘন্টা ওড়ার মত তেল নেওয়া যায় এর অয়েল ট্যাঙ্কে।

যাহোক যেদিক থেকে এ্যাভেঞ্জার শেষ বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল, সেদিক আন্দাজ করে উড়ে চলল মেরীনার। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খানা তল্লাসী চালান হল। একটু পরই নিজেদের অবস্থান জানিয়ে রিপোর্ট করতে লাগল কন্ট্রোল টাওয়ারে। তারপর হঠাৎ করেই খবর পাঠানো বন্ধ করে দিল মার্টিন মেরীনার। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে যথা সম্ভব যোগাযোগের চেষ্টা করা হল। কিন্তু বৃথা, কোন ফলই হল না। রাতের আঁধার কাটিয়ে পরদিন সুরুজমামা উঁকি দেবার আগেভাগেই রওনা দিল এয়ারক্র্যাফট ক্যারীয়ার 'সলোমান', ঝাঁকে ঝাঁকে কোষ্টগার্ডদের সার্চপ্লেন আকাশে উড়ল। এছাড়াও বৃটেনের রয়েল এয়ারফোর্স, সাগরে ভাসমান অসংখ্য জাহাজ আর কয়েক ডজন সার্চ-পার্টিও অনুসন্ধানে অংশ নিল। হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে জল স্থলের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খোজা হল। কিন্তু নিরুদ্দেশ বিমানগুলির সামান্যতম চিহ্নও পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে সার্চপার্টিগুলো সব ফিরে এল।

এ রহস্যময় দুর্ঘটনাটির ঘটনাস্থল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল।

পঞ্চদশ শতাব্দির কোন এক সময়, স্পেনের এক দুঃসাহসিক নাবিক নাম তার জুয়ান ডি বারমুডেজ, আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজ চালাতে চালাতে সন্ধান পান এক নতুন দ্বীপের। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে দ্বীপটির নাম রাখা হয় 'বারমুডা'। মাঝারী আকারের দ্বীপ এটা। উত্তর আমেরিকার মূল ভূ খণ্ড থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে ৬৫° দ্রাঘিমাংশ এবং ৩৩° অক্ষাংশে দ্বীপটির অবস্থান। দ্বীপটির কেন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণে পোর্টরিকো, সেখান থেকে অনেকটা পশ্চিম দিকে ফ্লোরিডা কিংবা কিউবা পেরিয়ে

গাল্‌ফ অব মেক্সিকোর কোন এক বিন্দু, সেখান থেকে যদি আবার বারমুডার কেন্দ্র-বিন্দু পর্যন্ত রেখা টানা যায় তবে যে কাল্পনিক ত্রিভুজ অঙ্কিত হবে সেই ত্রিভুজাকার এলাকার নাম 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল'। পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় স্থান এই 'ট্রায়াঙ্গেল'। অসংখ্য জাহাজ, প্লেন সাবমেরিন এই ট্রায়াঙ্গেলের আওতায় এসে হারিয়ে গেছে চিরতরে। এবং হাজার অনুসন্ধান করেও এদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মাঝে মাঝে এই এলাকার মধ্যে ঘটে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা। গালফ স্ট্রীমের উত্তরমুখী স্রোত যেখানে আর্কটিকের শীতল স্রোতের সাথে ধাক্কা খেয়ে চলেছে, সেখানটা এবং তার আশপাশের কিছু অঞ্চল ঝড়ের দিনে পাগল হয়ে যায়। দু'শো ফুট উঁচু হয়ে ছুটে আসে ঘোলাটে পানির ঢেউ, ঘন সাদা কিংবা সবুজ কুয়াশায় ঢেকে যায় চারিদিক। মাঝে মাঝে আবার দেখা যায় অদ্ভুত আলোর গোলক! এ'সব কিন্তু অলীক বা কাল্পনিক কিছুই নয়, হাজার হাজার অভিজ্ঞ নাবিকদের অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম মানুষ এটাকে তেমন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু পরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই শঙ্কিত হয়ে উঠল মানুষ। মানুষ হারাচ্ছে হারাক, জাহাজ ডুবছে ডুবুক, প্লেন গায়েব হচ্ছে হোক, কিন্তু তাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না কেন? তাই এই রহস্যের সমাধানের জন্য বিশ্বের তুখোড় বৈজ্ঞানিক আর ঝানু চিন্তাবিদরা মাথা ঘামান শুরু করলেন।

এ্যারিজোয়ানা ষ্টেট ইউনিভারসিটির হেডেন লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মিষ্টার কুসচে ১৯৭৫ সালে তার লেখা বই— 'The Bermuda Triangle Mystry Solved' প্রকাশ করেন। কিন্তু তার বই এই বারমুডা রহস্যের সঠিক সমাধান করতে সক্ষম হয়নি। তিনি তার বইতে দেখাতে চেয়েছেন যে— বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে আসল রহস্য বলে কিছুই নেই। সঠিক সুচিন্তিত তদন্তের অভাবেই আপাতঃ দৃষ্টিতে এখানকার দুর্ঘটনা-গুলোকে রহস্য বলে মনে হয়। আবার এদিকে আমেরিকান ন্যাশনাল ইনভেষ্টিগেশন কমিটি অন এরিয়াল ফেনামেনা'র সভ্য এবং 'লিম্বো অব দি লষ্ট' বই এর লেখক জন স্পেনসার বলেন, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ভেতরে রহস্য জনক ভাবে মানুষ, জাহাজ, বিমান এবং সাবমেরিন হারানোর জন্য দায়ী 'ইউ, এফ, ও (আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট)। অপর একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ এবং সমুদ্র বিজ্ঞানী যিনি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন তার মত— বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের অদ্ভুত ঘটনা গুলোর মূলে রয়েছে ইউ, এফ ও এবং এসব কাজ তারা ঘটাচ্ছে চুম্বকের কারসাজি করে।

এখন দেখা যাক উপরোক্ত আলোচনার সাথে বাস্তবের মিল কতটুকু।

১৯৪৩ সালে কোন যানের উপর চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য সাগরে একটি এক্সপেরিমেন্ট চালান হয়। এক্সপেরিমেন্টটি 'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট নামে খ্যাত। প্রথমে নাবিকসহ একটি ডেস্ট্রয়ারকে সাগরে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর চালান হয় প্রবল শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির ম্যাগনেটিক জেনারেটর। একটু পরেই প্রথমে ডেস্ট্রয়ারটিকে ঘিরে দেখা গেল নীল আলো। বারমুজ ট্রায়াঙ্গেলে বিপদে পড়ে বেঁচে আসা লোকদের মুখে এরকম নীল আলোর কথা শোনা গেছে। যাহোক অল্প-ক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নীল আলোয় ঢেকে গেল ডেস্ট্রয়ার, তারপরই হঠাৎ করে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজ। একটু পরেই অবশ্য অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাহাজটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। এক্সপেরিমেন্ট শেষ হবার পর নাকি কয়েকজন নাবিককে হসপিটালে পাঠানো হয় এবং কয়েকজন মারাও যায়।

আরেকটা ব্যাপার বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে— ১৯৫০ সালে ক্যানাডিয়ান সরকারের নির্দেশে চুম্বক ও মহাকর্ষ নিয়ে গবেষনা করছিলেন উইলবার বি- স্মিথ নামের একজন ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানী। তিনি ঐ সময়ে রিসিউড বাইণ্ডিং নামে এক প্রকার বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্র আবিকার করেন। ১০০০ ফুট ব্যাস এবং অসীম উচ্চতার এই ক্ষেত্রগুলো সঞ্চারণশীল। স্মীথ লক্ষ্য করেন যে, যেখানেই কোন রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই এই ক্ষেত্রের অবস্থান দেখা গেছে। এই ক্ষেত্র কোন ডিজাইনের বিমানের উপর প্রতিক্রিয়া না করলেও, এর প্রভাবে কম্পাস, রেডিও ইত্যাদি বিকল হয়ে যায়। চাপ সৃষ্টি করে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে, ঝিম ঝিম করে মাথা, লোপ পায় বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি।

উপরে আলোচিত তথ্যগুলোকে দিয়েই কিন্তু বারমুডা রহস্যের সমাধান সম্ভব হয়নি। এই রহস্য এখনও বহুল বিতর্কিত এবং আলোচিত। তাই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এখনও রহস্যময়, তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ তার অসীম বুদ্ধিমত্তা আর অধ্যবসায় দিয়ে এ' রহস্যের সমাধান করতে সক্ষম হবে।

—০—

বদরের যুদ্ধ

মুহম্মদ মোসলেম উদ্দীন মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক।

(১)

যুদ্ধ বদরে বাধিল তুমুল— মাঝামাঝি রমজান—
পৌত্তলিকেরা লড়িছে ওদিকে, এদিকে মুসলমান।
আবু জাহেল আর আবু সুফিয়ান গর্জে দর্পভরে,
মুসলিম সব করিবে কতল্ বদরের প্রান্তরে।
হুঙ্কার ছেড়ে মেদিনী কাঁপায় পৌত্তলিকের দল,
অহঙ্কারেতে মত্ত তাহারা ভাবিয়া শক্তিবল।
দানব শক্তি তাহাদের মাঝে, সংখ্যায় বহু তা'রা,
সামান্য ক'টা মুসলমানেরে কাটিয়া করিবে সারা।
শপথ তাহারা নিয়াছে শক্ত, পিছপা কভুনা হ'বে,
ইসলাম নামে কখ্খনো বুঝি ধর্ম রবেনা ভবে।
'আমর' হত্যার প্রতিশোধ নিব নিজেই আবুজাহেল,
রক্ত নহর বহিয়া ছাড়িবে— শক্ত তাহার দেল।

(২)

মোহাম্মদ রাসুল,—
মুসলিমদের নয়নের মনি কেবা তাঁর সমতুল ?
রাসুলাল্লাহ্র জেহাদের ডাকে সাচ্চা মুসলমান,
আল্লাহ্র রাহে প্রস্তুত তারা দিতে জান কোরবান।
বীর মুজাহিদ মুসলিম সব লড়িতেছে প্রাণপণ,
যায় যাক প্রাণ কখ্খনো তা'রা ত্যাগিবেনা কভু রণ।
আল্লাহ্র বলে বলীয়ান তা'রা নাহি দ্বিধা সংশয়,
খোদার ধর্ম বিশ্ব-বক্ষে জারি র'বে নিশ্চয়।

তিনশ'র মতো মুজাহিদ লড়ে হাজার শত্রু সাথে,
নির্ভীক হর্ মুজাহিদ নাহি মৃত্যু পরোয়া তাতে।
আল্লাহ্র শের হায়দরী হাঁক ডাকে আলী হায়দর,
দুশমন সব মহাশঙ্কিত কাঁপে ভয়ে থর থর।
শত্রুর শির কেটে চলে বীর হস্তে জুলফিকার,
জেহাদের জোশে বলীয়ান, নাই মৃত্যু পরোয়া তার।
যোদ্ধা হামজা, আবু ওবায়দা মহা বলে বলীয়ান,
শত্রু-সেনার তরবারি ভাঙি করিতেছে খান্ খান্।

(৩)

প্রচণ্ড শীতে প্রবল বাতাসে শত্রু বাহিনী কাঁপে
চারিদিকে তার মুছিবত আজি না জানে কি অভিশাপে।
পূর্ণ ঈমান ও জেহাদের ডাকে আল্লাহ মেহেরবান,
ইঙ্গিতে তার বিপুল শক্তি ভেঙে হলো খান্ খান্।
উৎবা, হারিস, আবু জাহেলের ধুলায় লুটালো শির,
আল্লাহ্র লীলা বুঝা দায়, মাঝে বিচিত্র ধরণীর।
উকৃবা, নাদর যুদ্ধের শেষে পরাণ দণ্ডে শেষ,
পরাজয় গ্লানি শিরে নিয়ে ফিরে শত্রুরা কোরায়েশ।
দর্প তাদের হইল চূর্ণ অবনত হ'লো শির,
'দর্পের ফলে লঙ্কা পতন' – মিছে নয় সে নজীর।
সত্যের জয় হয় নিশ্চয়, মিথ্যার হয় নাশ,
বদর-যুদ্ধ রচিয়াছে তার উজ্জ্বল ইতিহাস।

—০—

শহীদ স্মরণে

ফারুক লতিফ সিনহা
সহকারী অধ্যাপক।

বাংলার মাটি হয়েছে লাল
শহীদের তাজা খুনে।
সন্তানহারা মা বুঝি আশায়
অনেক স্বপ্ন বুনে।
কালের কপোল তলে—
মুছেনি যাদের নাম।
অমর হলো যাঁরা
করে ন্যায়ের সংগ্রাম।
আমরা স্মরিগো তাঁদের নাম
হৃদয়-অর্ঘ্য ঢেলে।
সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে
গিয়েছেন যাঁরা চলে।
আজ আর কান্না নয়
নহে শুধু শোক।
স্মৃতির মিনারের পাশে
রচিব অমৃতলোক।

—০—

কৃতজ্ঞতা

আঃ খঃ মঃ ইদ্রীস হোসেন
সহকারী অধ্যাপক

তুমি করেছ মোরে ধন্য, ওগো প্রভু,
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ,
আমি ভুলিনি ভুলব না কভু
আমি যে পাপিষ্ঠ।

সীমাহীন দানে আমার জীবন
করেছ শ্রেষ্ঠ মানে,
মোর লাগি বিস্তৃত ধরা মৃদু সমীরণ
ভরেছ ফলমূল-গানে।

পুষ্প পুঞ্জে ভরা মায়াময় ধরা,
সুরভিত চারিদিক।
ধূধূ মরুময় পাহাড় পর্বত বিধৌত জল,
নির্মল স্বচ্ছ সঠিক।

মায়া মমতা প্রীতি স্নেহ ভরা
আপন স্বজন,
ক্ষুধায় অন্ন, দুঃখে সান্ত্বনা
এইতো মোর ভজন।

মোরে দিয়াছ শত আশা-আকাঙ্খা
নিরাশায় তুমি ভরসা,
অজ্ঞানতার মাঝে জ্ঞানের আলোর শিখা,
বিদূরিত আজ ঘোর তমসা।

যেতে চাই

এ্যাণ্ডরু অলক কুমার দেওয়ারী
ক্যাডেট – ৬৬০, দ্বাদশ শ্রেণী।

তোমাদের চিরচেনা পৃথিবী থেকে
আমি একটু দূরে চলে যেতে চাই।
যেখানে
দ্রুতবেগে ধাবমান শটকের শব্দ
আমাকে বিব্রত করবে না
অথবা
কনকর্ডের আওয়াজ আমার হৃদয় কাঁপাবে না।
টোকিও, হেগ, প্যারিস কিংবা কক্সবাজারের
সমুদ্র সৈকতে নয়,
অনেক দূরে— লোকালয় ছাড়িয়ে আমি
চলে যেতে চাই সখানে—
যেখানে
শান্তির নির্যাস বইছে।
আমার শান্তি নিবাসে—
ভূ-গর্ভে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের
খবর পৌছুবে না,
শুধু
হাস্‌নাহেনা অথবা রজনীগন্ধা
বাতাসে
মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দেবে।
আমার নিবাসে

শোষিতের রক্তে শাসিতের মেদ
বৃদ্ধি পাবে না
অথবা
জলপিয়াসী পাখীর আর্তনাদে আকাশ
ভারী হবে না,
বরং
গাংচিল দিগন্তে উড়ে বেড়াবে
নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে।

—০—

বাঁচাও

সারওয়ার হোসেন
ক্যাডেট, — ৬২৫ দ্বাদশ শ্রেণী

বাংলা —
হায়রে জীবনানন্দের রূপসী বাংলা!
রূপের অস্তিত্বকে আর
রাখতে পারলে না।
তোমার ঐ রূপের মাঝে,
আজ বুভুক্ষু চিত্তে
ঘুরে বেড়ায় অনাহারে ক্লিষ্ট নরনারী
অবাঞ্ছিত হয়ে।
ওদের চোখে তোমার রূপ
বিতৃষ্ণার রূপে ফুটে ওঠে।
আর ওরা চায়না তোমার রূপ দেখতে,
চায় দেবার মত কিছু অন্ন, পেটে।
তুমি কি ওদের ভাষা বোঝ না ?
তবে, জয়নাল আবেদীনের দৃষ্টিকে
তুমি নিজের দৃষ্টিতে
কেন পরিণত করো না ?
নিজের রূপকে ভুলে
অনাহারী মানুষের দিকে
একবার তুমি তাকাও,
জীবনানন্দের দৃষ্টির মাঝে
আবেদীনের দৃষ্টিকে খুঁজে
ওদেরকে আজ বাঁচাও
ওরা বড় অসহায়।

সনেট

নীতিশ কুমার রায়
ক্যাডেট —৬৮৩, একাদশ শ্রেণী

ষষ্ঠ শতাব্দী—মনুষ্যত্বের উদ্বোধন,
মুক্তি পে'ল শৃংখলিত মানব-বন্ধন
থেমে গে'ল ধরার শোকাতুর ক্রন্দন,
উদিল ধরার বুকে মানিক রতন
ধূ-ধূ বালু আর মরুর পুষ্প-চন্দন,
ধরার বুকে কর'ল আসন গ্রহণ,
স্তব্ধ ধরায়—মানবের নয়া জীবন—
ক'রে বরণ—করে ঐ সত্যের যতন ॥

ওরা গায় শুধু জীবনের জয়গান,
তবু ভাঙ্গে কি মোদের জীবনের ধ্যান ?
আজও থামেনি মোদের স্বার্থের রণ ;
হায়রে ! মূঢ় অবুঝ মানবের মন,
এ জীবনের আস্বাদ—হয়নি গ্রহণ,
ভ্রান্তির ছল ! —এখনো হয়নি স্মরণ।

অবলোকন

নাসিম আখতার
ক্যাডেট—৬৯৫, একাদশ শ্রেণী

আজ সব নিঃশেষ
তারই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি—
দু'চোখ প্রসারিত জলে, স্থলে
ধুধু প্রান্তরে অবলোকন করছি সব।

প্রস্তর খণ্ডে, বাড়ির দেয়ালে, কংকালের করোটিতে
চরপড়া নদীর বাঁকে দেখতে পাচ্ছি
শেওলার গাঁদা যেন জমে উঠেছে।

শিশিরের সকালের আমেজকে
কাক পাখি অনবরত ডেকে করে তুলছে সরব।
বকের সাদা পালকে আবৃত হচ্ছে পল্লীর নগ্নতা
কিন্তু এসবেরও ফাঁকে ফাঁকে রয়ে গেছে শেওলার গাঁদা।

শ্রমিক জীবন

মাসুম রশীদ
ক্যাডেট—৭০১, একাদশ শ্রেণী

ঘড়ির কাঁটার মতোই অথবা পেণ্ডুলামের মত—
হাজার বৎসর পূর্বে—
কাজের মাঝে ডুবে থাকতো শ্রমিক।
কাঁটার মত টিক্ টিক্ করে কালের গর্ভে
তলিয়ে যেত তাদের জীবন—আর জীবিকার পথ।

সারিবদ্ধ অট্টালিকার মতোই নিস্তব্ধভাবে
অধীর প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষীয়মান এদেশের কুলি মজুর।
আফ্রিকার কঙ্গোবনের ছন্নছাড়া-ছত্র ছাড়া—
গাছের মতোই তাদের গায়ে পৌঁছে না সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণ
ছোঁয়া লাগে না সূর্যাস্তের শেষ রেখার লালিমা।
তেমনি জ্ঞানের নবীন আলো প্রদীপ্ত হয় না
—এই ভেঙ্গে পড়া সমাজের জীর্ণ দ্বারে।

'বর্ষা আসে—
ধ্বসে পড়ে কখনো কখনো প্রাচীন অট্টালিকার
—ভারবাহী ক্লান্ত – অবসন্ন দেহ—সেই দিকে
ওৎ পেতে থাকে মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই।
তেমনটিই এই সমাজের নিঃস্ব, দুর্বল, ভূমিহীন
—শ্রমিকের বুকভাঙ্গা জীবন।

বনলতা কাঁদে

শ, ম, সাইফুল ইসলাম
ক্যাডেট—৭৪৪, দশম শ্রেণী

তার চুলে নাটোরের রোদ বিলি কেটে গেছে বহুদিন।
দারু চিনি দ্বীপের মাঝে তুমি যারে দেখেছিলে
সবুজ ঘাসের দেশের মতোন, তারই প্রতিকৃতি
এক দেখেছি আমিও, ষ্টেশনের হাজার মুখের ভীড়ে।
প্লাট ফর্মের শান্ত মেঝেয় তার শাড়ীর আলে,
চোখে আছে অনেক প্রশ্ন, আর জল
তার সে প্রশ্ন তুমি শুনতে কি পাও ?

সারদায় নদীতে যখন জোয়ার আসে, হুহু করে
বাড়ে, দুপাড়ের ঘাসে ঝাপা ঝাপি কয়ে
সবুজ ফড়িং, আখের বনের শেয়াল তাড়িয়ে ঘরে
এসে ঢোকে রোদ, কিষাণ বউ হয়তো বা স্বপ্ন
দেখে নূতন দিনের, নাটোরের ষ্টেশনে তখনও
ইতি-উতি ঘোরে ক্ষুধার্ত বনলতা,
ক্ষুধাতুর তারে তুমি দেখতে কি পাও ?

পাকশীর পদ্মায় সূর্য ডুব দিলে সমস্ত নদীতে
আসে রঙের জোয়ার, ফেরীতে যাত্রীরা ভাবে
ঘরের কথা। নাটোরের ষ্টেশনে তখন চলে আসা-যাওয়া।
ষ্টেশনের ধারে জীর্ণ ছাউনীতে আমার বনলতা শোনে
দূরের হুইসেল। নিভু নিভু বাতি খানি নিভে যেতে চায়।
তার চোখ দু'টো কেঁদে চলে বাঁচার আশায়
জলে ভেজা সে চোখে কি তুমি দেখতে পাও ?

আদি

নাজমুল ইমাম
ক্যাডেট—৭৫৬, দশম শ্রেণী

ঘিরে আছে সবাই তাকে—
"কথা তো নয় অন্য কিছু।"
কিছুক্ষণেই ঘিরতো এসে,
সারি সারি সারি সারি
পিঁপড়ের দঙ্গল।
এসবই দেখতাম।

তোমায় আমি ভালবাসি,
স'রে কেন শুধু শুধু
দূরত্ব বাড়ায়।"—
দাঁড়ে বসে কাকাতুয়া
বলতে বলতে বলতে বলতে
ঠোঁট থামে না আর।

সবুজাভ ঘাস দেখাত
সামনে নাকি সবুজ হবে
নিজে নিজেই পুষলো হাসি,
রাতদিন তা চষতে থাকে—
ফিক ফিক ফিক ফিক।
কেউ বলে নি ভুল।

অনেকটা পথ চেপে রেখে
মঞ্চে উঠে বমির মত
বেশ খানিকটা উগরে দিল
"ফকিন্নির ছাও।"
তবুও তারা কিসব ভেবে
হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে
পেটে দিল খিল
এসবই দেখতাম।

—০—

ডাক দিয়ে যাই

আ, ক, ম, সাইফুল্যাহ্,
ক্যাডেট – ৭৪৯, দশম শ্রেণী

আমি বিপ্লবী।
আমি যুগ হতে যুগান্তরে এই জরাজীর্ণ
দুঃখ দৈন্যে ভরা পৃথিবীর অশান্ত বক্ষে
ডেকে আনি বিপ্লব
আমি বিপ্লবের মন্ত্রে মুগ্ধ।
সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
অধিকার বঞ্চিত গণ-মানুষের
মিছিলের পুরোভাগে
আমি অশান্ত উন্মত্ততায় ফেটে পড়ি।

অত্যাচার, অনাচার, অবিচার
আর অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরাট পাহাড়
ভেংগে খান খান করে দাও—
বাঁচার মত বাঁচবার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম
তোমরা যে নির্ভীক সৈনিক
আর -আর আমিই তোমাদের সিপাহসালার
আমি ডাক দিয়ে যাই এক মহাবিপ্লবের।

—০—

ভেজাল

কামরুল হাসান
ক্যাডেট—৭৩৩, দশম শ্রেণী

ভেজাল ভেজাল ভেজাল রে ভাই
ভেজাল ভরা দেশটায়,
ভেজাল বিনা আসল জিনিস
মেলেনা কোন চেষ্টায়।

তেলে ভেজাল, চালে ভেজাল,
গমেও ভেজাল ভাই।
খাঁটি জিনিস দেশের ভিতর
কোত্থেকে হায় পাই।
সবাই বলে এটা খাঁটি
ওটা খাঁটি ভাই।

দেশের মানুষ খাঁটি জিনিস
কোথায় বলো পায়?
ভেজাল খেয়ে দেশের মনুষ,
ভেজাল হয়ে যায়।

—০—

উথাল পাথাল হৃদয় আমার

এ, কে, এম, আখতার-উজ্জামান
ক্যাডেট—৭৭৪, দশম শ্রেণী

চপল পাখি ডেকে উড়ছে শুধু এ-বন ও-বন,
তাদের মত হারিয়ে যেতে কাঁদছে কেন এ ভোলা মন।
মনের মাঝে সুপ্ত আছে স্বপন পুরীর ইচ্ছা কত,
কে ভেজাবে আশায় আমার শিশির ভেজা ফুলের মত।
আকাশ দেখ পরেছে আজ ফিনফিনে এই নীলাম্বরি,
বাতাস ফুলের সুবাস মেখে গড়েছে যেতায় স্বপনপুরী।
মন যে আমার ফানুস হয়ে তাদের কাছে যায় ছুটে।
কিন্তু দূরে আরও দূরে তাদের মায়া যায় টুটে।
এমনি সুখের দিন গুনে আর হৃদয় কোণে জাল বুনে,
হারাই আমি নিজে নিজেই খুঁজি আমায় আনমনে।
মনের মাঝে ইচ্ছামত মিটিয়ে দিতে পারবে কি কেউ,
শান্ত শিথিল করবে কে আজ হৃদয় মাঝের এ ধারা ঢেউ।

—০—

বৈশাখ আসে

হাবিবুর রহমান
ক্যাডেট—৭৬০, দশম শ্রেণী

বসন্ত যেই যায় হারিয়ে
এই দেশকে যায় ছাড়িয়ে
ঠিক তখনই বৈশাখ আসে
আমাদের এই বাংলাদেশে।

পথের বাঁকে ক্ষেতের আঁলে
কৃষ্ণ চূড়ার ডালে ডালে
নদীর ধারে করই গাছে
ফুল পরীরা যখন নাচে
ঠিক তখনই বৈশাখ আসে
আমাদের এই বাংলাদেশে।

নদী যখন দিক হারিয়ে
শহর, গ্রাম সব ছাড়িয়ে
অজানা কোন মায়ার টানে
ছুটে চলে আপন মনে।
ঠিক তখনই বৈশাখ আসে
সোনা ভরা এই বাংলাদেশে

যখন কালবৈশাখী সাড়া তোলে
নীল আকাশের নদীর জলে
ঠিক তখনই বৈশাখ আসে
আমাদের এই বাংলাদেশে।

ঠিক করেছি

জুলফিকার আহমেদ আমিন
ক্যাডেট—৭৮৬, নবম শ্রেণী

ঠিক করেছি, মনটি দিয়ে
পড়ব এবার থেকে
মনটাকে ঠিক বই-এর পাতায়
আনব আমি ডেকে।
ভবিষ্যতে সুখ এনে দেয়
শুধুই লেখাপড়া
বুঝতে আমার নেইকো বাকি ;
জ্ঞানেই ভুবন গড়া।
জ্ঞান না পেলে এ জীবনের
মূল্য কিছু নাই
ধন দৌলত আসবে যদি
জ্ঞান জীবনে পাই।
জ্ঞান বাড়াতে লেখাপড়া
করতে আমায় হবে—
শোক রবেনা এই জীবনে,
থাকব সুখী ভবে॥

——

ফুল

কামরুল হাসান
ক্যাডেট—৭৯০, নবম শ্রেণী

জীবনের ব্যথা ভুলবো এবারে
ফুলকে নিয়েছি আপন করে।
ভাবি না আমি ক্ষণ কাল পরে
সকল পুষ্প যাবে আহা ঝরে।
চিরকাল কেউ পারে না ধরাতে
সকল ফুলকে সজীব রাখতে,
ফুলের মাঝে তবু যে জীবন—
বুঝেও বুঝেনা এ অবুঝ মন।
ব্যথা দিয়ে যারা জীবনকে গড়ে
ভুলবে ফুলকে সে কেমন করে?

——

শৈশবে যেতে চাই

আবু হেনা জিয়াউদ্দিন
ক্যাডেট—৭৯৬, নবম শ্রেণী

আজিও সুন্দর ধারা
জীবনের পদপ্রান্তে মলিন স্বপ্ন
আর জীবনের ইপ্সিত ইচ্ছা —
পুর্ব আকাশে সূর্যের মত লাল হয়ে উঠে।

কখনও সুউচ্চ সেই ইউক্যালিপটাসের মত
বা অতলান্তিক মহাসাগরের টাইটানিকের মত
সারা পৃথিবীকে দেখতে ইচ্ছে হয়।
সাইবেরিয়ার বরফের মাঝে যে স্নিগ্ধতা
বা কক্সবাজারের বেলাভূমির ভালবাসা
অকৃত্রিম শান্তির মত—

'আমিও পেতে চাই সেই শান্তি'।

সব কিছুই গত হয়
জীবন, মন আর সময়।
হয়ত পাবনা সেই দিনগুলো
হয়ত পাবনা সেই ছোট বেলা—
আর আসবে না, তবু—

আমিওতো যেতে চাই সেই শৈশবে—
শান্তিময় শৈশবে।

——

ছড়া

মাজেদুল হক
ক্যাডেট—৮২২, নবম শ্রেণী

দীঘির পাড়ে, মাছের আউলায়
ফুটছে শতদল—
চাঁদের আলো পড়ছে পাড়ে
ছল্‌কে ওঠে জল ;

নিঝুম ঘুমে ভুলে আছে
চঞ্চলা ঐ পাখি।
স্বপন ঘোরে ঐ পাখিটি
খুঁজছে কারে ডাকি।

——

পুরস্কার

কাজী আহমেদ পারভেজ
ক্যাডেট—৮৪০, অষ্টম শ্রেণী

হলদে-সাদা হরিণ শাবকটার পিছনে ছুটে ছুটে
আমি যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত,
আমার শক্তি যখন আমার বিপরীতে বিদ্রোহী,
তখন শাবকটাকে মুক্তি দিলাম
পরাধীন হবার হাত থেকে।

সবুজ পাতাওয়ালা একটা শাল কি গজারী গাছের নীচে
আমি পড়ে গেলাম, অসহায়ের মত।
অনেক পাতার ফাঁকেও সূর্যের প্রখরতা
প্রবলতর হয়ে দেখা দিল।
ওরা কেউ-ই যে আমার দিকে সহানুভূতির হাত
বাড়াল না।
মন শুধালো, "নিষ্পাপ শাবকটাকে উত্যক্ত করবার জন্য
এই কি—
তোমার শাস্তি?"

আমার মুঠোয় তো
লোডেড রাইফেল ছিল,
ইচ্ছা করলেই আমি ওর
শিংহীন স্কালটা গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম!

গাছের মাথা থেকে একটা কেউটে নেমে আসছে,
দেখলাম।

[চুয়ান্ন]

আমাকে দংশন করবার বড় সাধ ওর,
বুঝলাম।
নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল হয়ত ও,
আমি উত্তাক্ত করায় উঠে এলো।
শরীর আমাকে বিন্দু মাত্র শক্তি দিতে পারলো না
বিপদ থেকে সরাতে, কারণ ও'তো বিদ্রোহী।
শাবকটাকে মুক্তি দিয়েছিলাম,
তাই হয়ত আমার 'জীবন' পুরস্কার পেল
একটা বেজী .....।

——

মন যেতে চায়

সিদ্দিকুল আলম
ক্যাডেট—৮৩৪, নবম শ্রেণী

ফুল বনেতে ফুল ফুটেছে
ডাকছে আমায় দখিন হাওয়া
নির্মল এই নীলাকাশে
নেইতো কোন মেঘের ছায়া।
এই দিনেতে রইতে ঘরে
চাইছে নাকো আমার মন
ছুটে যেতে চায়, তার কাছে সে,
আমার যে খুব আপনজন।
মন যেতে চায় মেঘের দেশে
যেথায় থাকে পরীরা সব
আমায় ঘিরে নাচবে তারা
করবে অনেক মহোৎসব।
মন যেতে চায় মাঠের কোণে
রাখাল যেথায় বাজায় বাঁশী
সে বাঁশীর সুর আমার মুখে
আনবে মধুর তৃপ্ত হাসি।
মন যেতে চায় বস্তী-ঘরে
ওরা যেথায় করে বাস
থাকে যারা আনাহারী
ধনীর মনে জাগায় ত্রাস।

——

[ছাপান্ন]

মাটির পুতুল

নজরুল ইসলাম
ক্যাডেট—৭৯১, নবম শ্রেণী

আজকে খুকুর মাটির পুতুল পড়েই ভেঙে গেলো,
তাইতো খুকুর দুঃখ বেজায় মুখটি ভারী হলো!
এই না দেখে দাদু বলে, "কাঁদিস কেন অতো?
জানিস নাকো, মাটির মানুষ ভাঙছে কত শত?
ক্ষুদ্র তোর ঐ পুতুল নিয়ে এতই ব্যথা মনে!
মাটির মানুষ মরলে পরে কাঁদছে ক'টি জনে?"

আমার গাঁয়ের কথা

আবু শাহ্‌রিয়ার মোল্লা
ক্যাডেট—৯৩৮, অষ্টম শ্রেণী

তোমরা সবাই শুনতে কি চাও আমার গাঁয়ের কথা?
যেখানে রয়েছে ঝোপঝাড় আর বনগুল্মের লতা।
যেখানে রয়েছে দোয়েল কোয়েল হরেক পাখির গান,
যেখানে রয়েছে নদী আর তার স্রোতের কলতান।
যেখানে রয়েছে আম, জাম আর লাল টুকটুকে লিচু,
যেখানে রয়েছে সুখ দুঃখের স্মৃতিময় কত কিছু।
তোমরা সবাই শুনতে কি চাও আমার সে-গাঁর কথা?
যেখানে রয়েছে স্নেহ মমতা আর শুধু সরলতা।

দু'টি কবিতা

রফিক নওশাদ
প্রভাষক

॥ ১ ॥ দুঃসময়

এ কোন পাখির ভিড় তোমার বাগানে—
ভোরেও গায়না গান, রাতে নেই কোনো চলাচল,
চঞ্চুতে হলুদ দাগ, বিবর্ণ ডানা থেকে ক্রমে
খসে পড়ে কোমল পালক—
জেগে ওঠে পরাজিত স্বক!

ভীরু বেদনার ছায়া পাখিদের চোখে
গাঢ় হয়, গাঢ়তর ঘুমের প্রলেপ
অবশিষ্ট শীতলতা আনে—
এ কোন পাখির ভিড় তোমার বাগানে!

হতশ্রী পাখির পাশে গোলাপের ঝাড়
বড়ো বেশী বেমানান, তবু তার চতুঃসীমা
জুড়ে মুমূর্ষ পাখিরা পড়ে আছে!
জীর্ণ দেয়াল ফেটে পরাশ্রয়ী বটের শিকড়
যে রকম বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘতর হয়—
প্রলয়ের ক্রুদ্ধঘাটে এ কোন নির্দয়
মৃত্যুকে দীর্ঘতর করে?

মৃত্যুমুখী পাখির শহরে আজ বড়ো মহামারী—
মুমূর্ষুর চঞ্চুপুটে খাদ্য কণা, তৃষ্ণার জলটুকু নেই,

তবু এই পাখিদের ভিড়ে
মনস্ক ব্যক্তির মতো ভিতরে বাহিরে
কে এসে দাঁড়ায়, বলে,
"পাখিদের কণ্ঠে আজ তুলে দাও কথা : আকাঙ্খার
শব্দমালা চৈত্রের আদি উষ্ণতায়
পাখিদের পালকে—ডানায়
আপন সত্তায়—
অস্তিত্বের নবজন্ম দাও।"

॥ ২ ॥ ঝিনাইদহের গল্প

ক্যাসেল ব্রীজের নীচে একা
মড়া স্রোত কেঁদে কেঁদে মরে
জমে-ওঠা কচুরীর পানা
খুঁজে ফেরে এপারে—ওপারে—
মড়া গাঙে ভেসে ওঠে কার এলোচুল ?
দ্বাদশীর চাঁদ এসে ভেঙে দেয় কবেকার ভুল !

হাউস রিপোর্ট

বদর হাউস

১৯৬৪ সাল। আজ থেকে ১৫ বছর আগের কথা। বদর হাউস জন্মেছিল অনেক আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দিতে। সেই শুরু, তার পরে কেটে গেছে অনেক সময়। আজ অতীতের সব জরা-জীর্ণতাকে কাটিয়ে নব-দিগন্তের উচ্ছাভিলাসে বদরবাসীরা তাদের যাত্রার সাফল্যের জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বর্তমানে হাউসের কার্য পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জনাব কামালউদ্দীন মোহাম্মদ, তাকে সাহায্য করছেন জনাব এ, কে, এম, হাসান ও জনাব আবদুল্লাহেল বাকী।

এবার বোর্ডের পরীক্ষায় হাউসের ঐতিহ্য অম্লান রেখে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যাডেট আতিয়ার চতুর্থ স্থান এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যাডেট তালিম খসরু ষষ্ঠদশ স্থান অধিকার করেছে। পড়াশুনার মাঝে চিত্ত বিনোদনের জন্য রয়েছে খেলাধূলাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ও বাস্কেট বলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন না করতে পারলেও হকিতে বদর সাফল্য অর্জন করে।

সপ্তম শ্রেণীর কাডেটদের কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় হাউস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও ক্যাডেট জিলানী শ্রেষ্ঠ স্কোয়ার্ড লিডার নির্বাচিত হয়ে হাউসের মান অক্ষুন্ন রেখেছে।

কলেজের ইতিহাসে মুষ্টিযুদ্ধে প্রথমবারে প্রথম স্থান অধিকার করে সবুজেরা দৃঢ় প্রত্যয়ের চাক্ষুস প্রমাণ দিয়েছে। সেই সাথে নবাগত ক্যাডেট জিলানী শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হয়ে হাউসের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

বদরের মঞ্চস্থ নাটিকাটি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বদর হাউস ২য় স্থান অধিকার করলেও মধ্যমদের বিভাগে ক্যাডেট জাহাঙ্গীর ও ক্যাডেট ইউসুফ আবদুল্লাহ যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান হয়ে হাউসের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে।

জীবন চলার পথে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে হোঁচট খাওয়াটা স্বাভাবিক, তাই বদর-বাসীরা তাদের পরাজয়ের গ্লানিকে অনুভব করেই শপথ নিয়েছে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী

"চ্যাম্পিয়ানশিপ শীল্ড" ছিনিয়ে আনবেই, তা যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেন। আবার তাই তো তারা আবার এক দেহ, এক প্রাণ ও এক প্রচেষ্টায় তাদের নব যাত্রা শুরু করেছে।

ভুতপূর্ব হাউস মাষ্টার :

১) জনাব সৈয়দ আহম্মদ আলী
২) „ আ, ন, ম, আবদুল করিম
৩) „ আবদুর রউফ
৪) „ এস, এম, নাইয়ার আজম
৫) „ ডি, এ, কে, দেওয়ারী
৬) „ মোসলেম উদ্দীন মণ্ডল

বর্তমান হাউস মাষ্টার :

৭) জনাব কামাল উদ্দীন মোহাম্মদ

ভূতপূর্ব হাউস টিউটর :

১) জনাব সফিকুল্লাহ
২) „ আবদুর রউফ
৩) মরহুম নায়ার আজম
৪) মরহুম আবদুল হালিম খান
৫) জনাব আবদুল খালেক
৬) „ মতিয়ার রহমান ভূঁইয়া
৭) „ আনোয়ার হোসেন
৮) „ আবদুল হান্নান
৯) „ শহীদুল আলম
১০) „ মোশাররফ হোসেন
১১) ” আল ফারুক
১২) ” কে, এম, আওরঙ্গজেব
১৩) ” ইদ্রিস হোসেন
১৪) ” নূরুল ইসলাম
১৫) ” আবু নাঈম চৌধুরী
১৬) ” এ, কে, এম, হাসান

বর্তমান হাউস টিউটর :

১। জনাব এ, কে, এম, হাসান
২) ” আবদুল্লাহেল বাকী

——

খায়বার হাউস

জয়-পরাজয় নয়—এগিয়ে যাওয়াটাই বড় কথা। পনেরো বছর ধরে খায়বার হাউস এই এগিয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সাতাত্তর এবং আটাত্তর পর পর দু'বছর বিজয়ের শিরোপা— 'চ্যাম্পিয়ানশিপ ট্রফি' লাভের গৌরব খায়বার হাউস অর্জন করেছিলো। উনআশিও ছিল অনেক প্রত্যাশার, অনেক সম্ভাবনার। খায়বারিগণ একথা যথেষ্ট প্রত্যয়ের সাথেই উচ্চারণ করতে পারে, সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব তাদের ছিল না।

কর্ণেল এন. ডি. হাসানের 'হাউস অব স্কলারস' এখনও তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিবার বোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছিনিয়ে এনে খায়বারের মাঝে তাঁর স্মৃতিকে অম্লান রেখেছে।

'৭৯-র এস. এস. সি'তে বিভিন্ন গ্রুপে কলেজ থেকে যে ১৪ জন বোর্ডে স্থান পেয়েছিল; তার ভিতরে ৯ জনই খায়বারিগণ। বিজ্ঞান বিভাগে ধীমান বিশ্বাস (৬৭৭) দ্বিতীয়, দেবাশীষ মল্লিক (৭১৩) পঞ্চম মুনীর হাসান (৬৯২) দশম, মিজানুর রহমান (৬৭৮) উনবিংশ স্থান অধিকার করে। শিল্পকলা বিভাগে আহসানুল হক (৬৮৫) দ্বিতীয়, নাসিম আখতার (৬৯৫) চতুর্থ, নীতিশ কুমার (৬৮৩) পঞ্চম স্থান অধিকার করে। মানবিক বিভাগে শহীদুল ইসলাম (৭০৭) দ্বিতীয়, সাব্বির হাসান (৭২২) অষ্টম স্থান অধিকার করে এবং এইচ. এস. সি'তে মানবেন্দ্র দত্ত ও মিজানুর রহমান যথাক্রমে দশম ও উনবিংশ স্থান অধিকার করেছে।

উনআশিতে খায়বার হাউস বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় মূলতঃ লেখাপড়ার ফলাফলে। প্রথম দুই পর্বের ফলাফল মোটেও খায়বারের অনুকূলে ছিল না, যদিও তৃতীয় পর্বে খায়বার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে খায়বার সত্যিই 'হাউস অব ইন্টেলেক্চুয়ালস'।

খায়বারিগণ শুধু পড়াশুনাতেই নয়, অন্যান্য দিকেও উন্নত, ঐতিহ্যবাহী। খেলাধূলাতে খায়বার অনন্য। হকির 'চ্যাম্পিয়ানশিপ' ট্রফি ও ক্রিকেটের নাটকীয় বিজয় খায়বারের জন্য প্রচুর আনন্দ ও উদ্দীপনার উপাদান জুগিয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য খেলাগুলোতেও

খায়বার পিছিয়ে নেই। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ খায়বারের কমনরুমে শোভা পাচ্ছে 'আউটডোর গেম্‌সের ট্রফি'।

কর্ণেল স্মিথারম্যানের 'হাউস অব টেলেন্টস্' খায়বার এবারও চলতি বিবরণী, দেয়াল পত্রিকা ও সাপ্তাহিক ডি, ডি, পি, তে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। আন্তঃহাউস নাটক প্রতিযোগিতায় খায়বার হাউস 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, মধ্যস্থ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বৎসরের অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বক দৌড় প্রতিযোগিতাতেও প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছে খায়বার।

সবুজ বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খায়বারিগণ নেমেছিল বাগান তৈরীর কাজে। এবারেও খায়বারের বাগান আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভাসিত হয়েছিল প্রতিযোগিতার প্রক্কালে এবং প্রতিযোগিতায় ফলাফল তার বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ক্ষুন্ন করতে পারেনি।

বৎসরের শেষ ও আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা— বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 'চ্যাম্পিয়ান-শিপ' ট্রফি এবারও খায়বারের সোনালী আঙ্গিনায় অবস্থান করছে। সবচেয়ে আনন্দ ও গর্বের বিষয় হলো এই হাউসেরই কৃতি ক্রীড়াবিদ গাজী ক্যাডেট আবু তাহের (৬২৮) এ' বছরে সর্বমোট ৮টি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

অনাগত ভবিষ্যতের কাছে খায়বারিদের অনেক প্রত্যাশা। আর এ প্রত্যাশা পূরণে খায়বার হাউসের প্রতিটি ক্যাডেট অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার তাদের নিজেদের কাছে। এ অঙ্গীকার তাঁদের কাছে যাঁরা দিয়েছেন পবিত্র সৈনিকের মত দৃপ্ত পায়ে সামনে এগিয়ে যাবার শিক্ষা খায়বারিগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁদের নাম স্মরণ করছে—।

ভূতপূর্ব হাউস মাষ্টারবৃন্দ :

১। জনাব আ, ন, ম, আবদুল করিম
২। „ এফ, এম, আবদুর রব
৩। „ জি জে এন মুর্শেদ
৪। „ এবার উদ্দিন আহমেদ

বর্তমান হাউস মাষ্টার

১। জনাব আশরাফ আলী

ভূতপূর্ব হাউস টিউটরবৃন্দ :

১। জনাব নওশের উদ্দিন চৌধুরী
২। " এ. জি. গ্লাডওয়েল
৩। " জি, জে, এন মুর্শেদ
৪। " আরশাদ আহাদ
৫। " আনোয়ার হোসেন
৬। " মির্জা নজরুল ইসলাম
৭। " আ, ক, ম, হাসান
৮। " এন, কে, পাল
৯। " রেজাউল ইসলাম
১০। " আবদুস সালাম খান
১১। " রফিক নওশাদ
১২। " সৈয়দ আবদুল খালেক
১৩। শ্রী প্রসন্ন কুমার পাল
১৪। জনাব মোশাররফ হোসেন
১৫। জনাব আবু সাঈদ বিশ্বাস

বর্তমান হাউস টিউটর :

১। জনাব রফিক নওশাদ
২। জনাব আবদুল ওয়াসে সাল্‌ফি

হুনাইন হাউস

'৬৭-এর এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে হুনাইন হাউসের সূচনা; আজ তা কালের প্রস্রবনে অবগাহন করে সম্মুখ পানে ধাবিত হয়ে '৭৯ এর শুভ সূচনার মধ্য দিয়ে সার্বিক বিজয়ীর মুকুট পরে সদর্পে দণ্ডায়মান। এ বছরটি ছিল হুনাইনদের।

যাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিজয়ের সু-মহান মুকুট হুনাইনরা লাভ করেছে তাঁরা হচ্ছেন :-

ভূতপূর্ব হাউস মাষ্টার :

১। জনাব আমিনুল হক
২। ,, আবদুল হালিম খান
৩। ,, এফ, এম আবদুর রব
৪। ,, আশরাফ আলী
৫। ,, আ, ন, ম, আবদুল করিম

ভূতপূর্ব হাউস টিউটর :

১। জনাব কামাল আহমেদ
২। ,, আবদুল হান্নান
৩। ,, ফারুক লতিফ সিনহা
৪। ,, শাহাদাৎ মোর্শেদ
৫। ,, সৈয়দ আবদুল খালেক
৬। ,, কামাল মোহাম্মদ
৭। ,, রাশেদ আহমদ
৮। ,, রফিক নওশাদ
৯। ,, রেজাউল ইসলাম

বর্তমান হাউস মাষ্টার :

জনাব রেজাউল ইসলাম

বর্তমান হাউস টিউটর :

জনাব ফারুক লতিফ সিন্‌হা
জনাব এনামুল কবির।

এ ছাড়া আজ প্রত্যক্ষ সহযোগিতার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে সকলের নিঃস্বার্থ সহযোগিতার কথা হুনাইনরা কোনদিনই ভুলবে না।

আন্তঃভবন প্রতিযোগিতাগুলোর মধ্যে প্রথমেই ছিল বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা। শুরুতেই হুনাইনরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলো। বাস্কেটে হুনাইন চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। ঠিক ঐ একই ভাবে বাস্কেটের পাশাপাশি ভলিবল এবং ফুটবলেও হুনাইনরা তাদেরকে শীর্ষস্থানীয় করতে কুণ্ঠিত বোধ করেনি। অন্য দুই খেলা হকি এবং ক্রিকেটে যদিও শ্রেষ্ঠত্বের প্রাধান্য ছিল না; কিন্তু হুনাইনদের প্রদর্শিত খেলা দর্শকবৃন্দকে নিরাশ করেনি। হুনাইনদের এমনি তীব্র প্রচেষ্টা এবং কঠোর মনোবল তাঁদেরকে খেলাধূলায় পুরোপুরি চ্যাম্পিয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া আন্তঃভবন "ইনডোর গেমস"-এ হুনাইনরা একইভাবে পুরোপুরি বিজয়ী হয়ে তাদের বিজয়ের অদম্য স্রোতকে আরও সম্প্রসারিত করতে পেরেছে। এক কথায় বলতে গেলে খেলাধূলার চত্বরে হুনাইনরা ছিল অদ্বিতীয়। তাদের অতিউচ্চ খেলোয়াড়ী মনোভাব আর একাগ্রতাই তাদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মহান দ্বারকে উন্মুক্ত করতে পেরেছে।

"গ্রামান্তর দৌড়" ক্যাডেট কলেজ জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ক্যাডেটরা দীর্ঘমাপের পথ দৌড়ে তাদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর অনমনীয় কষ্টকে জয় করে থাকে। হুনাইনরা ব্যতিক্রম নয়। পরপর চারবার বিজয়ী হবার গৌরবের দাবীদার একমাত্র হুনাইনরাই। এবং এটা সম্ভব হয়েছে হাউসের সকলের সমষ্টিগত পরিশ্রমের জন্যই।

এমনিভাবে বড় বড় সব বিজয়ের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিযোগিতাতেও হুনাইনরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। আন্তঃভবন শৃঙ্খলা প্রতিযোগিতা সাপ্তাহিক প্রতিযোগিতা-গুলোর মধ্যে অন্যতম। হুনাইনরা গুটি কতকবাদে অধিকাংশ গুলোতেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এবং এভাবেই শৃঙ্খলা প্রতিতোগিতায় হুনাইনরা পরপর দু'বার সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য যে শৃঙ্খলা প্রতিযোগিতা '৭৮ এ প্রচলিত হয়। আন্তঃ-ভবন দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা, বাগান প্রতিযোগিতা সঙ্গীত, শরীরচর্চা প্রদর্শনী ইত্যাদি সবগুলো প্রতিযোগিতাতেই হুনাইনরা ছিল অদ্বিতীয়। হুনাইনদের প্রকাশিত দেয়াল পত্রিকা "সংশপ্তক" ও "বিজয় বিভাস" দর্শক ও বহিরাগত বিচারক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। নাট্যজগতেও আমরা পিছিয়ে নেই। রবীন্দ্র নাথের "দুই বিঘা জমি"র সার্থক নাট্যরূপ সকলকে আনন্দদান করে। ষোড়শ ব্যাচের ক্যাডেটদের 'নভিসেস প্যারেডে" প্রথম হওয়াটা ছিল হুনাইনদের জন্য একটা বিরাট বিজয়। সাপ্তাহিক ডি, ডি, পি, কলেজ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। প্রতি সপ্তাতেই কবিতা আবৃতি, বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। নিঃসন্দেহে হুনাইনরা এখানেও সবার শীর্ষে। হুনাইনরা ডি, ডি, পি, তেও শীর্ষস্থানীয়।

"ছাত্রানং অধ্যয়নং তপোঃ" লেখাপড়াই ক্যাডেটদের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্যাডেট কলেজের সবগুলো অনুষ্ঠানের পাশাপাশিই ক্যাডেটদেরকে লেখাপড়া করতে হয় এবং নিজেকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলতে হয়। হুনাইনদের বলিষ্ঠ উষ্ণ পদচারনা এখানেও অম্লান। শিক্ষাগত যোগ্যতায় হুনাইনরা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমানিত। গত বৎসরের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় হাউসের পরীক্ষার্থীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগ ও মানবিক বিভাগে বেশ কয়েকটি স্থান লাভ করে হাউসের কৃতি পরীক্ষার্থীরা। হাউসের প্রাক্তন ক্যাডেটরাও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে হাউসের সুনাম সুদৃঢ় করছে। বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে লংকোর্সে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হাউসের প্রাক্তন ক্যাডেট মাহফুজুর রহমান "সোর্ড অব অনার" ও ক্যাডেট মাহমুদ হাসান 'চীপ অব আর্মি ষ্টাফস কেন্' পান। প্রাক্তন ক্যাডেট ইমামুল হুদা "অল রাউণ্ডার ক্যাডেট" হিসেবে স্বীকৃতি পান। স্বাধীনতার পরে এই প্রথম ইমামুল হুদাকে "কলেজ ব্লু" দেয়া হয়। এমনিভাবে বিজয়ের আনন্দাশ্রু আর উল্লাসকে আরও সুদৃঢ় করে একের পর এক বিজয়ের মধ্য দিয়ে হুনাইনরা '৭৯-এর "সার্বিক বিজয়ী" হবার জন্য গর্বিত। যে বিজয়ের গুঞ্জন ছটা তাদের মানসপটে চিত্রায়িত; যে আনন্দের বীজ তাদের হৃদয়পটে অঙ্কুরিত তা যেন আরও প্রসার লাভ করে এবং ভবিষ্যতের পথকে মসৃণ ও স্বচ্ছ করে এটাই সবার কাম্য। সেই সাথে হুনাইনরা তাদের এই বিজয় মুকুটকে দীর্ঘরূপ দিতে সংকল্পবদ্ধ।

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে উপাধ্যক্ষ, এ্যাডজুট্যান্ট এবং হাউস প্রশাসনে নিযুক্ত হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও ক্যাডেটবৃন্দ।

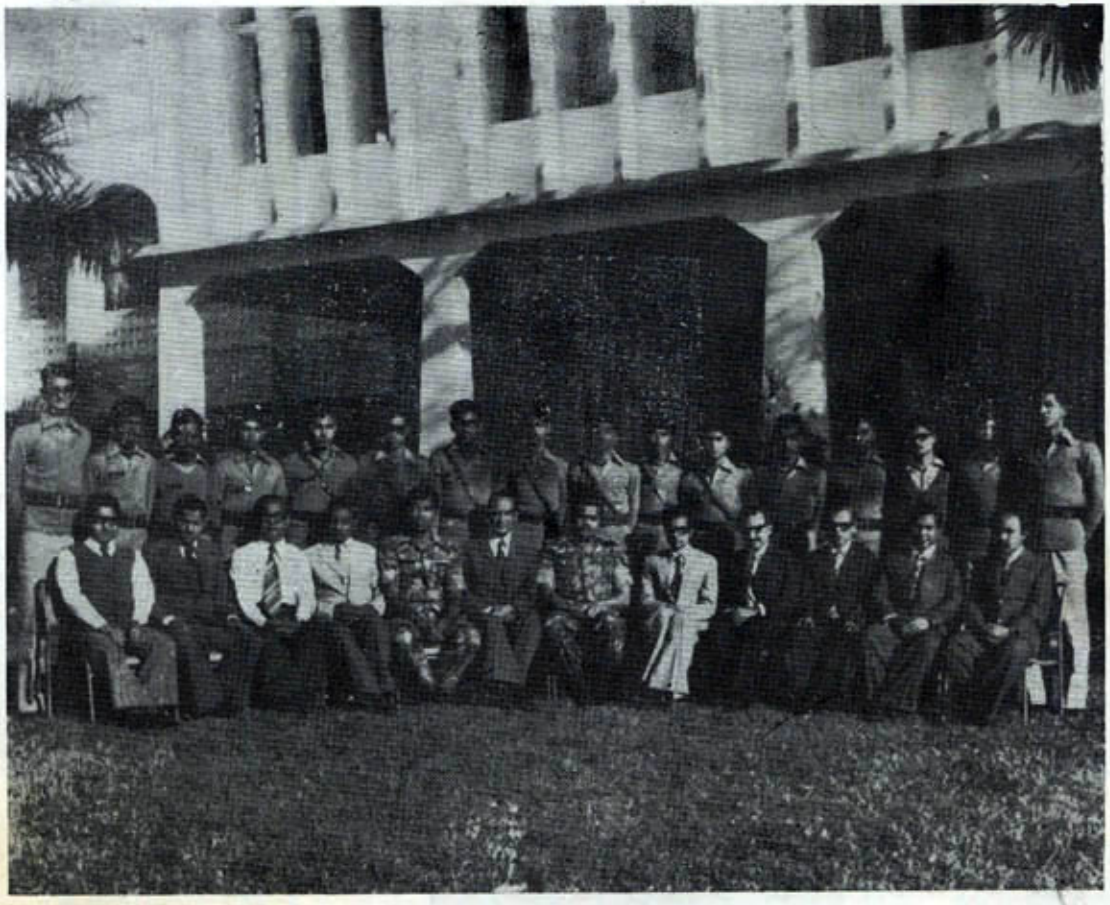

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) : সর্বজনাব আবদুল ওয়াসে সালফি, হাউস টিউটর ; ইনামুল কবির, হাউস টিউটর ; এ, কে, এম, ফারুক লতিফ সিনহা, হাউস টিউটর ; রেজাউল ইসলাম, হাউস মাস্টার ; মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যান্ট ; এফ, এম, আবদুর রব, উপাধ্যক্ষ ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান, এ, ই, সি, বিদায়ী অধ্যক্ষ, আশরাফ আলী, হাউস মাস্টার, কামাল উদ্দিন মোহাম্মদ, হাউস মাস্টার ; এ, কে, এম, হাসান, হাউস টিউটর ; রফিক নওশাদ, হাউস টিউটর এবং গাজী আবদুল্লা হেল-বাকী, হাউস টিউটর।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) : সর্বক্যাডেট বদরুদ্দোজা, শাহ্‌জাহান, শচীন, কামরুজ্জামান, আশফাক, রেজাউল, বোরহান, কামরুল, তাহের, রকিব, কামরুজ্জামান, জাহিদ, মুনীর, অলক, তারিক এবং আনিস।

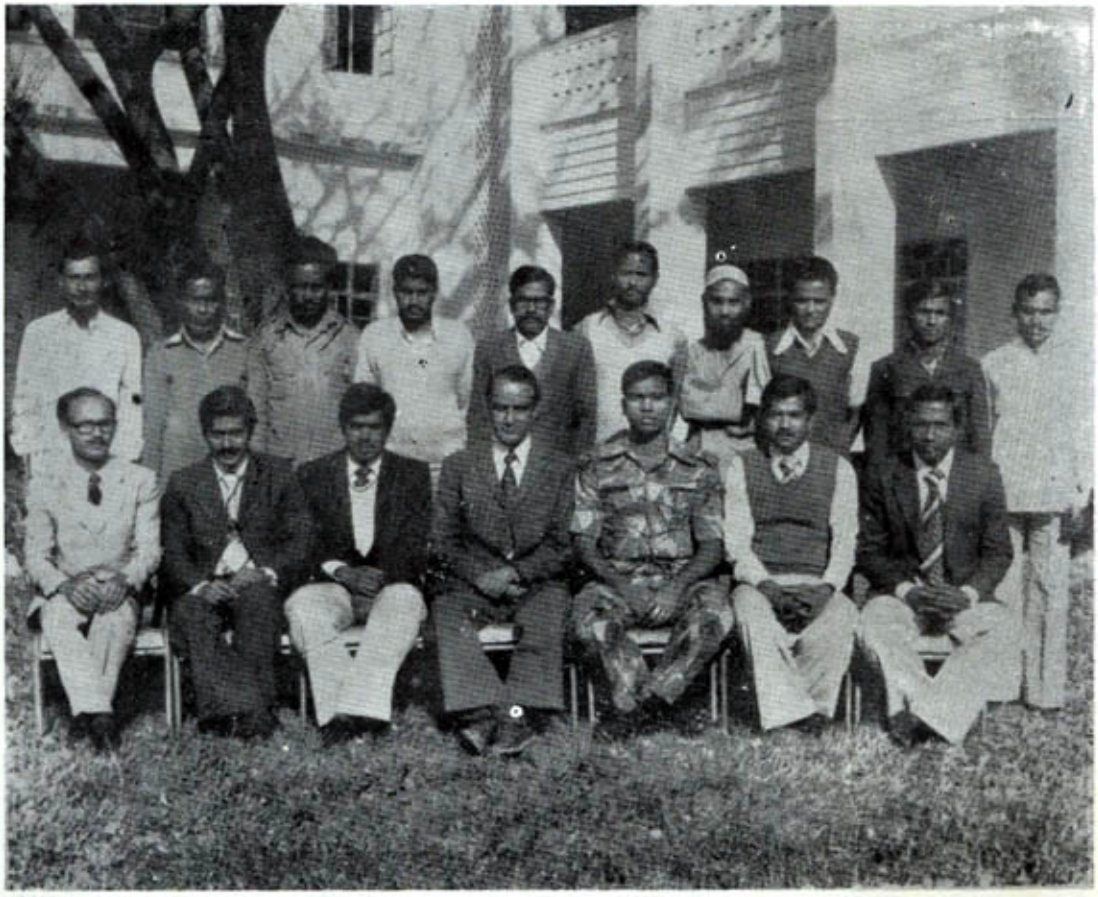

উপাধ্যক্ষের সাথে এ্যাডজুট্যান্ট ও কলেজ ভবনের কর্মচারীবৃন্দ।

কলেজ হাসপাতালের কর্মচারীবৃন্দের সাথে মেডিকেল অফিসার ও এ্যাডজুট্যান্ট।

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে এ্যাডজুট্যান্ট ও প্রশাসনিক ভবনের কর্মচারীবৃন্দ।

কলেজ পরিদর্শন করছেন যুক্তরাজ্য সেনাবাহিনীর কর্ণেল এ, হুইপ (প্রথম সারির ডান দিকে)

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে এ্যাড-জুট্যান্ট, ড্রাইভার, পাহারাদার এবং হাউস ও প্রশাসন ভবনের কর্মচারীবৃন্দ।

কলেজ মিলনায়তনে একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উপস্থিত সুধীমণ্ডলী।

কেয়ার টেকার, মালী ও ঝাড়ুদারদের সাথে বিদায়ী অধ্যক্ষ ও এ্যাডজুট্যান্ট

বিদায়ী অধ্যক্ষের সাথে এ্যাডজুট্যান্ট ও ড্রিল ইনস্ট্রাক্টরবৃন্দ।

ক্যাডেটস্ মেস ও কলেজ কর্মচারী বৃন্দের সাথে বিদায়ী অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং মেস ও বেকারীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

কলেজ মিলনায়তনে ভাষণ দান করছেন বিদায়ী অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান এ ই সি

জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা—১৯৭৯-র বিজয়ী শ্রেষ্ঠদল (৩য়)।

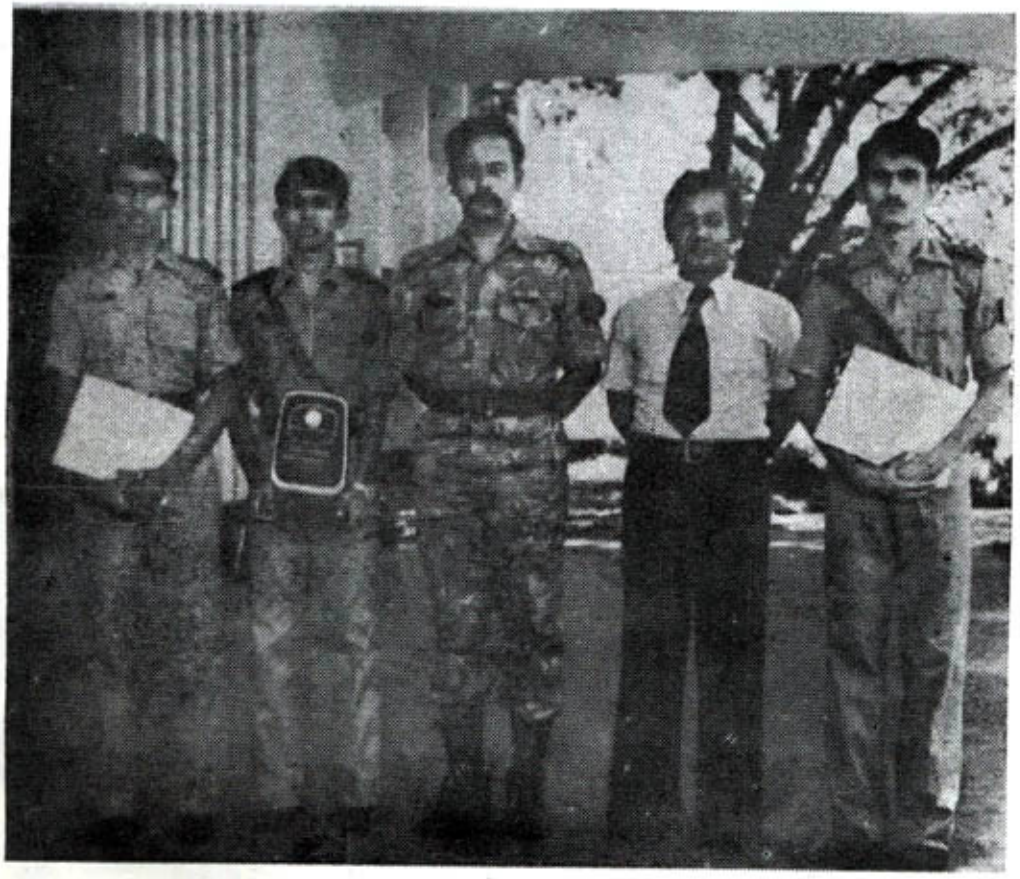

জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা '৭৯-র বিজয়ী শ্রেষ্ঠ দল (৩য়) হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রতিযোগীবৃন্দ :—

ক্যাডেট মঈনুল হায়দার (দলীয় প্রথম বক্তা), ক্যাডেট মঞ্জুর-ই-এলাহী (দলীয় অধিনায়ক) ও ক্যাডেট মুনীর হাসান (দলীয় দ্বিতীয় বক্তা) এর সাথে অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল মুহম্মদ নূরুল আনোয়ার, এ, ই. সি এবং বিতর্ক বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক জনাব রফিক নওশাদ।

কৃতী ক্যাডেটবৃন্দ

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা— ১৯৭৯ (যশোহর বোর্ড)

ক্যাডেট আতিয়ার রহমান
সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৫শ

ক্যাডেট মিজানুর রহমান
সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১৩শ

ক্যাডেট মানবেন্দ্র দত্ত
সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১শ

ক্যাডেট ফরিদ
সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৪শ

ক্যাডেট আলী আযম
সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৮শ

ক্যাডেট শফিক
সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৭শ

ফিরোজ আহমেদ
৩য় (মানবিক বিভাগ)
[অনিবার্য কারণে ছবিতে অনুপস্থিত]

কৃতী ক্যাডেটবৃন্দ

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা— ১৯৭৯ (বশোহর বোর্ড)

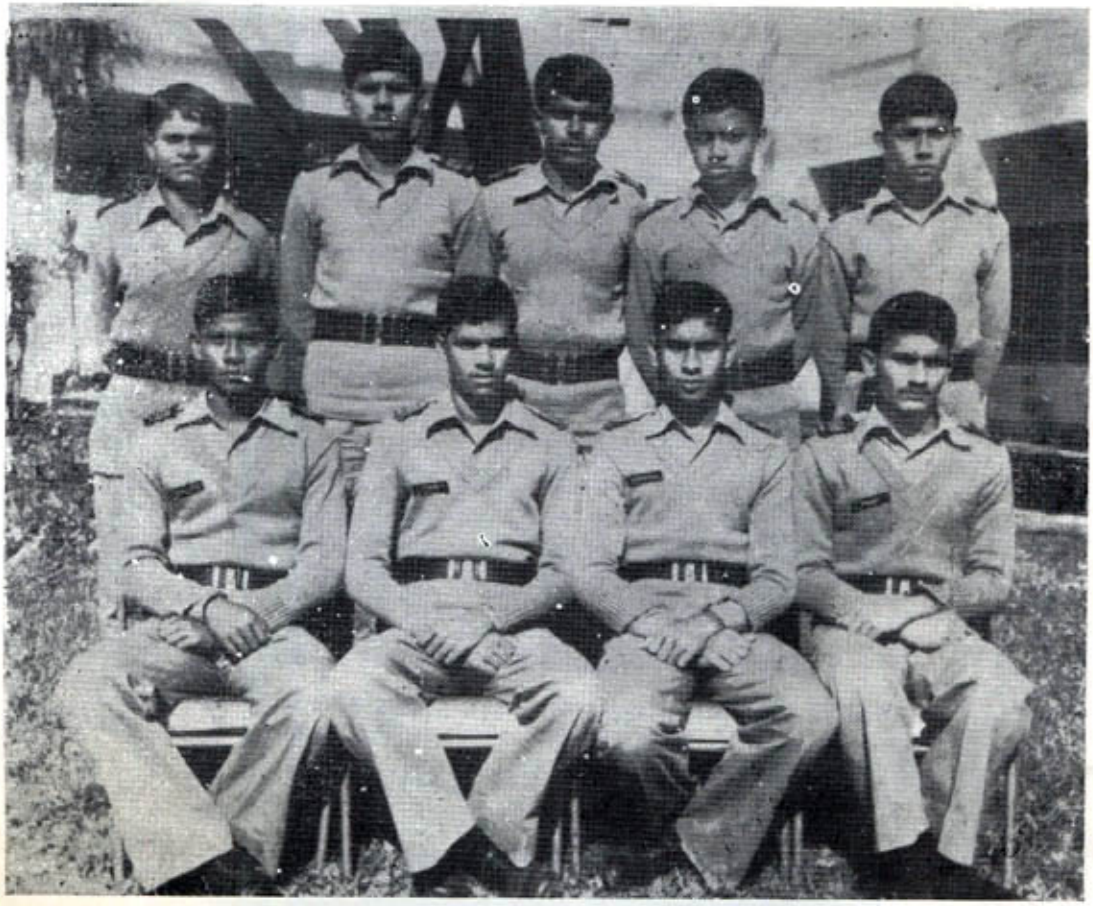

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) : নাসিম আখতার (৪র্থ, শিল্পকলা), আনোয়ারুল ইসলাম (৩য়, শিল্পকলা), শেখ মোঃ শাহেদুর রহমান (৭ম, শিল্পকলা), এস, এম মুনীর হাসান (১০ম সম্মিলিত •)

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) : শ্রী নীতীশ কুমার রায় (৫ম, শিল্পকলা), মোঃ শাব্বীর (৮ম, মানবিক), শহিদুল ইসলাম (২য়, মানবিক) শ্রী কল্লোল কুমার চৌধুরী (৪র্থ, সম্মিলিত *), শ্রী দেবাশীষ মল্লিক (৫ম, সম্মিলিত •)

অনিবার্য কারণ বশতঃ ছবিতে যাঁরা অনুপস্থিত :

শ্রী ধীমান বিশ্বাস (২য় সম্মিলিত *) আহসানুল হক মিয়া (২য় শিল্প কলা), মনজুর-ই-এলাহী (১৫শ, সম্মিলিত *), তালিম খসরু (১৫শ, সম্মিলিত *), মিজানুর রহমান (১৯শ, সম্মিলিত •) তৌহীদ কামাল খান (•), আরিফ মাহমুদ (*), মাহবুব আলম (*) বিকাশ সউদ আনসারী (•)

আন্তঃ হাউস নাট্য প্রতিযোগিতা

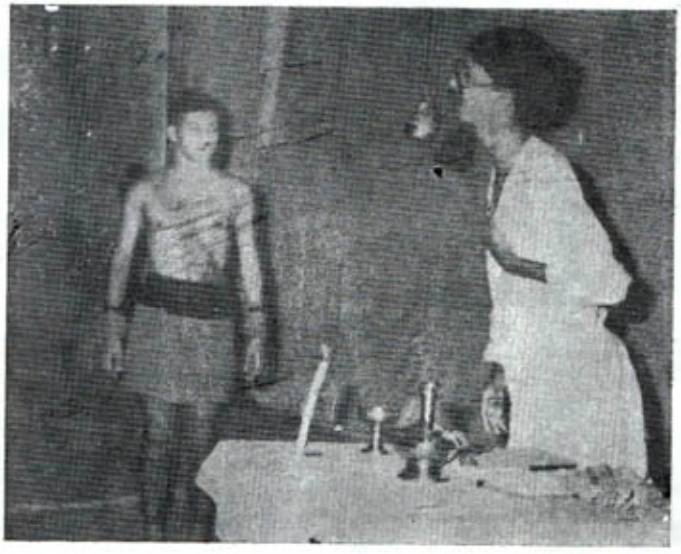

আন্তঃ হাউস নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাটক খায়বার হাউস প্রযোজিত 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা'র একটি দৃশ্য।

আন্তঃ হাউস নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বদর হাউস প্রযোজিত 'হুজুর কখন মরবেন' নাটকের একটি দৃশ্য।

ও কারেন্ট এ্যাফেয়ারস্ ডিস্‌প্লে

আন্তঃ হাউস নাট্য প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হুনাইন হাউস প্রযোজিত 'দুই বিঘা জমি' নাটকের একটি দৃশ্য।

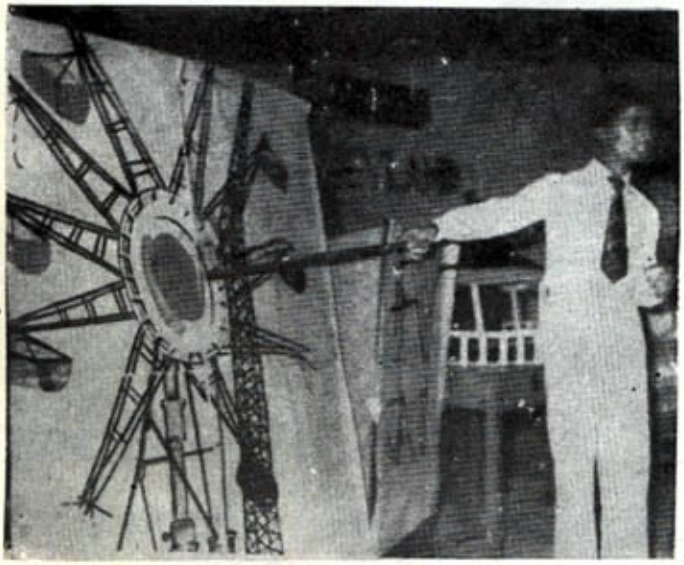

ক্যারেন্ট এ্যাফেয়ার্‌স্ ডিস্‌প্লে প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য।

স্বাগতম নবাগত

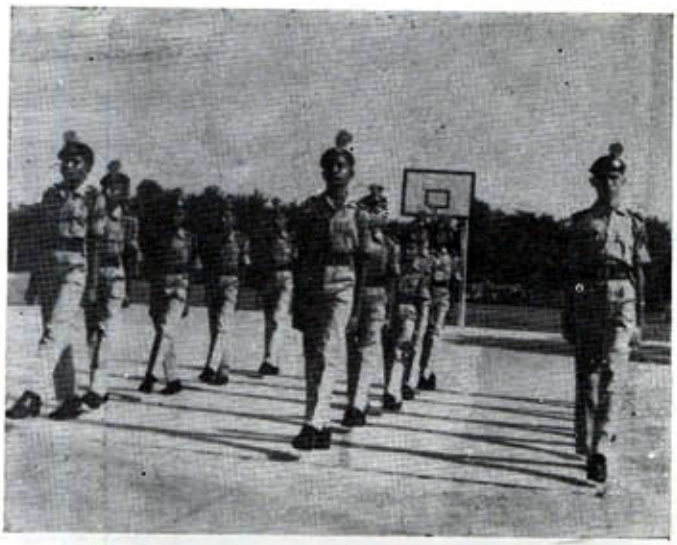

নবাগত সপ্তম শ্রেণীর ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ
প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য।

নবাগত সপ্তম শ্রেণীর ক্যাডেটদের 'ট্যালেন্ট শো'
প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য।

ENGLISH SECTION

The Nature of Discipline and Punishment in the Cadet Colleges

F M Abdur Rob
Vice Principal

Many people will like to equate punishment with discipline though they are not identical terms. Discipline is the most controversial point in educational literature and hence its meaning. It may mean improvement in human qualities ; it may mean an order or obedience to the authority. It may mean punishment for not conforming to to the authority. Discipline is not an end in itself but a means of achieving discipline which is learning as well as living with experiences that would help one grow as a sensible human being. The word 'discipline' is derived from the Latin word 'discere' and its meaning is to learn From the same word comes 'discipline'— one who learns from his teacher Discipline is, therefore, a way of learning to live, grow and mature. If the process of learning can determine the quality of one's personality and character for self improvement without causing any inconvenience to others, we may conclude that he has developed self-discipline. Self-discipline is a discipline we impose on ourselves and the aim of education to-day is to use all power and wisdom of the educational administrators to evoke self discipline in the children.

The adults differ in their attitude towards discipline. No teacher or even no Head responds to the boys according to a definite pattern. Some think of a rod, some turn away in disgust while others inspire love and affection, but discipline must be maintained. In our schools and colleges there are some heads who exercise authority as if discipline is at the point of breaking

dowr, some heads who enforce discipline as if the authority is at stake while others use authority so that discipline may grow. To the latter, discipline is a sort of instruction aiming at helping the young learners to acquire the skills of the head, the hand and the heart for such orderly conditions which would facilitate the process of learning.

An outsider may think of cadet college life as a regimental or harsh one involved only in 'yours not to reason why' type of discipline. Many parents may also consider it to be so, but things are somewhat different. There is nothing barrack-like life in the colleges nor is there any harshness of treatment. if there is anything very compelling, that is the firmness in the method of treatment. The colleges need to be firm in view of their distinct organisational structure which not only differs from that of our day schools and colleges but also, to a great extent, from that of their English counterpart – the public schools. The public schools are private institutions supported by the parents who belong to certain homogeneous wealthy classes having more or less, the same educational background The public school boys are, therefore, likely to have some previous experience of self-discipline and responsibility which they may develop at homes or at the residential prep schools In the residential prep schools the boys receive their preparatory education for about five years for admission into the public schools. On the other hand, the cadet college boys, who come with heterogeneous family and school background, are simply raw materials having no uniformity of such experiences before they are enrolled as cadets The cadet college parents differ and differ greatly not only in the method of treatment towards their sons but also in the exercise of control over them. This is the reason why they are prepared to surrender their authority and shift the entire responsibility of their sons to the college with the fullest measure of confidence. The colleges are, therefore, singularly dominent over the boys unlike any other day school or college in the country.

The cadet colleges are, in fact, public institutions financed by the government and responsible to the Ministry of Defence. This has provided a military bias to their internal organisation and training. But as they are autonomous institutions managed by the Governing Bodies under the chairmanship of the Adjutant General, Bangladesh Army, the Principals of the colleges are entrusted with the overall responsibilities by the Chairman for implementing the desired objectives without interference from any other authority. This is the source of their power and they are the most powerful men in their respective colleges. The staff derive their authority from the Principal and are responsible to him alone. This is, in short, the infra-structure of the cadet colleges which calls for discipline of the higest order in all spheres of activities of the cadets. The highest order of discipline must be maintained at all costs. But how? Order is neither a value nor a principle; it is a working device and a method of getting things done with the slightest discontent. The college has its self discipline and the boys must also develop their own within its walls. Then a question follows : how much order to allow how much freedom and how much freedom to ensure how much order? An educational institution, whatever is its nature or quality is an organisation of values – the outcome of which is the development of attitudes towards respect for persons and respect for law. In a good learning community these two aspects need to be appropriately balanced and translated into its corporate life. Personality cannot grow well where there is too much of order at the cost of freedom and too much of freedom at the cost of order. Because the cadet colleges are primarily concerned with the total growth of the growing minds, it is desirable that they create within their boundaries such an atmosphere of ordered freedom in which no boy will have any feeling of regimentation and yet at the same time none can do exactly what he likes.

How to creat that atmosphere? This also depends on the nature of treatment the boys have from the staff in their day

to day life The discipline of treatment, in fact, determines the discipline of the boys and that of the college. It is just a recourse taken up by the staff and especially by the Principal himself. The only thing is that it has to be properly tuned. To cite an example, recently I heard one principal while addressing the cadets say, 'This is a very interesting place for you to grow. I am sure, you are getting on quite well. I believe you are all good .boys. If you really work hard, love your youngers, respect your elders, obey the college rules which are for your best interests, you can work wonders and I am your best friend. Unfortunately, if you do not do so, you will see me as your worst enemy.' This is an approach the hoys respond quickly and their response is reflected in their behaviour at every point. If they are confident that the principal and the staff are 'on their side', they will be ready to accept gladly even such orders which they deem to be unnecessary. They become co-operative. The case may be different if they are treated in an altogether different way. Once I heard one telling the boys bluntly, 'I know your monkey-tricks; you are being watched; guard your steps every moment or you will see yourself torn to pieces.' It could serve well as a warning or regulation in the security prison run for severe offenders. In the treatment of the former, the colleges are neither the prison cells nor the open market places but something like the green-houses. The boys unaware of, or unable or unwilling to adjust to the conditions of the green-houses are treated with the special dose of nourishment which we may call counselling and guidance and ultimately through prodding and jerking which we may call punishment and in odd cases through transplating which we may call withdrawal. This is a process not so easy as it appears to be. We are to give our heart to it. For that we may not imitate the great nineteenth century public school headmasters like Thomes Arnold of Rugby or Edward Thring of Uppingham but we may have our own Arnolds and Thrings and perhaps we are not without them to shake off our old values which are affecting,

in some way or other, the growth and development of self-discipline in our youth in the late twenteeth century Bangladesh,

The boys are not adults. No body can attain adulthood simply by living a certain stage or by reaching a certain age; he must go through his boyhood meeting all his needs, interests and abilities of the period - the period of pride and promise as well as of storm and stress. The cadet colleges are concerned with all these aspects and educate the boys to help them meet the challenge of boyhood and grow as useful adults. As the boys pass through different age-groups in the college; they are likely to behave differently in different stages of growth and development. Good manners or social graces are desirable and always expected because these are common to all the stages and cultivated at all levels but bad manners are not very unnatural. At the growing stage, the boys are often confused with their own conflicting impulses and lack of knowledge. They are likely to misbehave but not at the same manner. There are some who will misbehave for the sake of fun, some for winning recognition, some for a bit of adventure, some for laziness and others for lack of skill. Discipline thus involves punishment as a correcting measure. The nature of offences is diagnosed first and punishment is based on the correct assessment of the offence committed. The real test of punishment is that it should correct the person and improve his awareness to be fair to himself and to the group to which he belongs.

In the cadet colleges, learning takes place everywhere—inside or outside the classroom and the boys have tremendous scope for learning self discipline because of the oneness of the environment and the sameness of treatment. A boy can learn when he obeys the rules of learning. Obedience to the rules of learning is in effect, obedience to himself. It is only by being obedient to oneself, one can be obedient to the authority. Obedience for the sake of obedience is a negation of discipline because it may mean good behaviour with bad disposition. The first principle of discipline in the cadet colleges is, therefore, to train the boys

to understand and acquire the values of self-discipline and cultivate them in all areas of life in the college. The boys who fail to respond, are subject to various types of punishment ranging from minor to major ones.

The types of punishment the college usually provides for are detention, deprivation of a privilege like enjoying a cultural evening or movies, reprimand, extra-drill, writing to the parents and in the last resort withdrawal from the college. There is no provision for corporal punishment as it plays no part in the modern concept of education. Extra-drill is the most common feature and any member of the staff may recommend extra-drill for a boy or a group of boys which is usually administered at the time when other boys take rest in their dormitories after lunch. Extra drills are administered by the adjutant with the knowledge of the principal. Many disciplinary problems are settled at the college or house level by the teachers concerned through interviews and discussions. The housemasters play an important part in the process. Severe cases are referred to the principal through the vice-principal for appropriate action, but it is generally viewed as an admission of failure on the part of the house or a teacher to refer a case to the principal unless it is genuine. Punishment like detention and deprivation of a privilege are occasional. Reprimand or verbal reproach on the spot is usually used to avoid extra-drills and adverse reports to the parents. For extremely troublesome boys or for a boy showing poor progress all along, the principal may notify the parents for consultation. However, if all attempts of persuasion and counselling fail to produce any satisfactory result, the boy is subsequently withdrawn and in severe cases expelled from the college.

The prefects also have the privilege of awarding punishment for minor offences like wearing dirty shoes or being inattentive to their commands They may recommend extra-drill through the housemaster but preferably they like to take action on the spot

in the form of verbal reproach or if it does not suit the purpose by administering some on-the-spot punishment such as push-ups, crawling, front drill or frog-jumping etc. Fagging, a tiresome job performed by the juniors as desired by the seniors or the prefects, is never allowed as a weapon for punishment. The prefects, on the whole, are to be very reasonable because they exercise their powers over the equals or the near equals as well as the under-equals. They act on behalf of the staff and for that they have powers but they must care to see that their powers are associated with responsibilities and wisdom all the time. A good prefect, observes E B Castle, "will be one who leads in co-operation, who prefers to inspire initiative rather than to demonstrate his own, who has the imagination to get inside, not under, other people's skins, who exerts his power with, not over, those he leads." However, no prefect can compromise with any indiscipline. If he does so, consciously or unconsciouly, he can also be subject to punishment resulting in the forfeiture of his prefectorial appointment.

The cadets are not left alone except the rest time. Every programme of the daily schedule is supervised by the staff concerned. Besides the staff on normal duties, there is a provision for overall supervision of the cadets' activities and discipline by the duty master who is usually considered to be the arm of the principal for the day. He is supposed to be with the cadets round the clock from reveille to the lights off time to see for himself the overall discipline of the cadets at all points For this, no body can cross the limit and take law in his own hands. All the members of the teaching staff are to act as duty masters on the basis of a roster and as a result every teacher has the scope at least once in twenty-five days to observe very closely and intimately how the daily schedule is carried out. On the cadets' side, the duty master is assisted by the duty cadet who is appointed on daily basis to keep on time, maintain liaison between the duty master and the prefects in the one hand and the prefects and cadets on the other.

Mental Health

D A K Dewari, M. A.
Associate Professor

The term "Health" is well known to all of us and generally it refers to our "Physical health". But how many of us are aware of our "Mental health"? Like our physical health the mental health plays an important role in our life also. We cann't be happy in our life unless we possess sound physical health. So is the case with our mentel health. We cann't have mental peace if our mental health is not sound and well adjusted to all fields of human relationship.

Now the question arises – what is "Mental health"? It means an ideal that is to be achieved and cultivated throughout one's life. It also means full and harmonious functioning of the whole personality of a human being. It may further be defined as one's ability and training to adjust to social environment where he is not a misfit. We may say that Mr. A possesses a sound mental health if he is free from mal-adjustments to his manners, thoughts, ideas, actions etc. But it is not permanent. It is volatile. It deals with human welfare.

We are social beings. Our life continually struggles for its successful adjustment to the social environment. This environment consists of various and diversified conditions and situations in which men and women enjoy and suffer. Our aim in life is to lead a peaceful life and for this we have to adjust ourselves to environment both physical and mental following the laid down systems for life and society. If one finds it difficult to harmonize his manners, thoughts, ideals, way of life etc. with

the existing circumstances, we may call him a maladjusted person. He must have mental conflicts. He is mentally sick. His mental health is not sound. He finds faults with every one and quarrels with his friends, parents etc. He forgets the maxim, "If I am good, every thing is good." We know that there is nothing either good or bad, but our thinking makes it so. If we find a learner maladjusted to his school, family, friends and society, corrective measures must be taken in time by the parents and the teachers to cure him of his mental illness and make him a happy member of the family and the society.

Causes of ill health of mind : There may be many causes of mental ill-health. Of them, a few have been mentioned below :—

Firstly, every one of us has some sort of aim in life. One desires to achieve a goal in this short-lived life. Right from the beginning of life if one can follow a right path to materialize his dream, he fortunately avoids self-conflicts. But if one's dream is not fulfilled, he mentally suffers from complexities feeling himself inferior to others. He becomes jealous of others for their successes and achievements. This type of incident may disturb his peace of mind and make him mentally sick. To lead a normal life one follows three kinds of behaviour. They are **compensatory** mechanism, **defence** mechanism and **escape** mechanism. While following these mechanisms, if one does not come across any social conflicts, he is free from maladjustment to life

Compensatory mechanism : An example will make this point clear. We know that every child wants recognition for doing some good works. Suppose, one child is not bright in academics, he may try to excel in music and once he gets his due recognition for his excellent performances in music. This kind of activity avoids conflicts with the existing system of life. But if he would have followed an aggressive pattern of behaviour to compensate his deficiency in studies, he surely would come into clash with our social life and we would call him a maladjusted child.

Defence mechanism : It is very common human factor. Generally, a man or a woman tries to defend himself or herself against any mistake or wrong committed by him or her. One may not accept any argument or reason shown against a wrong deed, a mistaken idea, or a short-coming etc. even it is made very clear with resonable arguments, facts and figures — one will try to bypass it with one's half-truth or false arguments He will never accept his mistakes or feel sorry for doing wrong or having false notion about any matter or incident.

Escape mechanism : It is also a common habit of many of us to apply this mechanism as and when it suits us best. We want in general, to lead an "easy life" shirking responsibility or shifting "baby" to other's shoulder.

Secondly, sometimes one may be in a pretty fix to take decision about a problem. This may be a tormenting question to him. He may lose his mental peace, and gradually he becomes mentally down If he can take a correct decision as per conventions of the family or the society, he overcomes his mental worries and gets rid of all conflicts. But if he fails to choose the right one and takes an unauthorised course of action, thereby he puts himself into more conflicts. He proves himself to be a maladjusted human being.

Thirdly, maladjustments are found among the children of a broken family as they don't get proper guidance, love and care which are very essential for the growth and development of mental health of the children. Too much punishment spoils the children and affects their characters. So is the case with too much indulgence. Bad companions, lack of proper education about sex financial inabilities of the parents to meet up the children's basic requirements and at times unreasonable demands, lack of moral values and appreciation for honest and sincere deeds, temporary lawlessness, materialistic attitudes to life and unjustified competi-

tions among the relatives, colleagues, friends, neighbours etc. may be some of the main causes to ill-health of a person's mind.

Lastly, every one of us has some basic wants in life. One's mental health depends on how much fulfilment he has had for his demands. These wants may be of different types, such as— natural, physical, mental, social, financial etc. One has to follow socially accepted system to acquire his requirements. If the case is otherwise, he will come into conflicts with life, he will feel disturbed mentally and as a result he emerges as a social misfit. Success makes a man happy but repeated failures make a man very unhappy and ultimately he may become a maladjusted member of the family as all as of the society.

Signs of Mental Sickness : Now let us look for the signs of one's mental maladjustment in life. Feeling of too much jealousy, hatred, haughtiness, utter disrespect to parents, friends and seniors, social laws and order, habit of telling lies and stealing, false vanity, suffering from either superiority or inferiority complex, finding faults with others, perversion in sexuality, blind support to any idea, lack of ability to take a prompt decision about any matter, too much dependence on others, slow progress in studies and minds, always feeling of disappoinment, loneliness, escaping from responsibilities, very much disorganised in personal and social life, cowardice and suffering from nerves, fanaticism, going for unhealthy competitions in any area of activities, selfishness, self-complacence, greediness, dishonesty, meanness and above all going mad may be mentioned as signs of mentally sick persons

Remedies to Mental Sickness :

1. Each person's feelings and emotions are private to himself. So emotional security should be provided for each individual. This security one can have only when there is favourable relationship with the people around him. Every one should be loved and respected as an individual. Every one needs love and care. Rain or shine, everybody must be loved.

2. On the part of the parents and teachers there must be sympathy, courtesy, patience, kindness, encouragement and an

interest in each individual child or student. Knowledge of cultural and family background, social attitudes, religious belief etc is essential to assess one's deep mental background correctly.

3. When the penalties will be imposed, they should as far as possible suit the offences. Punishment and reward should go side by side. According to situations and need, punishment should be inflicted on the children as well as they should be rewarded. This will definitely help one's mental growth favourably.

4. We must understand each other— whether a child or a student or a person. Unless we can understand each other's feelings, emotion, likings, dislikings, how can we be happy? To have a real understanding of a child or a student or a man, we must study him, notice his movements, listen to him attentively etc. It is very important to know how one feels about things around him. This kind of understanding will remove the causes of maladjustment or one's mental sickness to a great extent

5. Every one needs achievements in life. When one can have success in what he undertakes, only then he can develop self-confidence. Only self-confidence can take one to further successes and remove from his mind jealousy, meanness hatred etc. Success can make one happy in life, and hard working for more achievements.

6. Active participation in social and cultural activities, games and sports, travellings, good food, good physical health, significant environment, social values, healthy company, proper schooling or education, good family condition, financial security etc. can also build up one's good and sound background for a sound mental health.

Conclusion : For peaceful and prosperous life in all spheres of activities - be it personal, social or national— it is a pre-condition for every man and woman that the person should possess sound and balanced mental health. So, all of us should try to grow ourselves into mentally sound and balanced citizens of the country and thus have happiness and prosperity in life.

— —

Inter Cadet College Sports Meet

Ebaruddin Ahmed
Assistant Professor

Inter Cadet College Sports Meet (ICCSM), in its present form, is a training as well as a testing event for the Cadets of all the Cadet Colleges of Bangladesh. The Cadet Colleges pursue a broad-based educational programme for the training of mind, body and intellect in order to help the young Cadets grow up as balanced and integrated personalities The Cadet Colleges give more emphasis on personality traits, i. e. character-building. The class room teaching alone is not enough to cater to the objects and ideals which the Cadet Colleges strive hard to attain. These institutions are wedded to attain the total growth of a Cadet who will be physically fit, mentally sound, emotionally balanced and intellectually well illuminated. It is for these aims in view, games and sports are incorporated as an integral part of the Cadet College education programme. Inter Cadet College Sports Meet is an attempt at attaining these aims and objectives.

The introduction of ICCSM is an epoch-making event in the history of Bangladesh Cadet Colleges as the necessity of such a Meet as a supplement to the total programme of Cadet College education was long overdue. The importance of such a Meet among the sister Cadet Colleges was first realised by President Ziaur Rahman, B U., psc, the then Chairman Governing Bodies, Bangladesh Cadet Colleges and henceforth various competitions among all the Cadet Colleges were held separately in all the Cadet Colleges from time to time At the same time, holding of Inter Cadet College Games and Sports Meet in an organised and co ordinated way was ardently felt and the premises of a particular Cadet College were considered to be the most convenient venue of holding such a Meet, comprising Football,

Volley, Basket, Hockey, Cricket and Athletics. The Bangladesh Cadet Colleges are grateful to Lt. General H M Ershad ndc, psc, ex-Chairman, Governing Bodies, Bangladesh Cadet Colleges, for giving all his blessings for holding such a Meet annually in a befitting way Brig. Moinul Hussain Choudhury, present Chairman, Governing Bodies, Bangladesh Cadet Colleges, is taking all the care and interest so that ICCSM can guard itself against any possible pitfall and have smooth sailing with its avowed aims and objectives.

On the eve of ICCSM the premises of the host College put on the fascinating look of a mini olympic village. The first ever Inter Cadet College Sports Meet with the nomenclature ICCSM was held in January, '78 on the enhanting expenses of Faujdarhat Cadet College. The Second Meet, '79 was held on the green premises of Jhenidah Cadet College. Momenshahi Cadet College hosted the third ICCSM, in January, 1980 on its panoramic play-grounds. It has now been the convention of holding the Meet in all the Cadet Colleges by rotation.

ICCSM was introduced to achieve the following aims and objectives :—

a) ICCSM will open up a rare opportunity before the young Cadets to participate in a sphere of activities where a high standard of efficiency and skill has to be cultivated

b) It will help them develop a keen sense of fair competition and through keen competitions the Cadets are expected to attain a real high standard in their performance.

c) It will inculcate in them the spirit of co-operation, fellow-feeling and a profound sense of discipline.

d) The Cadets will be immensely benefited in learning the basic norms of corporate living, dictates of obedience and virtues of tolerance.

e) It will help them learn to accept set-backs with broadness of heart and remain modest in victory.

f) It will also enable them to learn to recognise the rights of others and rightly lose a game rather than wrongly win it.

g) It will also provide them a tough physical training and help them build a sound body with a sound mind and ultimately direct them towards greater glory in life.

h) It will offer the Cadets a good chance to meet Cadets from sister institutions and thereby know each other closely through exchange of ideas.

i) It will greatly help the Cadets attain leadership qualities to shoulder bigger responsibilities in life as it is said that many a great leader has emerged from the play-fields.

j) ICCSM will also provide a scope to the members of teaching staff as In-charges of various games and sports to visit other Colleges to know each other well. This mutual understanding will ultimately lead to the betterment of the whole system of Cadet Colleges education.

k) Each College will put in intensive and sustained efforts to raise better teams for better performance and in consequence it will raise the overall standard of Cadet College games and sports,

l) Finally, this annual ICCSM will foster hilarity and bring about proximity and uniformity in standard among all the Cadet Colleges.

Now, let us have a close look at the past three Inter Cadet College Meets. The results are quite interesting and illuminating as well. The first ICCSM–78 was held at Faujdarhat Cadet College. Here Jhenidah Cadet College (33) emerged overall champion followed by Faujdarhat Cadet College (27), Rajshahi Cadet College (26) and Momenshahi Cadet College (20). The second ICCSM, 79 was held at Jhenidah Cadet College. Here Faujdarhat Cadet College (34) became overall champion followed by Momenshahi Cadet College (25), Jhenidah Cadet College (24·5) and Rajshahi Cadet College 22·5). The third ICCSM, 80 was held at Momenshahi. Here Jhenidah Cadet College (35) became overall champion followed by Faujdarhat

Cadet College (29) Rajshahi Cadet College (22) and Momenshahi Cadet College (20). (The bracketed figures indicate weighted points)

In the first Meet 78, the competitions were keen, no doubt, but in some cases there were perceptible differeces in performance among the participating Colleges. There were no joint champions or runners up in any game. On the other hand, the second ICCSM tells a different story. The competitions were not only keen, the results were very close. Let us analyse the case of Basketball. Here Jhenidah Cadet College became champion and Faujdarhat Cadet College finished second ; but in the encounter between the two JCC defeated FCC by a margin of one (1) basket only. In the tussle between FCC and MCC, the former beat the latter by an identical margin of one (1) basket. In the match between JCC and RCC, the former, the champion could beat RCC by a slender margin of three (3) baskets only. In Hockey RCC had a slight edge over the rest and became champion ; but in case of runners up, there were two— FCC and MCC. The most interesting picture emerged in football. Here all the four Cadet Colleges became joint - champions. Again, in Volleyball MCC lifted the championship trophy ; but FCC and RCC had the honour of becoming the joint — runners up. In athletics too, there was no marked difference among the participating athletes. Here, FCC emerged overall champion and JCC runners up ; but FCC had a fragile lead over JCC, RCC and MCC were not lagging far behind.

In the third ICCSM only the final matches were played at Momenshahi, with exception to Athletics. It was third January, 80, Jhenidah Cadet College met Rajshahi Cadet College in the final of volleyball. Jhenidah lost to Rajshahi in two straight sets, (9—15) and (5—15), There was not much qualitative difference between the two teams ; but when the points were equal at 9 - 9 in ihe first set, Abdul Bari the best smasher of Jhenidah Cadet College sustained an injury and could not give his best. In the afternoon football final between Jhenidah and Faujdarhat was played. To start with Faujdar hat boys played better. They lost a good number of scoring chances,

including a penalty. The original time of 60 minutes ended without any score. Then came the tie-breaker. Here, too, the score was (3 – 3). Then in the sudden death penalty Faujdarhat missed the first one while Anis of Jhenidah Cadet College scored the match winner. Throughout the whole proceeding Niaz Mohammad (Capt) was outstanding under the bar. He not only saved the penalty but foiled many scoring chances of Faujdarhat. He caught the eyes of the spectators by some brilliant and spectacular saves and in recognition of his performance he was adjudged the best footballer of the ICCSM The Basketball final was played between Faujdarhat Cadet College (36) and Momenshahi Cadet College (43). The match was not only thrilling but also a grim tussle between the two. Momenshahi shot into the lead right from the begining. Only at one stage Faujdarhat could draw level at (15 – 15) otherwise, Momenshahi maintained a slender lead over Faujdarhat all through. Mozaddid of Faujdarhat was the highest scorer while Zia of Momenshahi played extremely well. In Hockey Jhenidah Cadet College took on Rajshahi Cadet College The ground was uneven Both the teams had problems — and were trying desperately to score against each other but the first half was barren— neither side could score. It was in the fag end of the second half RCC scored a solitary goal and that decided the fate of the match. The all-important goal was scored by Imroz of RCC, and Asfaq of JCC was outstanding in defence In cricket FCC won the toss and elected to bat. They scored 103 for 7 while JCC were all out for only 33 while 29 overs were sent down. FCC had an edge over JCC. In athletics JCC became champion followed by FCC, MCC and RCC. It is interesting that JCC (175½) had a lead over FCC (172) by 3½ points only. It was only Ghazi Abu Taher of JCC who made all the difference.

In all the encounters the teams were fighting neck and neck. Fortune was fluctuating in quick succession. In most cases, the results were anybody's guess-nothing could be predicated before hand. All this speaks of the fact that the teams were equally matched. No team was ever outplayed or outclassed by another It was the positive

outcome of ICCSM. The standard was excellent. Certain moves of some players were treats to the witnessing eyes and will be remembered over the years. Days are not far off when we will find a good number of ex-Cadets representing the national teams in different national and international encounters The introduction of ICCSM is a right step at the right time. To start with it posed certain administrative and organisational problems. The problems are not unsurmountable and they are being well attended to. The ICCSM is going to be still broad based and wider with the inclusion of Rangpur and Sylhet Cadet Colleges in the fixture. It will bring the number of participating Cadet Colleges to six (6). We are still to attain all the objectives and ideals the ICCSM stands for ; but we are close to achieving those good values and will be achieved in the not too distant future.

——

ICCLM— The Emblem Of Cadet College Co-Curricular Activities

Gazi Abdulla-hel-Baqui
Lecturer in English

The Inter Cadet College Literary Meet owes its origin to the prolific ideas of Lt. Gen. Ziaur Rahman, BU psc the then Chairman, Governing Bodies, Bangladesh Cadet Colleges. The first such Meet was held in the picturesque premises of Momenshahi Cadet College in August 1974.

The ICCLM is held with a lot of aims and objectives in view. The Cadets in residential institutions where the opportunities are ample are free to mould their mind, personality and character. The ICCLM provides a definite way through which the creative and latent faculties of the Cadets are exercised and properly cultivated through debate, recitation and speech. Here, interest is not at all superficial, but very deep. It does not only nourish and improve the quality of inner life of a Cadet, but it meterially influences his daily life as well. The Cadets are able to derive a remarkable degree of delight from their participation in the ICCLM.

The ICCLM implies an elaborate programme and competitions on four different items, such as— quirat, recitation, debate and impromptu speech. Of the four, debate and impromptu speech are of identical nature. Quirat and recitation are also of the same identity. To cultivate them almost same sorts of skills, abilities and practices are needed.

Through debate and impromptu speech the Cadets learn a surprising amount of varied information about life and objects. The participating Cadets make correct approaches towards the subject

matters and accumulate knowledge. Through arguments and logical reasonings the Cadets clear their vision and broaden their outlook. It has another and more notable attribute that has a far-reaching effect. The Cadets, through the proper cultivation of this, try to stand out and oppose all dogmatic creeds, social prejudices and superstitious beliefs and drive home all the points and ideas throughout in the light of rational and logical understanding.

To acquire skill and to come out successful in an impromptu speech competition one needs ready wit. This sort of intelligence may not be possessed by every human being. As the topics of the speech are quite ready-made, the ready wit of the students can help them to become stage-free. Besides, the Cadets acquire wit and humour that are essential elements to keep the audience attentive to the speaker's outpourings. These two aspects heighten the effect of mode and manner of impressive delivery. Above all, language is a great factor as well as a medium. Without rich vocabulary and correct application of words a speaker can never bring appreciable results. Therefore, through continuous practice the Cadets discover the semantic behaviour of language, be it of English or of Bengali, and may enrich the store of their vocabulary.

The next important thing for the Cadets is to master the art of presentation. Lord Morley said, "Three things matter in a speech— who says it, how he says it and what he says— and, of the three, the last matters the least, and the second the most." So good delivery with eloquence can facilitate an easy commuuication between the speaker and the audience.

A good debator is a good speaker and a good speaker can turn to be a good orator. And oratory is an art. It can be said to be the message of human personality. Hence, our Cadets who take preparation to participate in ICCLM competitions are able to develop their talent for public speaking. In this field of training the Cadets are expected to build up their personality and acquire self-confidence and a sense of determination.

Thus debate and speech teach the Cadets to 'stand up, speak up and shut up!' In preparing for ICCLM the Cadets learn how to present, through debate and speech, a wealthy of useful meterial and ideas clearly, concisely and forcefully, with required poise and gestures. The Cadets learn how to reinforce his words and ideas through gestures, dramatic modulation of voice and the pitch of tone. Their power of expression is also improved.

Recitation is the delivery of poetic stanzas. The good reciters from different Cadet Colleges, with pleasing voice and right bent of mind, generally take part in this recitation competition. Some verses from the holy Quaran and both Bengali and English poems are selected for this competition. In reciting the Quaranic verses and the poems the Cadets are aware of melody, diction intonation, pronunciation and music.

An act of good recitation offers immense delight, appeals to emotions and stire the imagination and creative potentialities of the Cadets. A good sonorous voice of a particular reciter reciting 'in full-throated ease', touches the hearts of the audiences. The cultivation of the Quaranic verses can arouse a feeling of love for the religion and inspire the Cadets to develop a sense of alienation from all wicked designs, mortal sins and dishonest practices. Thus the recitation of the Quaran refreshes their souls with the beauty and perfume of virtues.

Poetry is said to be the most important element that 'is the first and last of all knowledge; it is as immortal as the heart of man.' Poetry is the oldest of all the subjects. The cultivation of poetry through recitation is undoubtedly good as it silently acts within the invisible nature of man. The function of poetry is also to mould the mind of man. Besides it is more important to love, read and recite poetry than to define it We are not supposed to define a flower or a fullmoon— as she magestically rises in the evening and casts throughout the night her soothing beam across the world below; rather we are to enjoy it.

Now it is quite obvious that the recitation of poems can make the Cadets continue the culture of their mind. This act of recitation is again the source of infinite pleasure to the Cadets. The formative influence of a poem may assert the growth of a Cadet.

Recitation gives delight and joy through rhythm, harmony and melody ; and beauty is its very breath of life. So the cultivation of poetry and the Quaranic verses stimulates the imagination of the Cadets and widens their spiritual horizon. Though recitation, for the time being, lifts the Cadets from dull monotonous environment, but its very effect is permanent in their lives.

In such a way the ICCLM makes arrangement to give the Cadets zest to life and drives them to action with an amount of renewed fertilizing energies. The holding of such a Meet provides an opportunity for the Cadets to sharpen their latent faculties and to improve their souls, being assembled in a common platform. So the ICCLM helps the Cadets attain greater satisfaction and success in their professional and corporate activities. The Meet also paves the way for a healthy friendship, among the participating Cadets, that enriches their personality.

It is also true that the ICCLM promotes the healthiest of understandings among the Cadets from different Cadet Colleges and widens their outlook. Above all, the ICCLM helps build a literary tradition of its own, and the Cadet Colleges in Bangladesh are the fields in which the monument of that tradition is in the making.

——

Skylab : A Mysterious Terror

Kazi Mohd Shahjahan
Cadet – 632, Class XII

More or less all the people of all over the world were thrown into an uncertain terror by the Skylab. Many of us thought it to be a curse for whole mankind. It is not unlikely that people condemned its creators. But we do not know that what contribution it has got towards the development of modern science.

Skylab, the first space laboratory was launched in 1973. It weighs 85 tons. This space station is as big as a small three-bed-roomed house. It orbitted the earth once every 93 minutes.

Skylab was the largest space craft ever launched, 25 meters long, 6·5 meters wide at its widest point and with a habitable interior of 322 cubic meters of its large size it could be outfitted with more and larger equipment than any earlier single space craft. With its lavishly instrumented laboratories it was the most modern research centre in the sky. Living quarters for crews included separate, private sleeping compartment for each of three men, a kitchen for food preparation and dining room, sanitary facilities, including a shower as closely patterned after modern earth facilities and recreational section with a small library, games and recorded music and play back equipment.

The three Skylab astronauts set successive space endurance records, living in space for 28 days, 59 days and 84 days. Together they spent 171 days, 13 hours, 15 minutes and 19 seconds in space which is a total of 12,351 man-hours. Skylab was the first space craft in aeronautical history to be occupied successively by three crews during flight.

The nine Skylab astronauts performed a total of ten space-walks outside Skylab. Each of the three crews travelled more Kilometers than any human had ever travelled by any means of transportation before. The last crew alone travelled 55·2 million kilometers and all three together travelled about 115 million kilometers

The experiences, knowledge and skills gained through project Skylab — particularly in electronics, earth sciences, solar physics, medicine and biology are expected to help the United States maintain its present leadership position.

Scientists now have in their possession nearly 300,000 Skylab photographs of the sun, several thousands of pictures of the comet "KOHOUTEK." Some of them were taken by astronauts during their stay in Skylab. They brought 40,000 pictures of the earth and 67,000 meters of magnetic tape containing earth observation data. The scientists also collected hundreds of blood samples and other biological specimens.

The earth observation showing previously unknown vegetation pattern and forestry and agricultural features, geological formation and mineral prospecting, facts about the water cycle required for forecasting floods, droughts, helped raising living standard worth many times the cost of project — Skylab,

The new knowledge acquired by Skylab helps the scientists to gain explanation of the numerous, still poorly understood, influences the sun exerts on weather and other earth conditions which profoundly affect life.

Skylab pictures are being used by principal investigators in eighteen nations to explore natural resources, including seeking out promising areas for mineral prospecting, planning land use, analysing agricultural and forest growth and filling in details until now unknown on maps of remote regions.

These are all about Skylab and its contributions. Now let us see how it was destroyed.

This giant space craft disintegrated into thousands of pieces on the 12th midnight of July, 1979.

The most modern laboratory crashed down due to lack of interest of the American Congress. The Congress did not sanction necessary amount of money required for the Skylab.

Skylab was launched with a longivity for ten years. But unfortunately its longivity was shortened due to deterioration of its body caused by the explosion in the sun.

It was uncertain where and when it would actually fall down. NASA maintained that no one in the world needed to be worried about this. Almost 500 pieces of Skylab were expected to survive the fiery during their re-entry into the air.

Skylab began to disintegrate at 12-10 p. m. EDT (1610 GMT) on the 11th July as it made a fiery descent through earth's atmosphere, plunging towards the Atlantic, or Indian Ocean.

As it came within the range of the radar tracking station at Ascension island south of the Equator in the Atlantic, the officials announced that its wind-mill like solar panels were breaking away. The final break up came down before the earlier predicted fall.

Skylab crashed with its wreakage reaching up to several hundred miles west to Australia.

Earlier predictions indicated that some of the 50,000 pounds of debris would hit the United States and Canada.

One of the biggest pieces of Skylab weighing more than 5,000 pounds crashed in the ocean nearest to Australia. The smallest pieces such as the wind-mill shaped solar panels which tore-off as Skylab fell through the earth's atmosphere, trailes across the southern region of Indian ocean.

About 1,000 pieces from the space craft were believed to have crossed Australia after it disintegrated and plunged into the Indian ocean. The debris crossed the Australian coast at Bremer

Bay between the fishing town at Albomy and Esperance and then headed about another 180 miles north east-towards Balladonia before gradually fizzing out.

It is worth mentioning here that there were no serious damages caused by Skylab.

A new generation may be dependent for its well-being or even its survival on space technology, particularly on the use of epace observations for the management of food growth and distribution.

To such a generation of earth dwellers, the pioneering work may appear as important as was Columbus' voyage to find a shorter route between Europe and India.

(Ideas in the article are based on the features published in 'The Daily Ittefaq' and 'The Bangladesh Observer'.)

——

The Inter Cadet College Sports Meet (ICCSM)

Borhan uddin Khan
Cadet – 669, Class XII

The introduction of Inter Cadet College Sports Meet is really a landmark in the annals of Bangladesh Cadet Colleges, as the necessity of such a Meet as an addition to the total programme of Cadet College education, can hardly be over emphasised. The Cadets of all the Cadet Colleges bore a long-felt want of holding such a sports Meet in an organised way and the premises of a particular Cadet College was thought to be the most convenient place for translating their desire into reality.

In this context we take the opportunity of extending our heartiest gratitude to Lt Gen H M Ershad, the Ex-Chairman of Governing Bodies, Bangladesh Cadet Colleges, who took positive efforts so that various matches can be held in a particular Cadet College every year in a befitting manner and in an organised way.

This is perhaps the most significant occasion for the aspiring Cadets to give an excellent account of themselves and display their heartiest sense of endurance, skill, strength and stamina which they have acquired through strenuous and spirited training from their Alma Mater.

The first ever Inter Cadet College Sports Meet under the nomenclature of "ICCSM" was held in January, 1978 in Faujdarhat Cadet College and it was found that the sportsmen and athletes of all the four Cadet Colleges embarked in the sports arena of Faujdarhat Cadet College with an exhilarating motto of being magnanimous in victory and indefatigable in defeat.

The various games which were played in Inter Cadet College Sports Meet are given below :—

1. Football
2. Basketball
3. Hockey
4. Volleyball
5. Cricket
6. Athletics

The total Athletic items were 18 in number. The events are as follows :—

Consolidated list of events

Track events

1. 100m Sprint
2. 200m Sprint
3. 400m Sprint
4. 400m Race
5. 1500m Race
6. 3000m Steeplechase
7. 110m Hurdles
8. 400m Hurdles
9. 4 × 100m Relay
10. 4 × 400m Relay

Field events

1. Broad Jump
2. Hop-Step & Jump
3. High Jump
4. Discuss Throw
5. Shot put
6. Hammer Throw
7. Javelin Throw
8. Pole Vault

The matches between the Cadet Colleges continued for nearly a fortnight in a very friendly atmosphere and on the final day the ultimate results showed that Jhenidah Cadet College was champion and the host College Faujdarhat was runners up followed by Momenshahi and Rajshahi Cadet Colleges respectively.

It was formally decided that the Meet will be held in all the Cadet Colleges by rotation. So, in 1979 it was Jhenidah Cadet College's turn to hold the Meet. The matches between the Cadet Colleges lasted for nearly a fortnight. The College was beautifully decorated in a jubilant atomsphere. Eventually Faujdarhat Cadet College came out champion while Momenshahi Cadet College was

runners up followed by the host College and Rajshahi Cadet College respectively.

After the second "ICCSM" the co-ordinators of the Meet thought to hold various matches on round robin basis and preliminary matches were held before the final "ICCSM". Ultimately the Colleges occupying the third and fourth places were eliminated from the final "ICCSM". Only the champion and runners up teams were elegible to participate in the final round. This system was introduced to shorten the time period. In this context I take the opportunity of informing you of the reason why the time period is made shortened. The vital reason is, in the next 'ICCSM" the two new sister Cadet Colleges Sylhet and Rangpur will take part in this Meet. So, the time period has to be made shortened.

In the qualifying round Jhenidah Cadet College did very well and was qualified to play Football, Cricket, Hockey and Volleyball in the final round with Faujdarhat Cadet College that was also qualified to play Football, Cricket and Basketball. Rajshahi Cadet College was qualified to play Hockey and Volleyball, while Mirzapur Cadet College became runners up in Basketball. The final round started on the 3rd January 1980. The whole Meet was divided into two — during the first half games like Football. Cricket, Hockey, Basketball and Volleyball were played while during the last half Athletic feats were shown. On the final day the Score Board showed that Jhenidah Cadet College has won the President Shield that they lost in 1979.

Now let us have a glance over the results of different Colleges achieved so far :—

1978

Game	Ist	2nd	3rd	4th
Football	RCC	JCC	FCC	MCC
Basketball	JCC	FCC	MCC	RCC

Game	1st	2nd	3rd	4th
Volleyball	MCC	JCC	RCC	FCC
Cricket	FCC	MCC	RCC	JCC
Hockey	RCC	JCC	FCC	MCC
Athletics	JCC	FCC	RCC	MCC
Overall result :	JCC	FCC	MCC	RCC

1979

Game	1st	2nd	3rd	4th
Football	JCC/FCC/MCC/RCC	—	—	—
Basketball	JCC	FCC	MCC	RCC
Volleyball	MCC	RCC/FCC	—	JCC
Cricket	FCC	MCC	JCC	RCC
Hockey	RCC	RCC/MCC	—	JCC
Athletics	FCC	JCC	RCC	MCC
Overall result :	FCC	MCC	JCC	MCC

1980

Game	1st	2nd	3rd	4th
Football	JCC	FCC	MCC/RCC	—
Basketball	MCC	FCC	JCC/RCC	—
Volleyball	RCC	JCC	FCC/MCC	—
Cricket	FCC	JCC	MCC/RCC	—
Hockey	RCC	JCC	FCC/MCC	—
Athletics	JCC	FCC	MCC	RCC
Overall result :	JCC	FCC	RCC	MCC

For the encouragement of the young players and for the improvement of games the best players were nicely awarded. The names of the special prize winners who displayed their active spirits in the fields are given below :—

Games	Year	Name	College
Football	1978	Mostafa Sharif Hassan	JCC
"	1979	Ahmed Naimul Arefin	MCC
"	1980	Md Niaz Mohammad	JCC
Basketball	1978	Alamgir Khan	MCC
"	1979	Md Fazle Iqbal	FCC
"	1980	Md Ziaul Haq	MCC
Volleyball	1978	Masudur Rahman	MCC
"	1979	Iqbal Atiqur Rrhman	MCC
"	1980	Farooque Hassan	RCC
Hockey	1978	Chow. Abul Hasnat	RCC
"	1979	Imroj Ahmed	RCC
"	1980	Imroj Ahmed	RCC
Cricket	1978	Bat. Sayful Alam	RCC
		Bow. Alamgir	FCC
"	1979	Bat. Rezaul Islam	JCC
		Bow. Mirza Ezazur Rahman	FCC
"	1980	Bat. Mirza Ezazur Rahman	FCC
		Bow. Mirza Ezazur Rahman	FCC

The Inter Cadet College Sports Meet should not only be competitive but also comlementary as it will bring the sister Cadet Colleges closer and foster fraternal relation and understanding. It will offer the Cadets opportunities to display desirable social characteristics such as — the sense of fortitude, fair play, team work and endurance for the sake of brotherhood and for the improvement of games

It is sincerely expected that all participating Cadet athletes and sportsmen should meet in an atmosphere of mutual understanding and friendliness displaying such an excellent standard that will ultimately help build up a brilliant tradition in sports.

——

A thougt on life

Mahbub Alam Siddiqui
Cadet—706, Class XI

Life is a long sentence
Full of punctuation.
It is like a calendar
Full of calculation.

Life is an exclamation
A fast moving mail train,
Life is recreating the world
With its indomitable brain.

Birth is the initial letter
And death the full stop,
How can we know about
The riddles and the gap?

Lie and Truth

Golam Wadud
Cadet—813, Class IX

Telling lie is a great sin.
Speaking truth is very fine.
If you tell a single lie,
For that even one may die.
If truth is always spoken by you,
People will have a nice view.
The liar can never prosper.
They are hated by all for ever.
Our Prophet never told a lie,
He spoke the truth till he did die.
So let us always speak the truth,
And let not lie come to our mouth.

Question of a child

Nazrul Islam
Cadet—791, Class IX

Mother ! Mother ! where is my father ?
Days are on but why don't you bother ?
Once who kissed and loved me so much,
I've never seen a person such.
None would know as he would die
Choosing graveyard and closing eye.
Why did he go and make himself hide
He would not come back and sit beside.
Eating food or anything I need
Should I get corn without a seed ?
He had gone but should I ever find ?
Memory of death echoes in my mind
Mother ! tell me where is my father
Where's he gone ? Is he gone for ever ?

The Spring

A. K.M. Mohiuddin
Cadet No— 843, Class VIII

Oh my dear spring !
Of all seasons you are the king.
In the world when you came,
We all give you hearty welcome.
We hear the sweet note of cuckoo,
Besides, you look very beautiful too.
In the spring many flowers bloom,
The bright sunlight also devours all the gloom
In the sky of the spring,
Many clouds are on the wing.

The Night

Quamrul Hassan
Cadet No— 733

How beautiful is the twinkling star !
Very charming to see they are,
The crickets are droning,
The bats are flying,
Now Whatever I see,
Seems very dear to me.
The moon is shining
And the green grass is smiling,
The silver colour flashes Nature's face,
Now it seems Nature wears a new dress.
The southern breeze blows,
The sweet fragrance it carries,
I sit under the blue canopy of the sky,
Enjoying all these and leave a deep sigh.

One, two, three

Md Khademul Insan
Cadet No— 794, Class X

One, — two, — three
I climbed upon a tree,
Three, four, five
I cut a mango with a knife ;
Six, seven, eight,
I fall down straight,
Eight, nine, ten
I got some pain.

An Old Tree

Waisuzzaman
Cadet No – 799

I am just like a doll—
Once loved, now hated by all.
My leaves are falling down,
Which once formed my crown.
I have many a scar mark.
On my body and bark.
I stand on you being of no use,
Dear earth ! grant me excuse.
Now I can give you no view,
Oh God ! give me life anew.

A Wicked boy

Md. Nurul Islam
Cadet No— 829, Class

Once I knew a wicked boy.
Who liked only fighting and joy
He always quarrelled with others.
And obeyed neither parents nor brothers.
Once he had been to a fair,
Having no purpose to be there.
There also went his friends like Jim.
But none in the fair behaved like him.
Then he went home with a changed mood.
To be obedient, quiet and good.

Notes On Societies

Mr D A K Dewari
Overall in-charge of Societies

With regular academic activities the Cadets of Jhenidah Cadet College pursue various hobbies, which are known here as Societies, in accordance with their individual taste, temperament and latent faculties. The young members of Societies meet on every Saturday afternoon and learn so many things under the active guidance and supervision of their respective officers-in-charge. Thus they enrich the store of their practical knowledge on various subjects. Each Cadet is graded for his performance and this is communicated to his guardian through Term Reports. All the Societies hold colourful exhibitions every year and receive thanks and inspiration from the spectators and the best exhibits are rewarded.

Current Affairs Society

Mr Ebaruddin Ahmed
Officer in charge

The Current Affairs Society has aroused great enthusiasm among its members. There are, at the moment, thirty one (31) Cadets in this Society. The society tries to keep its members well informed of the important and epoch — making events of the world. They have developed a real love for and interest in Current affairs.

There are three groups with about ten (10) Cadets in each group the Junior, the Intermediate and the Senior dealing with events of national, Asian and International importance respectively. The Society has been helping stage Current Affairs Display (CAD) at least once in a term by guiding its participants through selection of topics, necessary editing and finally by holding rehearsals. The Society also feeds the two College fortnightlies, the College Alekhya and the College Chronicle, with current news and views. The Society also looks after the furnishing and maintenance of the newly raised Information Room It is worth mentioning in this connection that the members of this Society in particular have been doing excellent in the General Knowledge tests held from time to time

Chemistry Society

Mr Syed Abdul Khaleque
Officer-in-charge

The aim of this society is to acquaint the boys with the modern ideas of chemical preparations and many items of industrial importance. The boys are also imparted training on preparing scientific funs. They, here, get chances to study and verify the laws and fundamental principles of chemistry which are not included in their theoretical syllabus

This is one of the old Societies of this College. During the last few years, many boys joined this society and participated in the society Exhibitions of the College. They were able to attract many visitors. They showed in the display how a ball jumps, how smokes come out from an empty bottle etc. They also prepared soap (both laundry and toilet), shampoo, ink, shoe polish, cream etc.

In fine, the society is trying to create some tiny chemists who may shine in future.

Arts And Crafts Society

Mr Kamal Mohammad
Officer-in-charge

Arts and Crafts may aptly be called the path-breaker of practical learning in student life, because it has got a profound and far reaching impact on the process of building up a personality full of respect for deligence. Its significant role in the field of higher education is known to all and sundry.

And there is no denying the fact that Arts and Crafts Society has been playing this significant role in moulding our Cadets as perfect men. The role of this Society is manifest in the Cadets, their daily activities, classroom learning, their handi-work and in all their constructive activities.

Music Society

Mr Ashraf Ali
Officer in charge

The Music Society, composed of twenty members, is one of the most popular in the College. Under the guidance of Music Teacher, the Cadets have been learning Nazrul Geeti, Tagore, Modern and Folk songs in accordance with the well coordinated programmes chalked out every term. Besides, a few Cadets have been learning classical music. The Society has been holding cultural functions befitting the occasions like, Shaheed Dibash, Independence Day, Victory Day, Nazrul Jayantee and Rabindra Jayantee. Efforts are made to discover new talents from amongst the new intake every year.

Woodwork Society

Mr A K M Nurul Islam
Officer-in-charge

Objectives :—

1. To get the Cadets acquainted with the tools and machines of the workshop.
2. To make them appreciate the practical and manual work needed in making different articles.
3. To help them acquire skills in using machines and making various articles.
4. To motivate them to have correct attitudes towards practical work.

Performances :—

We wanted to achieve these objectives through practical work in the workshop, which is situated to the northern side of the College building. The workshop is equipped with a good number of machines viz. the Lathe machine, the band saw, planner, Jig saw, drilling and turning machines etc. This society attracts a large number of Cadets. On society days it appears as if the Cadets were running a factory. They make tables, racks, book-shelves, hangers, tablelamps, carred animals, small boats, beautiful toys, and flower vases. They also make handsome model of aero-planes, helicopters, cars and vehicles. Besides, the guidance of Mr Nurul Islam and Instructors – M/s Saha Hari Bashar and Shamsul Huq— are always helping the Cadets solve their problems. Work-shop Attendant Madhab Chandra Biswas also helps the Cadets in their acquisition of the arts and craftsmanship.

Field Craft Society

Major Moyeenul Hasan
Officer-in-charge

The field Craft Society is conspicuous for its own characteristics that clearly imply certain fundamenthl training. This training infuses martial spirit into the Cadets and, accordingly, enables them to perfect all their outdoor activities, overcoming physical odds. The Cadets who are genuinely interested in joining the Army are greatly helped by this society. Every member of this society is also able to prove his worth and to give a good account of himself while in the ISSB. This society makes the Cadets believe that they are altogether fit to withstand any hardship, or tribulation that comes in their way when they perform the function of a soldier. Not only this, in the teeth of all adversities, the well trained Cadets find themselves quite optimistic in going ahead.

Band Society

Major Moyeenul Hasan
Officer-in-charge

The Band Society gives the Cadets interest, pleasure and entertainment. The members of this society help build the College Band which is the integral part of the total training programme of the Cadets. This society also serves as a correct and enjoyable medium through which the members and the Junior Cadets develop a sense of musical rhythm and are trained in learning the difference between tunes, beats and sounds. Beating drums and playing flutes are the main features of this training. An instructor from the Army is deputed for a period of the year to train the boys with positive results. The Junior Cadets are also trained by the members from the College Band one of whom acts as the society leader.

Drama Society

Mr A K M Faruque Latif Sinha
Officer-in charge

This Popular Society is marching forward quite confidently keeping up its tradition of the glorious past. Since its inception, the society has so far staged a total of 19 dramas, both Bengali and English.

The main object of this society is to teach the Cadets the art of speaking, helping them improve their standard of acting and create co operative feelings among themselves. The College Drama Society also encourages the Cadets to stage dramas composed by themselves. It can be mentioned here that Tagore's "দুই বিঘা জমি" had been turned by Cadet Saydul Islam (744) into the form of drama and staged by Hunain House.

In "Second Inter House Drama Competition" held in July, 1979, the society organized three dramas, namely "হুজুর কখন মরবেন", "স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা" and "দুই বিঘা জমি" for B. H, K. H respectively.

We hope, in future this society would be able to produce a host of better and greater talents on the stage.

English Literary Society

Mr Gazi Abdulla-hel-Baqui
Officer-in-charge

English Literary Society is one of the most important Society of the College that provides the Cadets having literary bent of minds, with opportunities for being acquainted with the history of English Language and Literature. The enthusiastic members who are enrolled

in this Society find themselves deriving a remarkable degree of delight and enthralling interest in pursuit of literary genre. Not only this, the Cadets who have insatiable thirst for imbibing a good deal of literary value, taste and essence are also introduced to the master minds of world literature through this Society. Since the b·ginning of the term, the Society starts holding its meets according to an exhaustive programme that includes practice in recitation, delivery of speech, correct pronunciation and intonation, play reading, appreciation of literary piece etc. The Society also inspires the creative talents to produce poems, articles, short-stories etc and helps the members to cement their association with the College Chronicle, Form Magazines and the College Annual. Last year the Society took active interest in displaying for the first time its beautiful exhibits which were the objects of wonder and admiration. The English book-selves in the College Library are also the associates of the members of this Society.

Physics Society

Mr A K M Idrish Hossain
Officer-in-charge

It is the eternal queries of all minds to answer 'why' young minds ask more. They want to know more about their surroundings and themselves. Physics Society aims at making the Cadets more curious in solving their problems within limited time and scope. The young Physicists find immense pleasure in making small electric motors, electric bells, steam boats, small turbine, transmitter, transistor receiver and magic toys etc. All of us know very well that these toys cannot be used in our daily life but the knowledge earned thereby help a lot in the long run.

Geography Society

Mr A K M Hasan
Officer-in charge

The purpose of Geography Society is to make the Cadets learn about map-reading, making relief maps, drawing maps and diagrams, landscapes, scales, graphs and other Geographical features and to give them some idea of how human life is influenced and controlled by natural aspects. Sometimes the boys undertake, expeditions to nearby places to study natural vegetation, and to be acquainted with the occupation and habitation of the people. Besides this, the Cadets maintain a forecast chart throughout the year in the College.

In fact, the boys remain busy in society with some creative and fruitful activities. To rouse interest amongst the boys and how to make them know of the agricultural, industrial and cultural activities of mankind in relation to time and places. This keeps the boys to be free from tension and provides recreations and relaxation. As a result they derive pleasure and happiness out of doing some practical works.

Religious Society

Mr Abdul Wasey Salfi
Officer-in charge

Since the inception of the College the need of Religious Society was felt and as such a society was formed so as to inculcate the spirit of religion in the young Cadets. As a matter of fact religion alone can bring sublimation to a nation. At present,

when the young boys are being perverted only because of their lack of knowledge in religion. It is the greatest force to guide the young boys to the correct direction. It is very much encouraging to me that the College has been rendering a great service to the cause of morality in view of this society. Since I have joined the College, I have taken it as an imperative duty to mould the Cadets towards the teaching of the religion based on the Quran and Sunnah. It is very much inspiring that the Cadets have been working very sincerely so as to be acquainted with the spirit of Islam. In fact, this is an important service being rendered to the cause of religion.

——

অবস্টাকল কোর্স

আন্তঃ হাউস অবস্টাকল কোর্স প্রতিযোগিতার
দু'টি দৃশ্য।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও

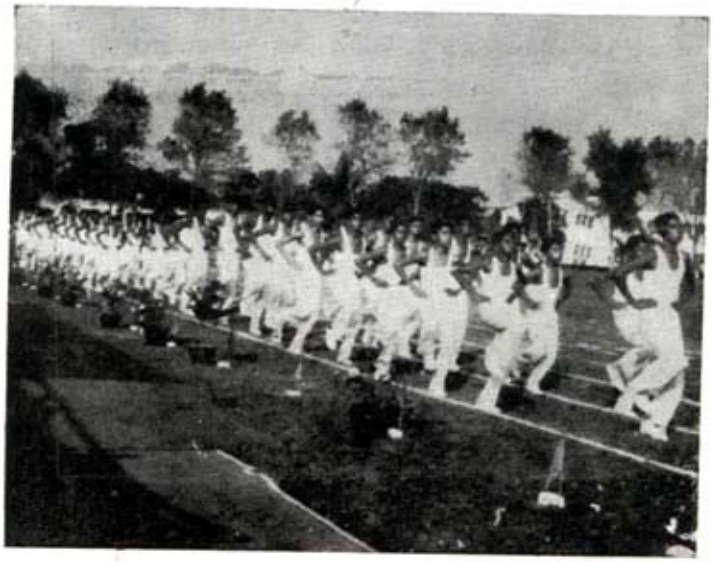

বার্ষিক শরীর চর্চা প্রদর্শনী

প্রতিবন্ধক দৌড়

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান — ১৯৭৯

হাইজাম্প

হোপ স্টেপ এণ্ড জাম্প

অল রাউণ্ডার ক্যাডেট হিসেবে প্রধান অতিথির কাছ থেকে 'কলেজ ব্লু' গ্রহণ করছে ক্যাডেট ইমামুল হুদা।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা — ১৯৭৯

ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষদ্বয় এবং ভলিবল খেলোয়াড়বৃন্দ।

প্রধান অতিথির কাছ থেকে আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 'সার্বিক বিজয়ী'র ট্রফি গ্রহণ করছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ দল।

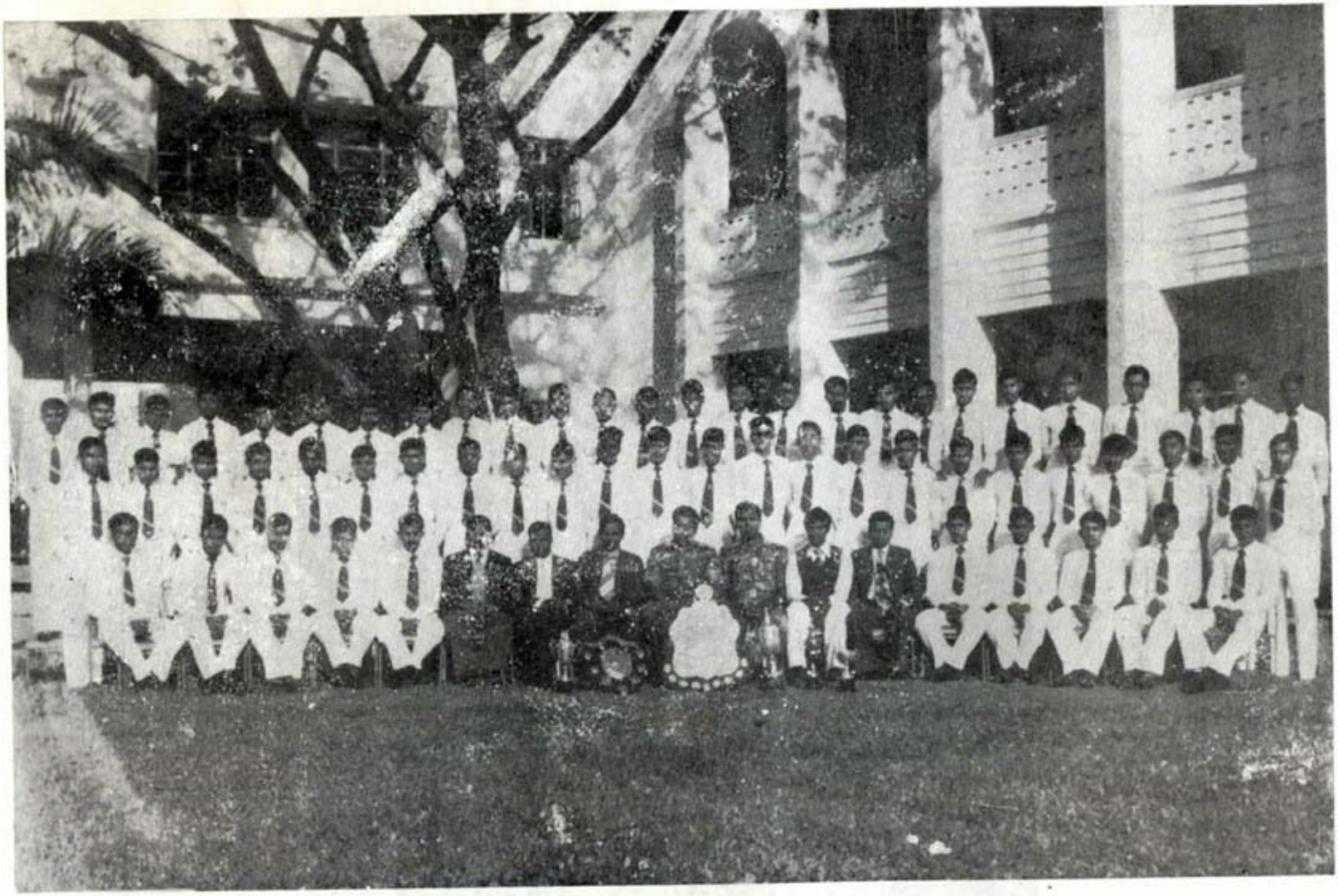

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭১-র চ্যাম্পিয়ন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭৯-এ অংশ গ্রহণকারী আমাদের বাস্কেট বল টিম।

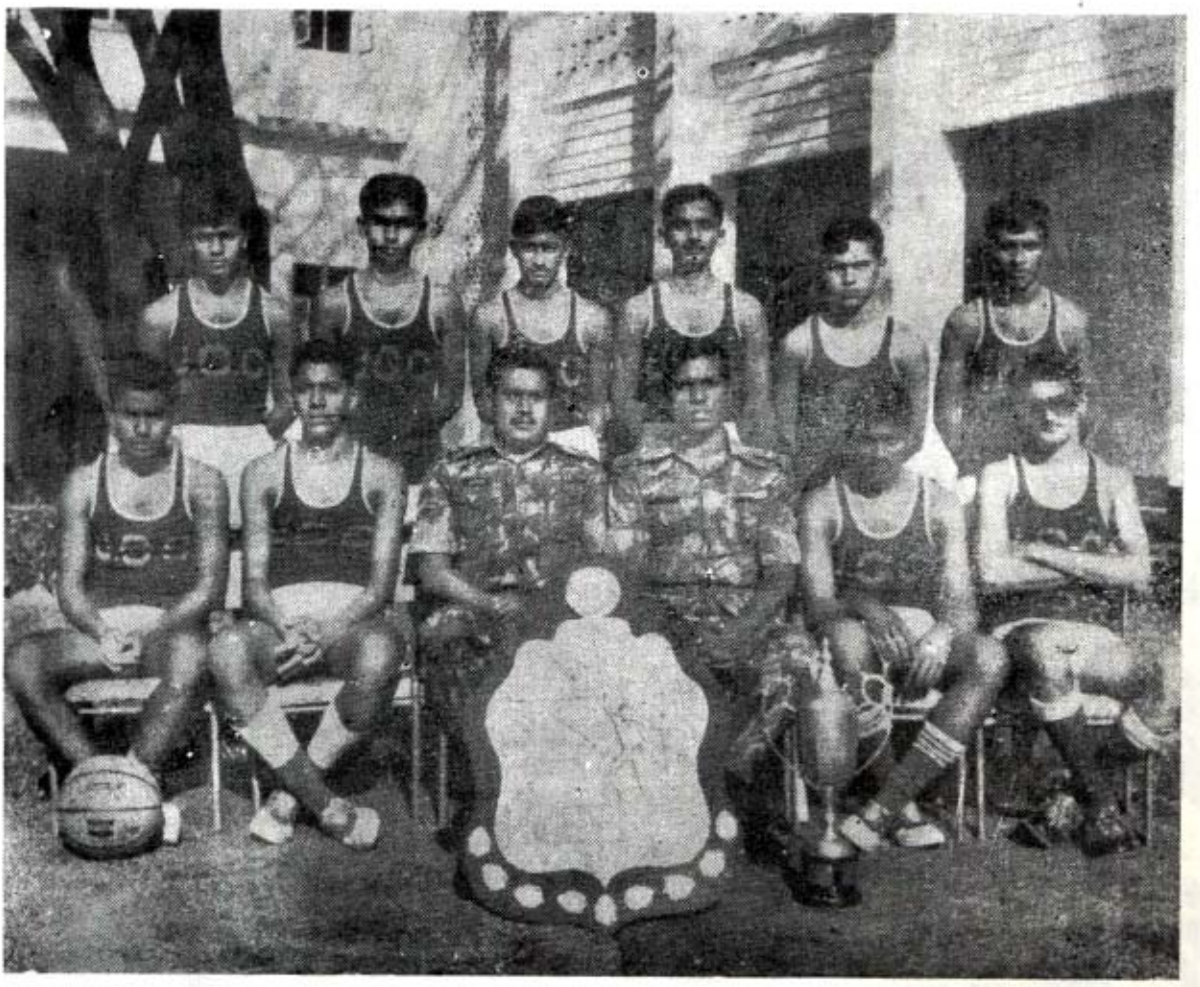

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট নিয়াজ ; ক্যাডেট আনিস ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ.ব ম. আশরাফ-উজ জামান, অধ্যক্ষ ; মেজর, মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যাণ্ট ; ক্যাডেট জাহিদ ও ক্যাডেট বদরুদ্দোজা।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট মুনীর ; ক্যাডেট হাসান ; ক্যাডেট ওহুদ ; ক্যাডেট নিজাম ; ক্যাডেট জিয়া ; ক্যাডেট বাবর ও ক্যাডেট রকিব উদ্দীন।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭৯-এ অংশ গ্রহণকারী আমাদের ক্রীকেট টিম।

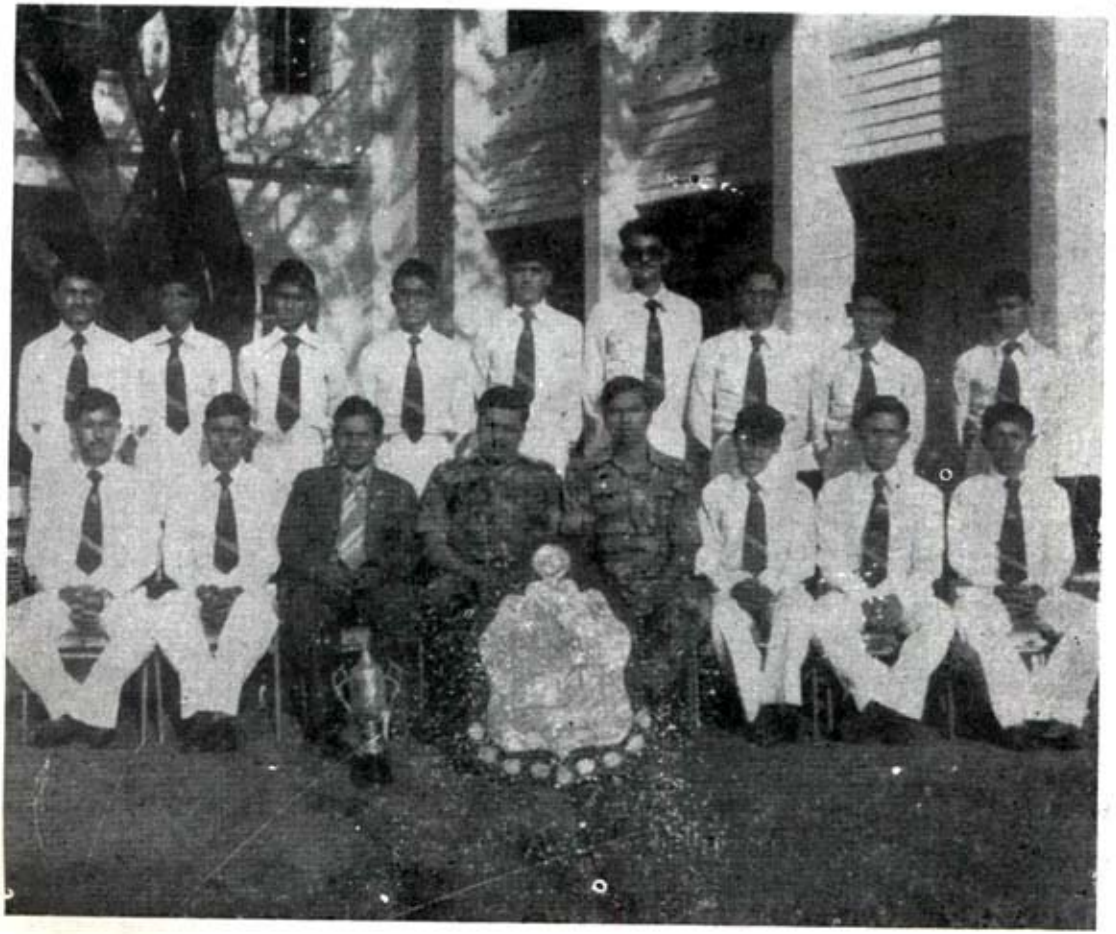

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট রেজওয়ান : ক্যাডেট রেজাউল ; জনাব রফিক নওশাদ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলেজ ক্রিকেট টিম ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ. ব. ম আশরাফ-উজ জামান, অধ্যক্ষ ; মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যান্ট ; ক্যাডেট শাহিন, ক্যাডেট আফজাল ও ক্যাডেট কামরুজ্জামান।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) : ক্যাডেট সাব্বির ; ক্যাডেট জুলফিকার ; ক্যাডেট মঞ্জুর ; ক্যাডেট মোস্তফা ; ক্যাডেট আজাহার ; ক্যাডেট বদরুদ্দোজা ; ক্যাডেট আসলাম ; ক্যাডেট সিদ্দিকী ও ক্যাডেট সাইফুল।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭৯-এ অংশ গ্রহণকারী আমাদের হকি টিম।

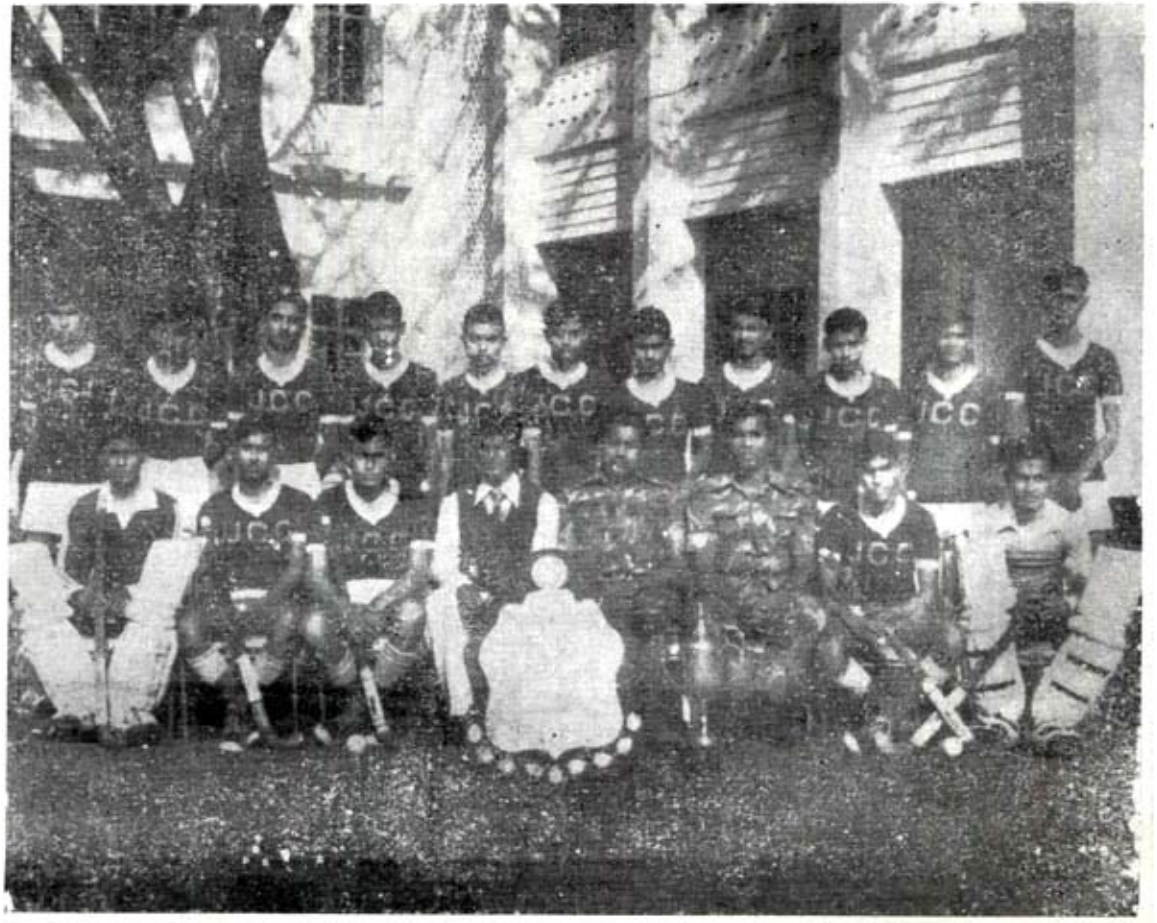

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট নাসিম, ক্যাডেট রেজাউল, ক্যাডেট আশফাক, জনাব চৌধুরী খালেকুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কলেজ হকি টিম ; সৈয়দ আ. ব. ম. আশরাফ-উজ-জামান, অধ্যক্ষ ; মেজর মঈনুল হাসান এ্যাডজুট্যান্ট ; ক্যাডেট শফিউল ও ক্যাডেট আনোয়ার।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট আমিনুর, ক্যাডেট জাহিদ, ক্যাডেট জিয়া, ক্যাডেট তানভির, ক্যাডেট আনোয়ার কামাল, ক্যাডট তানভীর সাদ, ক্যাডেট হাফিজ, ক্যাডেট সাব্বির, ক্যাডেট মানসুর, ক্যাডেট সালেক ও ক্যাডেট সারোয়ার।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭৯-এ অংশ গ্রহণ কারী আমাদের ভলিবল টিম।

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট মনজুর, ক্যাডেট নিয়াজ, জনাব এবারউদ্দিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলেজ ভলিবল টিম ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান অধ্যক্ষ, মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যান্ট ও ক্যাডেট বোরহান।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট মিজান, ক্যাডেট নাসিম, ক্যাডেট কবিরুল, ক্যাডেট মোমতাজ, ক্যাডেট বারী ও ক্যাডেট আখতার।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭৯-এ অংশ গ্রহণকারী আমাদের ফুটবল টিম।

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) : ক্যাডেট বোরহান, ক্যাডেট রেজাউল, ক্যাডেট আশফাক, জনাব আবদুল হান্নান, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলেজ ফুটবল টিম ; লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ-জামান, অধ্যক্ষ ; মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যাণ্ট ; ক্যাডেট জিয়া ও ক্যাডেট নিয়াজ ;

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট ইউসুফ, ক্যাডেট মুনীর, ক্যাডেট কামরুল, ক্যাডেট বারী, ক্যাডেট জাহিদ, ক্যাডেট আনিস, ক্যাডেট মনজুর, ক্যাডেট জাহিদ, ক্যাডেট শচীন ও ক্যাডেট মুনীর।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৭৯-এ অংশ গ্রহণকারী আমাদের এ্যাথলেটিক্স টিম।

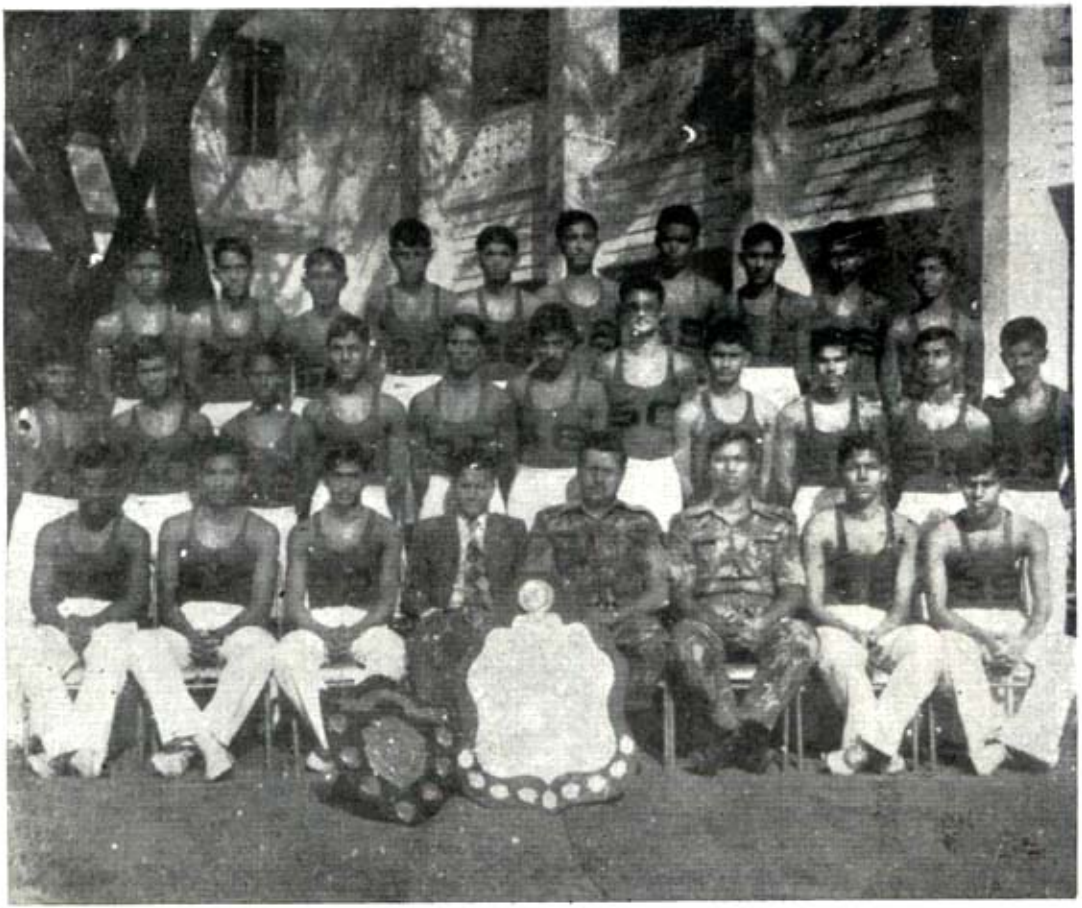

উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) ক্যাডেট শচীন, ক্যাডেট বোরহান, ক্যাডেট তাহার, জনাব এনামুল কবির, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলেজ এ্যাথলেটিক্স টিম ; সৈয়দ আ, ব, ম, আশরাফ-উজ জামান, অধ্যক্ষ ; মেজর মঈনুল হাসান, এ্যাডজুট্যান্ট ; ক্যাডেট আনিস, ক্যাডেট মুনীর।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে প্রথম সারি) ক্যাডেট নীতিশ, ক্যাডেট রফিক, ক্যাডেট মিকাইল, ক্যাডেট জাহাঙ্গীর, ক্যাডেট বারী, ক্যাডেট জাহিদ, ক্যাডেট বদরুদ্দোজা ; ক্যাডেট মুনির, ক্যাডেট আলাউদ্দিন, ক্যাডেট নাজমুল ও ক্যাডেট শাহজাহান।

দণ্ডায়মান (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় সারি) ক্যাডেট রেজাউল, ক্যাডেট ইউসুফ, ক্যাডেট মিজান, ক্যাডেট রকিব উদ্দিন, ক্যাডেট কামরুজ্জামান, ক্যাডেট রেজওয়ান ; ক্যাডেট নিয়াজ ; ক্যাডেট মশিয়ুর, ক্যাডেট নজরুল ও ক্যাডেট নাজিম।

Co-curricular activities of our College

Cadet Ahmed Quamruzzaman
Cadet– 645 Class XII

Jhenidah Cadet College, one of the famous institutions of our country, is marching ahead with a view to making each Cadet well-trained in every field and finally a worthy leader of the country. The Cadets in our College are trained in such a way that they can accept any sort of challenge they may require to face at any moment. The Cadets are given all sorts of training both intellectual and physical in order to make them physically and mentally sound.

In order to be a worthy citizen and an able future leader of the country the Cadets have to undergo many co-curricular activities in their daily life. It is a well-known fact that mere reading the text books cannot provide one with complete education which is very much required for a complete man. Keeping this view in mind the Cadets in our College remain engaged in many interesting co curricular activities besides their academic pre occupations.

The co curricular activities are of various kinds and they are as follows :—

GAMES AND SPORTS : The Cadet Colleges cater to the requirements of the total growth of a Cadet who will be physically fit, mentally sound, emotionally balanced and intellectually enlightened. It is for this reason that games and sports are incorporated as an integral part of the Cadet College educational programme and training and through these games and sports the spontaneous growth and development of the Cadets takes place.

The Cadets play all types of common games prevalent in our country. Such as Football, Cricket, Hockey, Volleyball, Basketball Softball as outdoor games and Table Tennis Carrom, Chess Draught etc. as indoor games. Every year various Inter House competitions are held and covetous trophies are awarded to the winners. During the matches the boys show an excellent standard of discipline, co operation, endurance and hard work which help them in moulding their character.

CROSS COUNTRY RACE : Every year Inter House cross country race competition is held. The Cadets are divided into junior, intermediate and senior groups. During the race the boys show an excellent performance with stamina and endurance. The route for the three groups are $2\frac{1}{2}$, 5 and $6\frac{1}{2}$ miles respectively.

SOCIETY : A hobby which is generally known as 'Society' in this institution may be defined as one of the pleasurable occupations for the Cadets in addition to their normal academic activities. The boys are given the opportunities to pursue various hobbies which are organised through the officers in charge of the Societies and the boys participate according to their individual interest and inclination. The Societies meet on every Saturday afternoon. These Societies are run by the Cadets under the supervision and guidance of the officers in charge.

There are as many as thirteen Societies and they are as follows :

1) Current Affairs Society
2) Drama Society
3) Photography Society
4) English Literary Society
5) Geography Society
6) Religious Society
7) Arts and Crafts Society
8) Chemistry Society
9) Wood Work Society
10) Physics Society
11) Music Society
12) Band Society
13) Field Craft Society

DECLAMATION AND DISPLAY PROGRAMME : Various cultural activities are held in our College under the nomenclature

D. D. P. in which the boys get an opportunity to show their potential talents. Indeed these cultural activities provide them with a training for understanding social, economical and literary value of their own, and foster a genuine love for their culture and develop a reverence for our past tradition and custom.

On every Thursday the Cadets assemble in the College auditorium and various literary and cultural activities are done by the Cadets. They have to join the programme on the basis of Inter House Competitions. The Cadets take part in Inter House Debate, Recitation, Extempore Speech, Set Speech, Current Affairs, Display etc. All are in both Bengali and English. The boys take part in music and Quirat competitions. This year Story Telling, Play Reading and Book Review competitions are introduced. Besides these, the boys arrange for cultural evenings on some specified days to mark the importance of the day such as Independence Day, The Bengali New Year's Day, 21st February etc. Moreover, the Dramas staged by the Cadets on Inter House basis reveal the skill of the Cadets in cultural affairs.

In this context, it is surely worth mentioning that it is a unique glory and pride for Jhenidah Cadet College that the bright Cadets won trophy in the nation-wide natioal T. V Debate '77 and Cadet Imamul Huda of JCC was adjudged the best debater. No doubt our success in the T V debate will stimulate the cultural movement of our College to a great extent.

BOXING : It is for the first time that Inter House Boxing competition has been introduced into the history of Jhenidah Cadet College in the year 1979. It is the most manly sport of all that manifests courage, prowess, vigour and finally a firm determination. It does not go with only courage, strength and stamina but also fosters brilliant physical and mental grace. Because of these reasons probably Boxing is considered to be the most sacred of all the sports. The different weights for the competitions were :

1) Pin	weight	7) Bantom	weight
2) Paper	"	8) Feather	"
3) Midget	"	9) Light	"
4) Mosquito	"	10) Welter	"
5) Gnat	"	11) Middle	"
6) Fly	"	12) Light heavy	"

DISCIPLINE : Discipline is "half the battle" of the training in Jhenidah Cadet College. The Cadets here exercise discipline and lead a very disciplined life and live in harmony with others. Recently Inter House Discipline competition has been introduced into our College which really plays an active part in making the Cadets well-disciplined and self-controlled. Every Monday prize is awarded to the best disciplined House of the just ended week.

PARADE AND P. T. : Every morning the boys do either P, T. or Parade which is carried out throughout the year The Parade and P. T. are organised and looked after by the Adjutant, an army officer in the rank of Major assisted by four Non-Commissioned Officers.

EXCURSIONS : Excursions and outings are organised off and on, and, once a year, one senior class makes an educational tour to places of historical and geographical interest.

WALL MAGAZINE : Every year wall-magazines are published by the Cadets on various important days of the year such as, "Shaheed Dibash", National Integration and Biplab Dibash", "Independence Day" etc. The bringing out of such magazines clearly manifests the essence of the efforts made by the Cadets in the fields of literature and Fine Arts.

GARDENING : Every house is provided with a garden and the boys grow many kinds of vegetables and flowers. Inter House gardening competition is held every year and the best House is rewarded.

Besides these, the Cadets do many other co-curricular activities which help them build a good-character and which eventually builds them up to be worthy citizens and able leaders of the nation.

——

Cultural Activities in Retrospect

Cadet Ghazi Abu Taher
College Cultural Prefect
Cadet— 628, Class XII

Culture as we all know is the image of the people that brings the vision of the living. As it is said that the common people's culture is religion while culture is the religion of the educated and sophisticated people. So our training, education even all the activities will remain incomplete if they are not developed with culture.

Therefore, our College provides the Cadets with a number of cultural activities to relieve themselves from the hard and fast rule of daily schedule. The Cadets are firm determined to be known as the most cultured citizens of the country. So to supplement their knowledge, behaviour, gesture, skill, tricks they very often show a great zeal and affinity to arrange a cultural show.

Indeed, these cultural activities provide them with a training for understanding the social, economical and literary value and the prestige of their own and stimulates a great love for their culture.

From the past experiences the Cadets are firm determined to enhance their artistic abilities And for that many socio-cultural functions, seminars, symposium are organized. These help them to exercise their speaking capabilities, vigour, courage and above all smartness. Of all our cultural activities weekly Display and Declamation Programme is the most important. It is always done on the basis of Inter House Competition which is held on every Thursday. The Cadets take part in every significant programme classwise

(VII –XII) or groupwise (VII and VIII, junior, (IX and X) intermediate and (XI and XII) senior.

The D. D. P. includes Set-Speech, Extempore Speech, Debate, Recitation. In addition to these competitions, Quirat competition and Current Affairs Display are held, The new Cadets of Class VII take part in a programme called "Talent's Show" after they step into this seat of learning. After the competition is over one of our respected teachers reviews the programme in order to find out the strengths and weaknesses.

It is a unique glory and pride for Jhenidah Cadet College that it has been able to uplift itself as the Cultural Barometer of the country. Our College achieved success in the national T. V. Debate '79 and is looking forward to facing the final round. No doubt our success in such competition will stimulate the cultural movement of our College o a great extent.

Almost on all red letter days the College takes the opportunity to celebrate the occasions in the most befiting manner. Now let's have a glance over the important activities held last year.

21st FEBRUARY : On that day we paid our glowing tribute and reverence to the great martyrs who sacrified their invaluable lives for our "বাংলা ভাষা" which we are proud of. The day started with "প্রভাত ফেরী" in doleful dawn when it was dark everywhere. The bare footed Cadets routed round the College with floral wreaths, bouquets, singing "আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি ?" Really, they are the part of history and,

"As the stars that are starry in the time of our darkness
To the end, to the end, they remain."

Then the programme was followed by the wall magazine competition. These wall magazines brought out by the Badr, Khaiber end Hunain respectively play a vital role in our cultural activities. The titles of the magazines were প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর 'না', 'অনির্বাণ' and 'রৌদ্র দিন'। Khaiber House's 'অনির্বাণ' was adjudged best.

At night there was a cultural function "মহান একুশে অমর হোক" in our College auditorium where the Cadets paid homage to the sacred blood of our national heroes.

INDEPENDENCE DAY (26th March) : On this remarkable occasion the College organized some laudable events the most charming of which was the cultural function held at night The Cadets remembered the day by singing patriotic and folk songs, reciting self-composed poems and poems with revolutionary ideas. The graceful function also included modern melodius songs to arouse patriotic feelings for the suffering humanity and the uplift of the nation.

The College also welcomed Bengali New Year in a very colourful manner.

16TH INTAKE : On first July the youngest members of our family were welcomed by us. In order to celebrate the day there were an Inter House Current Affairs Display competition and exhibitions displayed by the Societies.

The Current affairs display is really an interesting event which broadens our outlook.

After a lapse of short interval our young Cadets displayed their latent talents on our College stage. It was indeed, praise-worthy. They presented various types of songs, jokes, recitation, plays etc. It was undoubtedly an enjoyable evening for all of us living on the campus. We do hope that these young talents will surely help enriching our cultural movements both at home and abroad.

INTER HOUSE DRAMA COMPETITION '79 : The newly introduced Inter House Drama competition has already won due appreciation This competition has helped some more new bright talents to culture their artistic abilities. All the players are determined to accept any sort of challenge from Drama society,

We had three dramas on three days viz. 22nd, 23rd and 24th of July. The first drama was staged by Hunain House It was Tagore's famous poem "দুই বিঘা জমি" that was cast into the

form of drama and it was done by Cadet Saidul Hassan (744) under the direction of Cadet Shabbir (656) and Cadet Anwar (668). It was indeed praiseworthy. On 23rd Badr House staged "হুজুর কখন মরবেন" written by Akhtar Hossain. It was directed by Cadet Jahangir Alam (751). It also showed an excellent standard and perfection and was liked and praised by all. On the finishing day Khaiber House staged the most thought provoking and significant drama "স্পর্টাকাস বিষয়ক জটিলতা" written by Mr Momtazuddin Ahmed and directed by Cadet Zia-ush-Shams (646).

It was a rare presentation indeed, and received spontaneous recognition from all corners. The standard of these dramatic performances were so high that our honourable Principal and the judges were in a fix to declare the best talents. So the only best House was declared and it was Khaiber House second position was achieved by Badr House and Hunain became third,

The Cadets owe a great deal to Mr Rafiq Nawshad, Mr Farooque Latif. Mr Nayeem Chowdhury and Mr. A H Baqui for their eager and direct participation to help the Cadets to present us such nice dramas.

VICTORY DAY (16th December) : The victory day was celebrated in our college with due solemnity and gaiety. To pay homage to the martyrs the day was heralded with the bringing out of beautifully illustrated Wall magazines The magazines were হারানো সূর্যের খবর by Badr House, বজ্রে বাজে বাঁশী by Khaiber House and বিজয় বিভাস by Hunain House.

These wall magazines are the results of strenuous efforts of our College cultural genius At night there was Inter House Boxing competition to pay due respect and honour to the heroic blood of our great Shaheeds.

Undoubtedly, in this great seat of learning, we are being cultured by our response to and faithful performances of various cultural activities and hope that we will be able to develop our moral character. Not only that we are sure that we will help enriching our national culture in the long run.

——

Games Report

Cadet Borhanuddin Khan
Cadet– 669, Class XII

Games stand for enthusiasm, vigour and strength This popular saying has a great influence on the cadets of Jhenidah Cadet College. The cadets have accepted games as amiable companions to prove that "a healthy mind always dwells in a healthy body."

The cadets engage themselves in outdoor and indoor games. The outdoor games strengthen the cadets with physical fitness and provide an advantage to build their bodies while indoor games are played by the cadets to utilise their leisure period.

Football, Cricket, Volleyball, Hockey, Basketball and Baseball are the games which the cadets play as the outdoor games.

Football is the most popular and favourite game of the cadets and it is played throughout the year. The standard of this game in our College is quite high. The cadet showed their excellence as good football players in the last ICCSM They won the 'Championship Trophy'. Cadet Niaz Mohamnad (662) was adjudged the best footballer of the last ICCSM The cadets have Inter House Football competition every year, which propagates a thrill among the players of the Houses They introduced themselves with a challenging mood in the competition.

The standard of Volleyball of our College is very good. The cadets have tbeir competitions among their Houses. Last year the College team played some friendly matches with teams from outside. This helped the cadets in acquiring skill and technique in play movement cxercises. In the last ICCSM our Volleyball team won the runners up trophy.

The College Hockey team showed a remarkable improvement in comparison with their last year's standard. The College was awarded the runners up trophy in the last Inter Cadet College Hockey Competition. The cadets play Hockey during the winter and have their competitions among three Houses to develop their standard.

The cadets have a never-failing interest in Basketball and Cricket. Cricket is played during the winter and Basketball is played throughout the year. The cadets face no problem to entertain themselves with these games.

There was a very close competition among the Houses It proves that all the Houses possess equal standard. Unfortunately, our Basketball team could not show any glittering success in ICCSM But the cadets are fortified with hope and determination that they will prove themselves as eligible figures to win the championship trophy in these games.

Baseball is a very interesting game played by the cadets during the winter. It is a new game introduced to our College But the cadets are gradually habituated and trained to play this game and they prefer it very much.

Indoor games are very much needed for us to get relief and relaxation within the monotonous routine of our College The cadets, according to their individual taste, derive pleasure by playing chess, draught, table tennis, carrom etc. The three Houses have indoor games competitions among themselves once a year. Inter House indoor games competition was very tough this year. It was very difficult for the judges to declare best House and each differed very marginally from other. So, we can tell that all the Houses are equally good and the cadets are coming up in this respect in a considerable speed.

Let's come to the point of Obstacle course competition. To perform this formidable job constant practice is needed. A man completes an Obstacle course if he can combine moral, mental

and physical forces in him and the cadets are trained in such a way that they accept it as easy problem in the field of gymnastic exercises. The Inter House Obstacle course competition ended with a lot of thrill and excitement. Khaiber, Badr and Hunain became 1st, 2nd and 3rd respectively. This year new record was set up by cadet Nitish (683 . It can also be mentioned here that 2nd & 3rd position holders viz Shachin and Zaheed also bettered the previous record. Khaiber House senior team was adjudged the best House team

Boxing is a manly sport which enables a man to acquire the courage and hardihood of facing the inconveniences of life. The cadets have shown a great interest in Boxing. On 16th December night the Inter House Boxing competition took place. It was exciting and at the same time entertaining The promising boxers with the motto "only the courageous do boxing" looked brave and serious on the newly built ring. Their stern faces looked bright in powerful flash light. The introduction of this interesting item of sports the first of its kind, opens a new chapter in the history of J. C. C The College owes a great deal to Major Moyeenul Hasan, Adjutant, for his strenuous effort in introducing this competition. Subedar A. Rahim, a renowned boxer in the Bangladesh Army, was the referee.

After the competition was over, the score board showed the supremacy of Badr House over other two Houses. Hunain House was second and Khaiber became third. Cadet Jilani (913) of Badr House, Cadet Shamsheer (726) of Khaiber House were adjudged the best boxer and best loser respectively. On that occasion, our Honourable Principal Lt Col Syed A B M Ashrafuzzaman mentioned in his speech that Boxing is considered to be the most sacred of all the sports. He added that as it is the mainly sport of all, it fosters both mental and physical stamina.

The most momentous event of the term was 15th Annual Athletic Meet which was held on the 28th, 29th and 30th of December. The ceremony was inaugurated by our Honourable

Principal Lt Col Syed A B M Ashrafuzzaman. The whole athletic ground wore a grand and festive look. All the cadets and guests enjoyed the occasion with delightful hearts. Mr Mohd Abu Hena, Commissioner, Khulna Division, graced the occasion as Chief Guest and gave away the prizes. He became highly pleased to enjoy the occasion, and our performances received thanks and appreciation from him. This Meet was held on the basis of Inter House Competition. During the occasion the tone of the Colloge was excellent. The athletes of Khaiber House proved their supremacy over others in the competitions. Badr came out 2nd, followed by Hunain. Of all the athletes belonging to the three groups, Ghazi Abu Taher (628) of Khaiber House came out 1st in a total of six events breaking all the previous records. Taher was awarded the College blue in Athletics of 1979 for his superb sportsman qualities. All the athletes tried their best to put into use their dormant potentialities during this Sports Meet. Thus, at last, the effort, labour and ability of the energetic Cadets had crowned our College with the championship trophy of ICCSM.

CHAMPIONSHIP— 1979

After a pretty long time the overall championship of the year 1979 went to Hunain House. The performances of Hunainites were really splendid and the House bagged a considerable number of prizes.

College Report

Cadet Quamrul Islam
College Prefect
Cadet— 627, Class XII

Jhenidah Cadet College, the bright institution of the country, is marching ahead with a view to making each cadet well-trained in every field and finally a worthy citizen of the country. It is worth mentioning that the College after a long and hard struggle has now attained an appreciable standard in most of the areas of learning.

It is indeed a matter of great pride that in the last S. S. C. Examination 1979, our cadets whose total number was 53 secured 7 positions out of the first twenty in the combined merit list of Jessore Board. Their positions were 2nd, 4th, 5th, 10th, 12th. 15th and 19th. Taken three groups separately our boys secured 2nd, 4th, 5th, 10th in Science, and 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th in Industrial Arts. Out of 4 cadets in Humanities group two secured 2nd and 8th positions. In the last H. S C. Examination we had only 34 candidates of whom 6 cadets occupied places viz. 4th, 11th, 13th, 14th, 17th and 18th in the combined merit list. The academic excellence in the Board's Examinations is not the only criterion to assess the growth and development of our cadets. Our success largely depends on how far the cadets are able to fit in their subsequent courses of studies and career. The boys of Jhenidah Cadet College are making their marks as officers in the Armed Forces as well as many departments of public life; and many of our ex-cadets are undergoing higher education and training in the country and abroad in flourishing colours. Jhenidah Cadet

College is the single institution of the country which provides the maximum number of boys for training in the Bangladesh Military Academy and their performances there are also singularly praiseworthy.

It is heartening to note that two ex-cadets of Jhenidah Cadet College won the two most coveted awards of the first B. M A, Long Course batch held a few days back. Our ex-cadet S. M. Mahfuzul Haque was awarded the Sword of Honour and our ex-cadet Mahmud Hasan was awarded the Chief of Army Staff's Cane by our Honourable President, Lt General Ziaur Rahman at the Bangladesh Military Academy, Chittagong.

The Cadet College is indeed a place for working harder and achieving better results, be in academics, sports, games or co-curricular activities. Our progress in the field of games has been extremely well. The afternoons are spent in the play fields where different kinds of games are played and practised and under the gnidance of our own staff and national coaches, the cadets have attained an appreciable standard of skill and style in major games like Football, Hockey, Basketball, Volleyball and Cricket. It is a matter of great pride and satisfaction for us that our College won the championship in the Inter Cadet College Sports Meet held in the first week of January, 1980, at Mirzapur Cadet College. It will not be out of place to mention that for the first time in the history of Jhenidah Cadet College Boxing has been introduced. Boxing is a manly sport. It develops courage, firmness, strength. vigour and prowess. It also promotes mental and physical grace. All these are essential ingredients that contribute towards preparing our cadets as balanced and self-respecting citizens in their future years. We celebrated our last Victory Day in a befitting manner and chose to make this national day more significant by inaugurating Boxing competition on Inter House basis. Our gallant boys put up really good show in the competition, and the referee, who is a veteran boxer in the Army praised their excellent performances on the ring.

In the area of co-curricular activities, arts and crafts, photography, technical skill, music, drama, camp craft, modelling, band, extempore public speaking, recitation, debates, current affairs display, our progress has been very encouraging. The weekly Declamation and Display Programme known as DDP has proved a very effective vehicle of releasing our latent talents and reinforceing our curricular programme. In the National TV Debate of the year 1979 our College was adjudged the third best team in the overall competition by encountering the post graduate students of the different University Halls & Colleges. Besides, the wall magazines brought out on various occasions such as Shahid Dibash Independence Day, Bengali New Years' Day are the outcome of the Cadet's skill in fine and abstract arts. The poems and articles, the art and paintings and the overall layout of these magazines were immensely appreciated by the outside visitors.

Our fortnightly College Chronicle Alekhya has become a very effective organ of the expression of our needs and minds, thoughts and feelings, hopes and aspirations. It mirrors a healthy and constructive criticism of our community life. We are deriving full benefit from our 35 m. m. projector and are able to see at least three feature films every month which is necessary for our recreation and relaxation. We have been greatly benefited by aditional audio visual aids such as TV sets in the Houses. By the grace of Allah, our health and happiness, welfare and morale have been of the highest order during the period under review. We are grateful to our Principal and our teachers who work hard for our well-being and look after us so well.

Recently the results of SSC Examination, 1980, Jessore Board were published. From Jhenidah Cadet College a total of 55 Cadets appeared in the Examination. Out of this, 44 Cadets were in the Science Group, 7 Cadets were in the Industrial Arts Group, and 4 Cadets were in the Homanities Group. The percentage of pass was 100% Fifty Cadets got First Division. Twenty eight Cadets got star marks. The number of letters was 208. In the combined

merit list out of the first twenty positions 20 Cadets from Jhenidah Cadet College secured different places. In the Industrial Arts Group out of the first ten positions five were secured by the Cadets from Jhenidah Cadet College. It is worth mentioning here that, in the combined merit list, out of the first ten positions nine were secured by the Cadets of this College. Perhaps no other educational institution of Bangladesh could do such a brilliant result in the past.

In the combined merit list the first ten Cadets are : Cadet Mahbubul Amin (1st), Cadet Md Moniruzzaman (2nd), Cadet Syed Andaleeb Al-Nayam (3rd). Cadet Md Zafrul Hasan (4th), Cadet Md Rafiqul Islam (5th), Cadet Md Ashraful Alam (6th), Cadet Mujtaba Fidaul Haque (7th), Cadet Anwar Bari (8th), Cadet Md Nazmul Huda (9th), Cadet Abul Khair Md Zobayed (9th), Cadet Md Shahidur Rahman (11th), Cadet Abu Yousuf Md Abdullah (12th), Cadet Khan Ahmed Hilali (13th), Cadet Mahbub Rashid (13th), Cadet Abul Kashem Md Saifullah (16th), Cadet Md Humayun Kabir (17th), Cadet Md Saiful Islam Siddiqui (17th), Cadet Azhar Javed Khan Chowdhury (18th), Cadet Md Quamrul Hasan (20th), Cadet Md Masudur Rahman (20th).

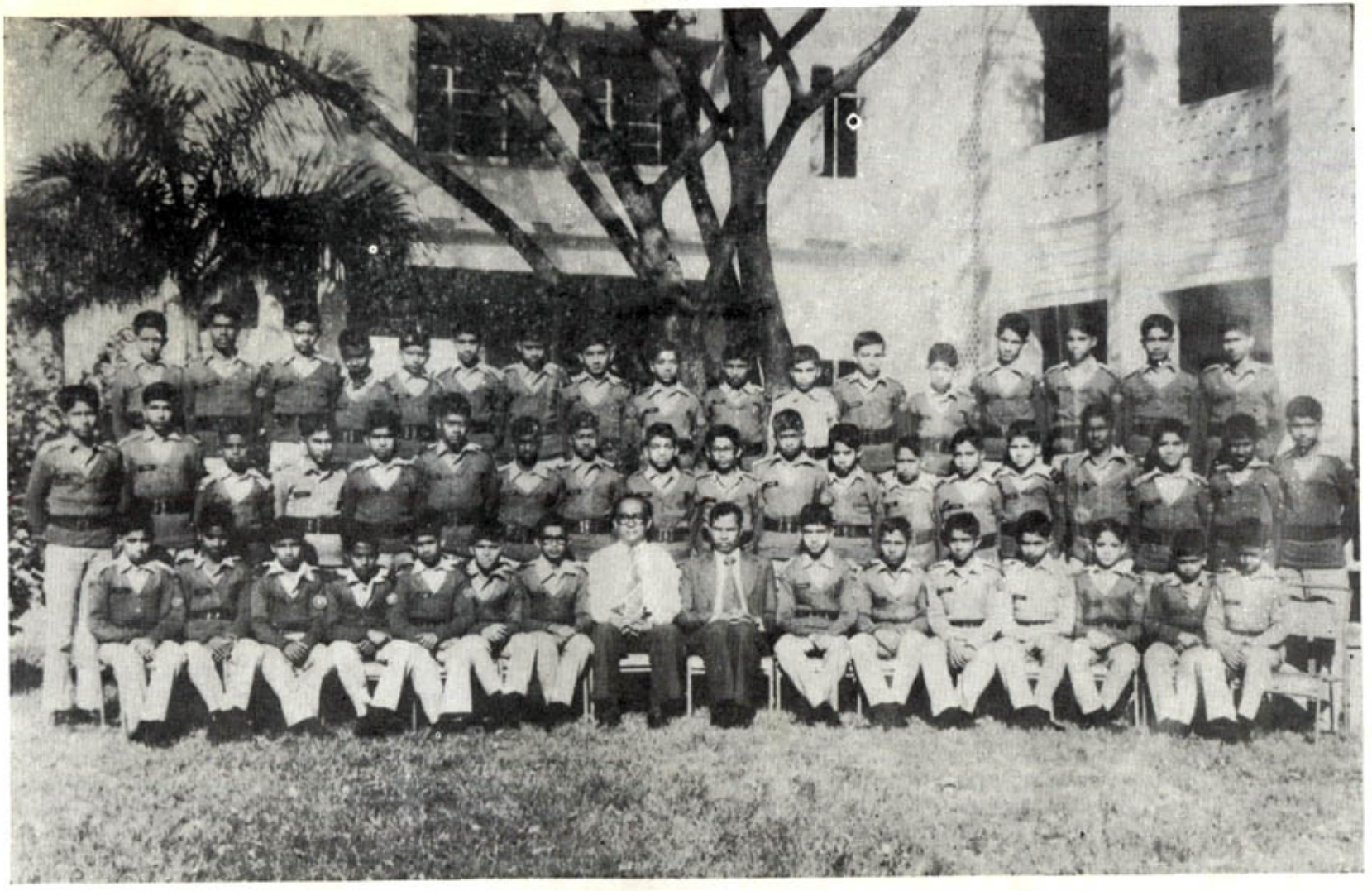

সপ্তম শ্রেণী

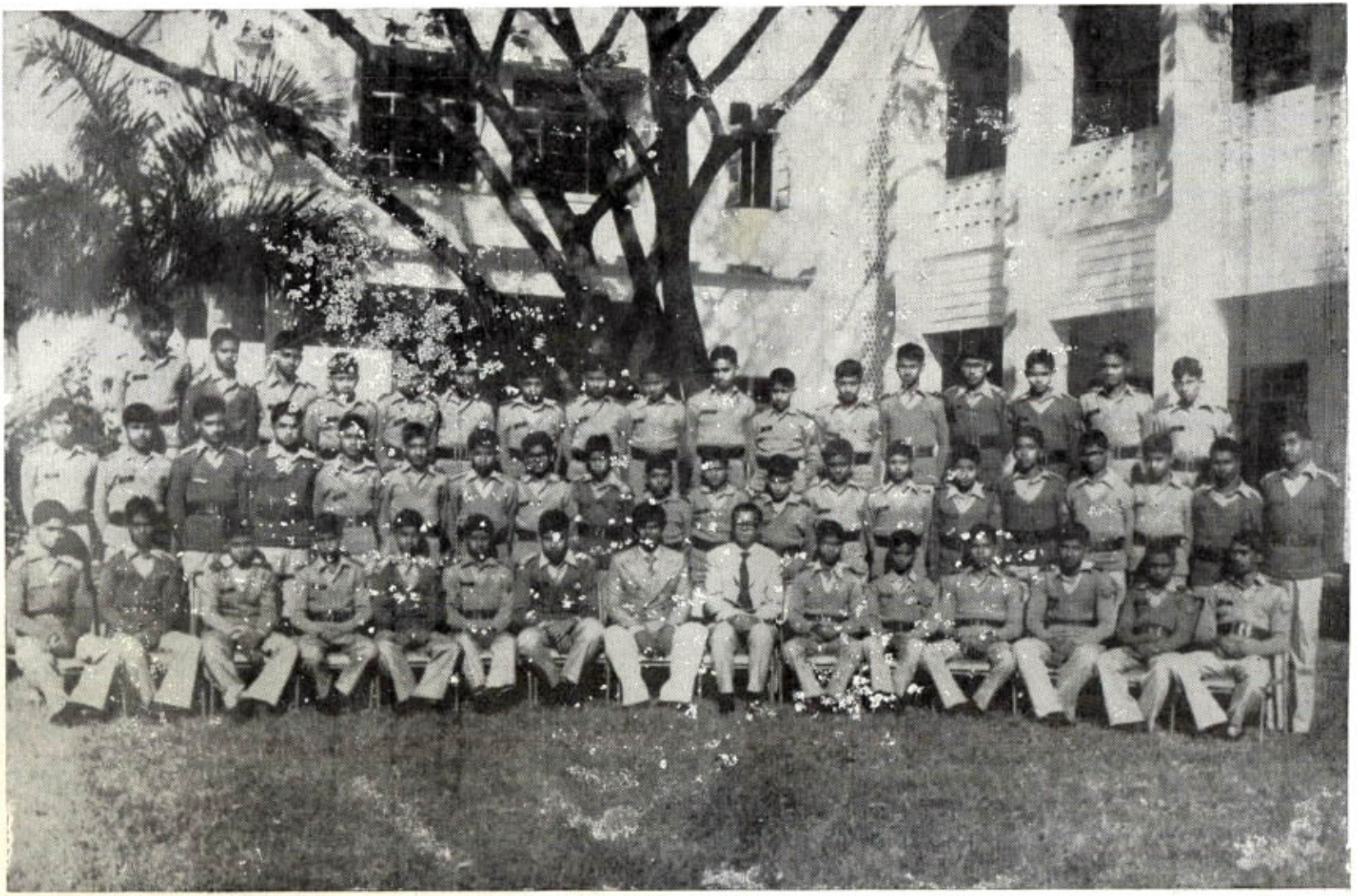

অষ্টম শ্রেণী

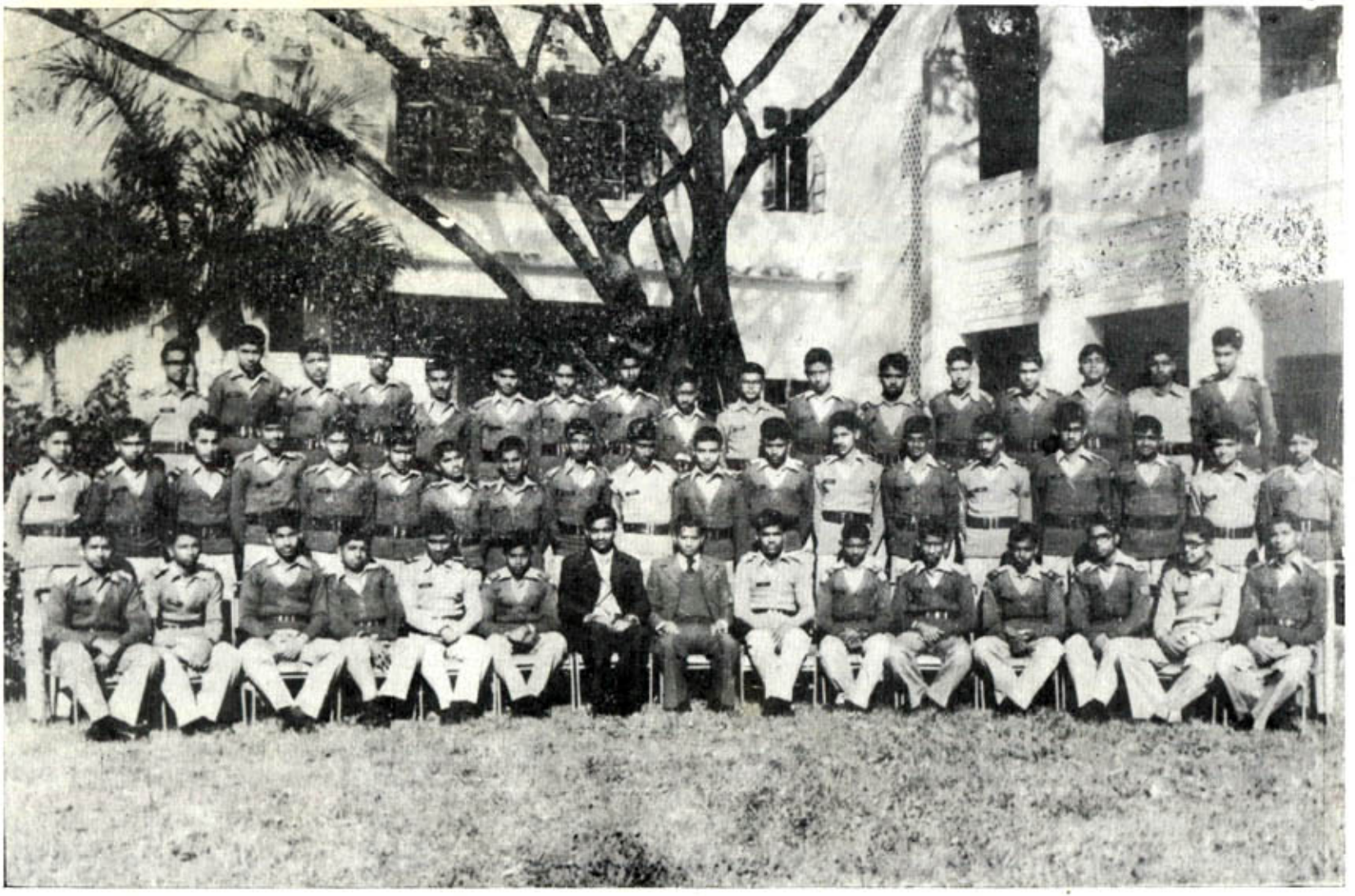

নবম শ্রেণী

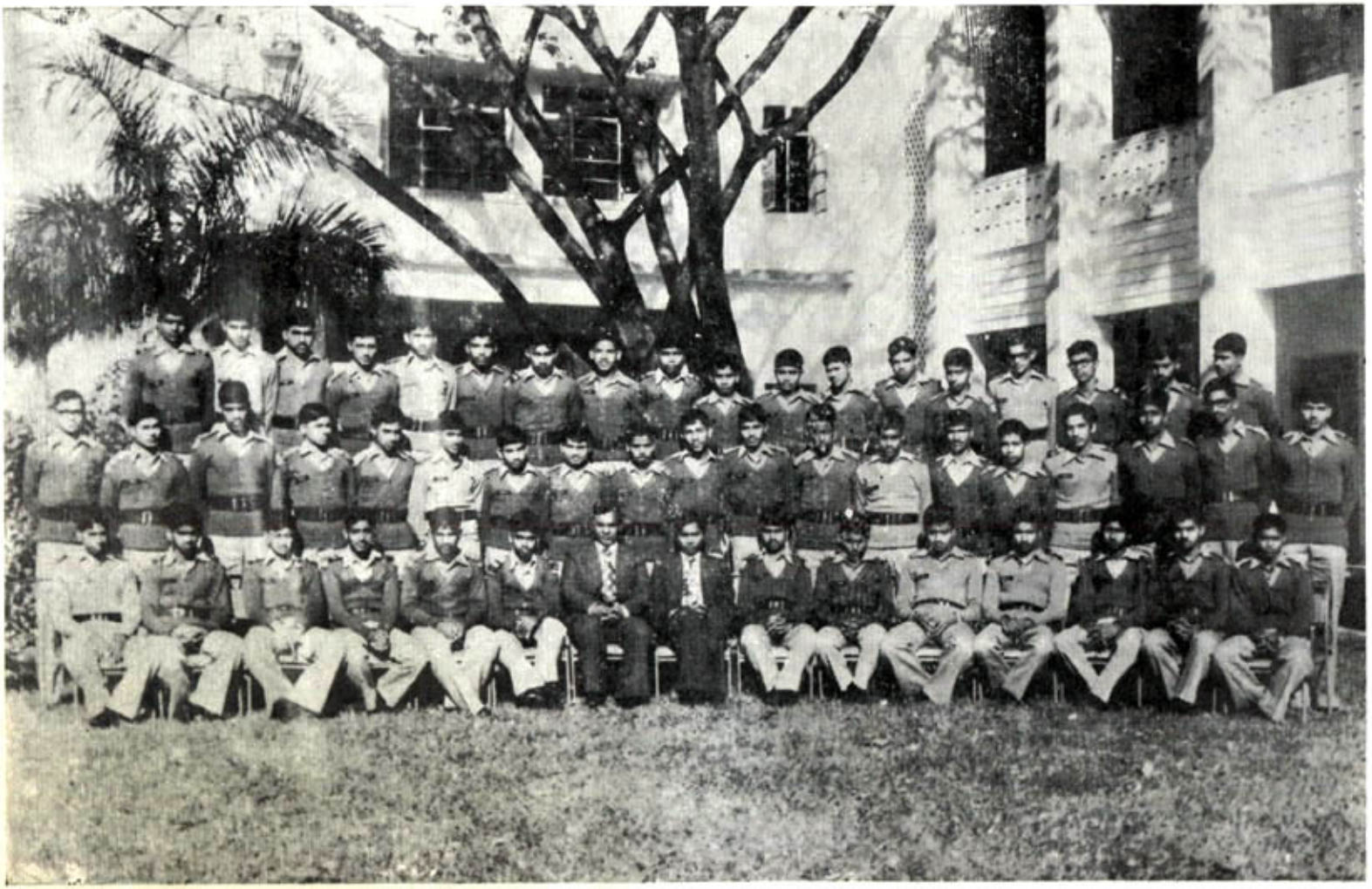

দশম শ্রেণী

একাদশ শ্রেণী

দ্বাদশ শ্রেণী